ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে ৩২ শ্লোক।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো নবেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো নবেদেতি বেদ চ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

"আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে" অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মের ভাব একেবারে কিছুই জানিতে পারি নাই এমত নহে; আমি জ্ঞান-প্রসাদে তাঁহার অনাদ্যনন্ত-পূর্ণ ভাব, তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার পূর্ণভাব জানিয়াছেন, তিনি এই বচনের মর্ম্ম সম্যক-রূপে বুঝিয়াছেন।

We say in the first place that God is not absolutely incomprehensible, for this manifest reason, that, being the cause of this universe, he passes into it, and is reflected in it, as the cause in the effect; therefore we recognise him. The heavens declare his glory' and 'the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made;' his power, in the thousands of worlds sown in the boundless regions of space; his intelligence in their harmonious laws; finally, that which there is in him most august, in the sentiments of virtue, of holiness, and of love, which the heart of man contains. It must be that God is not incomprehensible to us, for all nations have petitioned him, since the first day of the intellectual life of humanity. God, then, as the cause of the universe, reveals himself to us; but God is not only the cause of the universe, he is also the perfect and infinite cause, possessing in himself,not a relative perfection, which is only a degree of imperfection, but an absolute perfection, an infinity which is not only the finite multiplied by itself in those proportions which the human mind is able always to enumerate, but a true infinity, that is, the absolute negation of all limits, in all the powers of his being. Moreover, it is not true that an indefinite effect adequately expresses an infinite cause; hence it is not true that we are able absolutely to comprehend God by the world and by man, for all of God is not in them. In order absolutely to comprehend the infinite, it is necessary to have an infinite power of comprehension, and that is not granted to us. God, in manifesting himself, retains something in himself which nothing finite can absolutely manifest; consequently, it is not permitted us to comprehend absolutely, There remains then, in God, beyond the universe and man, something unknown, impenetrable, incomprehensible. Hence in the immeasurable space of the universe, and beneath all the profundities of the human soul, God escapes us in that inexhaustible infinitude, whence he is able to draw without limit new worlds, new beings, new manifestations. God is to us, therefore, incomprehensible; but even of this incomprehensibility we have a clear and precise idea; for we have the most precise idea of infinity. And this idea is not in us a metaphysical refinement, it is a simple and premitive conception which enlightens us from our entrance into this world, both luminous and obscure, explaining every thing, and being explained by nothing, because it carries us at first to the summit and the limit of all explanation. There is something inexplicable for thought,—behold then whither thought tends; there is infinite being,—behold then the necessary principle of all relative and finite beings. Reason explains not the inexplicable, it conceives it. It is not able to comprehend infinity in an absolute manner, but it comprehends it in some degree in its indefinite manifestations, which reveal it, and which veil it; and, further, as it has been said, it comprehends it so far as incomprehensible. It is, therefore, an equal error to call God absolutely comprehensible and absolutely incomprehensible. He is both invisible and present, revealed and withdrawn in himself, in the world and out of the world, so familiar and intimate with his creatures, that we see him by opening our eyes, that we feel him in feeling our hearts beat, and at the same time inaccessible in his impenetrable majesty, mingled with every thing, and separated from every thing, manifesting himself in universal life, and causing scarcely an ephemeral shadow of his eternal essence to appear there, communicating himself without cessation, and remaining incommunicable, at once the living God, and the God concealed, *Deus vivus et deus absconditus!*

M. V. Cousin

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ১১ কার্ত্তিক শুক্রবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭৷৹ ঘটিকার সময় উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭১ সংখ্যা

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

যোহ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হবৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১ ॥

'যঃ হবৈ' কশ্চিৎ 'জ্যেষ্ঠং চ' প্রথমং বয়সা 'শ্রেষ্ঠং চ' গুণৈরভ্যধিকং 'বেদ' সঃ 'জ্যেষ্ঠঃ চ হবৈ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি' 'প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠঃ চ' বয়সা বাগাদিভ্যঃ 'শ্রেষ্ঠঃ চ'। ১

যিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণ জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। ১

যোহ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠোহ স্বানাং ভবতি বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ ॥ ২

'যঃ হ বৈ' 'বসিষ্ঠং' বসিতৃতমমাচ্ছাদয়িতৃতমং বসুমত্তমং বা যঃ 'বেদ' স তথৈব 'বসিষ্ঠঃ হ ভবতি' 'স্বানাং' জ্ঞাতীনাং। কস্তর্হি বসিষ্ঠ ইত্যাহ 'বাক্ বাব বসিষ্ঠঃ' বাগ্মিনোহি পুরুষা বসন্তি অভিভবন্ত্যন্যান্ বসুমত্তমাংশ্চাতোবাগ্বসিষ্ঠঃ। ২

যিনি বসিষ্ঠকে জানেন তিনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে প্রভূত ধনবান্ হন। বাক্য বসিষ্ঠ প্রভূত ধনবান্, যেহেতু বাগ্মী পুরুষেরা ধনীদিগকেও পরাভব করিয়া ধন আহরণ করে। ২

যোহবৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেহমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ॥৩

'যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ' স 'চ অস্মিন্ লোকে' অমুষ্মিন্‌চ' পরে 'প্রতিতিষ্ঠতি হ' 'চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা'। চক্ষুষা হি পশ্যন্ সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি যস্মাদতঃ প্রতিষ্ঠা চক্ষুঃ। ৩

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন তিনি এলোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষু প্রতিষ্ঠা। ৩

যোহবৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দেবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪

'যঃ হ বৈ সম্পদং বেদ' 'অস্মৈ হ' তস্মৈ 'দেবাঃ মানুষাঃ চ কামাঃ সম্পদ্যন্তে' 'শ্রোত্রং বাব সম্পৎ'। ৪

যিনি সম্পদকে জানেন, দেবতারা এবং মনুষ্যেরা তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দেন। শ্রোত্র সম্পদ। ৪

যোহ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনোহ বা আয়তনং ॥ ৫

'যঃ হ বৈ 'আয়তনং' আশ্রয়ং 'বেদ' সঃ 'স্বানাং হ' জ্ঞাতীনাং 'আয়তনং ভবতি' 'মনঃ হ বৈ আয়তনং'। ৫

যিনি আয়তনকে জানেন তিনি আপনার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আশ্রয় হন। মন আয়তন। ৫

অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কোনঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে

শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৬

'অথ হ' 'প্রাণাঃ' এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তঃ 'অহং শ্রেয়সি' 'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি' 'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি ইতি' 'ব্যূদিরে' নানা বিরুদ্ধঞ্চোদিরে উক্তবন্তঃ 'তে হ প্রাণাঃ' এবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ববিজ্ঞানায় 'প্রজাপতিং পিতরং' জনয়িতারং 'এত্য উচুঃ' 'ভগবন্ কঃ' 'নঃ' অস্মাকং মধ্যে 'শ্রেষ্ঠঃ ইতি' অভাবিকো-ভবৈরিত্যেবং পৃষ্টবন্তঃ। 'তান্ হ উবাচ' পিতা 'যস্মিন্' 'বঃ' যুষ্মাকং মধ্যে 'উৎক্রান্তে' 'শরীরং' ইদং 'পাপিষ্ঠ-তরং ইব' কুণপমস্পৃশ্যমিব 'দৃশ্যেত' 'সঃ বঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি'। ৬

অতঃপর ইন্দ্রিয়গণ, আমি সকলের শ্রেষ্ঠ, আমি সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করত পিতা প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিল, ভগবন্! আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার অভাবে শরীর অস্পৃশ্য অপবিত্রের ন্যায় দেখায়, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৬

সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্ত-শ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তোমনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৭

তথোক্তেষু পিত্রা প্রাণেষু 'সা হ বাক্' 'উচ্চক্রাম' উৎক্রান্তবতী। 'সা' চোৎক্রম্য 'সম্বৎসরং' 'প্রোষ্য' স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সতী পুনঃ 'পর্য্যেত্য' ইতরান্ প্রাণান্ 'উবাচ' 'কথং' কেন প্রকারেণ 'অশকত' শক্তোবন্তো যূয়ং 'ঋতে মৎ' মদৃতে মাং বিনা 'জীবিতুং ইতি' ধার-য়িতুমাত্মানং। তে হোচুঃ 'যথা' 'কলাঃ' মূকাঃ 'অব-দন্তঃ বাচা জীবন্তিঃ 'প্রাণন্ত' প্রাণেন' পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' সর্ব্বকরণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তইত্যর্থঃ। 'এবং ইতি' এবং বয়মজীবিষ্মেত্যর্থঃ। আত্মনোঽশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেষু বুদ্ধা 'প্রবিবেশঃ হ বাক্' পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ। ৭

ইহাতে বাক্য শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—মূক ব্যক্তিরা যেমন বাক্য না কহিয়া, প্রাণে প্রাণন্ করে, চক্ষুতে দেখে, কর্ণে শুনে, এবং মনে আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়া ছিলাম। ইহা শুনিয়া বাক্য শরীরে প্রবেশ করিল। ৭

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথাঽন্ধাঅপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো-বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ। ৮

'চক্ষুঃ হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। তে হোচুঃ। 'যথা অন্ধাঃ অপশ্যন্তঃ 'প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ'। ৮

চক্ষু শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—অন্ধ ব্যক্তিরা যেমন চক্ষে দর্শন না করিয়া, প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, কর্ণে শ্রবণ করে, এবং মনে আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া চক্ষু শরীরে প্রবেশ করিল। ৮

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং পর্য্যে-ত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো-বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তোমনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রং ॥ ৯

'শ্রোত্রং হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং পরি এত্য উবাচ' 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। 'যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' 'এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ শ্রোত্রং ॥ ৯

শ্রোত্র শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল, আমার ব্যতীত তোমরা কি প্র-কারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—বধিরেরা যেমন কর্ণে না শুনিয়া প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, চক্ষে দর্শন করে এবং মনে

আ‌‌‌লাচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়াছিলাম ইহা শুনিয়া শ্রোত্র শরীরে প্রবেশ করিল। ৯

মনোহোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো-বাচা পশ্যান্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১০

'মনঃ হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং পরি এত্য উবাচ' 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। যথা বালাঃ অমনসঃ' অপ্ররূঢ়মনস ইত্যর্থঃ 'প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'শৃণ্বতঃ শ্রোত্রেণ' 'এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ মনঃ' ॥ ১০

মন শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং যে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—বালকেরা যেমন মনে মনন না করিয়া প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, চক্ষে দর্শন করে এবং কর্ণে শ্রবণ করে এই প্রকারে বাঁচিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া মন শরীরে প্রবেশ করিল। ১০

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষ্যন্ত্স যথা সুহয়ঃ পড্বীশশঙ্কূন্ সঙ্খিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদত্তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বন্নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি ॥ ১১

এবং পরীক্ষিতেষু বাগাদিষু 'অথ' অনন্তরং 'হ' 'সঃ 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ প্রাণঃ 'উচ্চিক্রমিষ্যন্' উৎক্রান্তুমিচ্ছন্ কিং অকরোদিত্যুচ্যতে। 'যথা লোকে 'সুহয়ঃ' শোভনোঽশ্বঃ 'পড্বীশশঙ্কূন্' পাদবন্ধনকীলান্ পরীক্ষণায়ারূঢ়েন কশয়াহতঃ সন্ 'সঙ্খিদেৎ' সমুৎপাটেৎ 'এবং ইতরান্ প্রাণান্' বাগাদীন্ 'সমখিদৎ' সমুৎখিদৎ সমুদ্ধৃতবান্। তে প্রাণাঃ সঞ্চালিতাঃ সন্তঃ স্বস্থানে স্থাতুমনুৎসাহমানাঃ হ' 'অভিসমেত্য' 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'উচুঃ' হে 'ভগবন্' 'এধি' ভব নঃ স্বামী যস্মাৎ 'ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠঃ অসি' 'মা' চাস্মাদ্দেহাৎ 'উৎক্রমীঃ ইতি' ॥ ১১

অনন্তর মুখ্য প্রাণ শরীর হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করাতেই, যেমন বীর্য্যবান্ ঘোড়া কশাঘাতে তাহার পাদবন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া মুখ্য প্রাণকে বলিল, হে ভগবন্! আপনি আমাদের প্রভু হউন্, আপনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনি শরীর হইতে উঠিয়া যাইবেন না। ১১

অথহৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠাসীতি ॥ ১২

'অথ হ এনং বাক্ উবাচ' 'যৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'অহং' 'বসিষ্ঠাঃ অস্মি, যদ্বসিষ্ঠগুণাস্মীত্যর্থঃ 'ত্বং তৎ বসিষ্ঠঃ অসিইতি' তদ্গুণস্ত্বমিত্যর্থঃ। 'অথ হ এনং চক্ষুঃ উবাচ' 'যৎ অহং প্রতিষ্ঠা অস্মি' 'ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠা অসি ইতি' ॥ ১২

অনন্তর বাক্য আসিয়া প্রাণকে বলিল, আমি যে বসিষ্ঠ সে আপনিই। পরে চক্ষু আসিয়া বলিল আমি যে প্রতিষ্ঠা সে আপনিই। ১২

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদ-হমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি ॥ ১৩

'অথ হ এনং শ্রোত্রং উবাচ' 'যৎ অহং সম্পৎ অস্মি' 'ত্বং তৎ সম্পৎ অসি ইতি' 'অথ হ এনং মন উবাচ যৎ অহং আয়তনং অস্মি ত্বং তৎ আয়তনং অসি ইতি' ॥ ১৩

পরে শ্রোত্র আসিয়া ইহাকে বলিল, আমি যে সম্পৎ সে আপনিই এবং মন আসিয়া বলিল আমি যে আয়তন সে আপনিই। ১৩

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণাইত্যেবাচক্ষতে প্রাণোহ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥ ১৪

যুক্তমিদং বাগাদিভির্মুখ্যং প্রাণং প্রত্যভিহিতং যস্মাৎ 'ন বৈ' লোকে 'বাচঃ' 'ন চক্ষূংষি' 'শ্রোত্রাণি' 'ন মনাংসি ইতি' করণানি 'আচক্ষতে' কিন্তর্হি। 'প্রাণাঃ ইতি আচক্ষতে' কথয়ন্তি যস্মাৎ 'প্রাণঃ হি এব এতানি সর্ব্বাণি' বাগাদীনি করণজাতানি 'ভবতি'। অতোমুখ্যং প্রাণং প্রত্যনুরূপমেব বাগাদিভিরুক্তমিতি ॥ ১৪

লোকে বাক্য চক্ষু শ্রোত্র মন ইত্যাদি বলে না কিন্তু তাহাদিগকে প্রাণ বলিয়া ব্যক্ত করে। যেহেতু মুখ্য প্রাণই এই সকল ইন্দ্রিয়। ১৪

ঈশ্বর চিন্ত্য এবং অচিন্ত্য।

পূর্ব্বকালে বিদেহপতি রাজর্ষি জনক বহুদক্ষিণ নামক একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চাল দেশ হইতে অনেকানেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহু তর্ক ও বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। এই অবসরে উষস্তশ্চাক্রায়ণ নামক একজন ঋষি তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন এই অশ্ব, এই গো, বলিয়া প্রত্যক্ষ গো-অশ্বকে জানা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ কর। ইহার উত্তরে সেই প্রশান্ত যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলেন যে—'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ' দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। 'ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াৎ' শ্রুতির যিনি শ্রোতা তাঁহাকে শুনা যায় না। 'ন মতের্ম্মন্তারং মন্বীথা' মনের যিনি মননকর্ত্তা তাঁহাকে মনন করা যায় না। 'ন বিজ্ঞাতেৰ্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ' বিজ্ঞানের যিনি বিজ্ঞাতা তাঁহাকে জানা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরকে প্রথমে এই রূপে দুর্দ্দর্শ ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'এষত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং' এই তোমার আত্মার আত্মা সকলের অন্তরে গূঢ়-রূপে রহিয়াছেন; তাঁহা ব্যতীত আর সকলি কিছুই নয়, সকলেই শোক-দুঃখে পাপে তাপে প্রপীড়িত।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর অতি সরল ও স্বাভাবিক। সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম আমারদের চক্ষু-কর্ণের, বাক্য-মনের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই অগম্য হউন, আমাদের ধ্যান ও চিন্তার অতল প্রদেশে যতই লুক্কায়িত থাকুন, আমরা যদি তাঁহাকে সহজ জ্ঞানে সহজ চিন্তায় না পাইতাম, আমারদের জন্মদাতা পিতার ন্যায় সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিতাম তবে কি আমারদের এই মনুষ্য-জীবন ধারণ করা সহজ হইত? অসুখ অশান্তির গভীর গাঢ় বিষাদে কোথায় ডুবিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিহীন হইয়া মরিয়া রহিতাম! কিন্তু ধন্য! যে সেই প্রাণের প্রাণ আপনি আপনাকে দান করিয়া আমারদের সকল অভাব মোচন করিয়াছেন। সকল দানের অপেক্ষা এই তাঁহার প্রধান দান।

ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, তিনি সকলের মূলাধার, তিনি তাহার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া বাস করিতেছেন এবং তাঁহার অনুপম জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য এই বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সত্যটি আমারদের প্রতিজনের মজ্জায় মজ্জায় এবং এই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের বলেই আমরা তাঁহার অচিন্ত্য মহিমাকেও চিন্তাতে ধারণা করিতে পারি। একবার ঊর্দ্ধনেত্রে ঐ বিতত দ্যুলোকের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে তাঁহার মহিমার জ্বলন্ত চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, এই পৃথিবীর উপরেই তাঁহার জ্ঞান শক্তির কত অগণ্য পরিচয় রহিয়াছে। যেমন আমাদের দৃষ্টির অন্তর্ভূত তাঁহার সৃষ্ট পদার্থপুঞ্জ দ্বারা তাঁহার জ্ঞান প্রেম উপলব্ধি করি, তেমনি তত্ত্ববিদ্যার প্রমাণ-সকলের দ্বারাও আমারদের দৃষ্টির অগোচর তাঁহার জ্ঞান শক্তির রাশি রাশি পরিচয় আমারদের প্রত্যয়ে আসিতেছে—তাহাদের গতি প্রণালী এবং উৎপত্তি স্থিতির মধ্যে তাঁহার কি অতুল্য মঙ্গল ইচ্ছা ও অসীম জ্ঞান আলোচনায় প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্য-সৃষ্টির আরম্ভ হইতে, মনুষ্য-হৃদয়ে জ্ঞান বুদ্ধির ও বিশ্বাসের উপক্রম হইতে, সকল দেশের সকল জাতীয় লোকই তাঁহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর-জ্ঞান মনুষ্য-হৃদয়ে সহজ

ও সরল। অতএব ঈশ্বর আপনিই আসিয়া আমারদের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন—আমারদের জ্ঞান চিন্তায় আবির্ভূত হন। উপনিষদে ঈশ্বরের তিনটি হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিশেষণ আছে—'আবিঃ' তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। 'সন্নিহিতং' তিনি আমাদের অতি নিকটে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। 'গুহাচরন্' তিনি আমারদের হৃদয়ের গুহার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। এই গুলি সরল-বিশ্বাস-প্রণোদিত অতি সত্য কথা। ঈশ্বরকে যখন আমরা এই প্রকারে সাক্ষাৎ দর্শন করি, তাঁহার সর্ব্বত্র প্রকাশ উপলব্ধি করি, তখন তাঁহার মহান্ ভাব আমরা বুঝিতে পারি এবং সংসারকর্ত্তার সহিত সাংসারিক জীবের যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপিত হয়। মনুষ্যের সহিত তাঁহার যত টুকু সম্পর্ক তাহা এই। তাই বলিয়া এই জগতের সঙ্গেই যে তাঁহার সকল সম্বন্ধ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে। তিনি যেমন এই জগতের কারণ, জগতের পাতা, ধাতা বিধাতা; তেমনি তিনি আবার স্বতন্ত্র নিরবদ্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত এবং আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বাহিরে যেমন এই এক জগৎ রাজ্য, তেমনি তাঁহার অন্তরে তাঁহার নিজের সেই এক স্বতন্ত্র রাজ্য। এখানে যেমন তিনি এই জগতের মঙ্গল করিতেছেন সেখানে তেমনি তিনি নিজানন্দে আপনার মঙ্গল ভাবে পূর্ণ রহিয়াছেন। অমরা সৃষ্ট পরিমিত জীব, এবং পরিমিত ভাবেই আমারদের সকল প্রকার চিন্তার অবসান! তবে তাঁহার সেই অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গলকে আমরা কি প্রকারে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি? চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া কি প্রকারে তাহার পারে যাইতে পারি? সেখানে তিনি আমাদের অচিন্ত্য—সেখানে তিনি আমাদিগের নিকট হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখেন। তাঁহার সেখানকার ভাব আমরা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ'। সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না। কিন্তু এখানে তিনি আমারদিগের সর্ব্বস্ব। এখানে, 'সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা'—তিনি আমারদের বন্ধু, পিতা এবং বিধাতা। মানব পিতা তাঁহার পুত্রের ভাবনা যতটুকু ভাবেন, তাহাকে লালন পালন স্নেহ মমতা যতটুকু করেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার পিতৃত্বের পূর্ণতা—সেই পিতৃত্বকে পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াই মনুষ্য এখানে তৃপ্ত আছে। আমরা জগৎপিতার শিশু সন্তান। আমরা তাঁহাকে পিতা মাতা বন্ধু বলিয়া জানি। এবং আমাদের সকল অবস্থাতে তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গীরূপে অনুভব করিয়া চরিতার্থ হই। অতএব ঈশ্বরকে যেমন আমরা দীপ্যমান্ পিতা পাতা বলিয়া জানি, তেমনি আবার তাঁহার দেশ-কালাতীত গূঢ় গভীর ভাব আমরা জানি না—সেখানে তিনি আমাদের অগম্য অপার। তিনি যেমন আমারদের নিকট, তেমনি দূরে। তিনি যেমন আমারদের চিন্ত্য, তেমনি অচিন্ত্য। তিনি যে আমারদের অচিন্ত্য, তাহা আমারদের এই মনুষ্য জীবনের অধিকার ছাড়াইয়া। আর তাঁহাকে যে আমরা জানি, তিনি যে আমারদের নিকটে এবং আমারদের চিন্ত্য তাহা এই আমারদের মনুষ্য-জীবনের অধিকারের মধ্যে। পরে আমরা এই পৃথিবী লোক হইতে উঠিয়া যত দেবলোক হইতে দেবলোকে যাইতে থাকিব, তত আমারদের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; ততই আমরা অধিক পরিমাণে তাঁহার জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের পরিচয় পাইতে থাকিব। কিন্তু কখনো তাঁহার অনন্ত স্বরূপ জানার শেষ

হইবে না। অনন্তই অনন্তকে জানেন। 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। 'সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।'

বুদ্ধদেব-চরিত।

৪৫৩ সংখ্যা পত্রিকার ৮ পৃষ্ঠার পর।

হে ভিক্ষুগণ, আমি একে একে বোধিসত্বের সহিত ছন্দকের, রাজা শুদ্ধোদনের, গোপার, শাক্যকন্যাগণের, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের এবং শাক্যগণের শোক-বৃত্তান্ত কহিয়াছি। এক্ষণে তৎপরে কি হইল তোমাদের নিকট তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর।

বোধিসত্ব সেই লুব্ধকরূপ নামক দেবপুত্রকে স্বীয় কাশিজাত বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বানুগ্রহে, সত্ব-পরিপাক-মানসে, লোকানুবর্ত্ত নামক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ শাক্য ব্রাহ্মণীর আশ্রমে গমন করেন। সেই ব্রাহ্মণী তাঁহাকে গললগ্নীকৃত বস্ত্রে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে উপনীত হয়েন। এখানেও বোধিসত্ব যথাপূর্ব্ব আদৃত হন। পরে রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন এবং সেখান হইতে রাজা ত্রিদণ্ডিকপুত্রের আশ্রমে উপনীত হন। ইহাঁরাও সকলে যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তিনি এইরূপে ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া অবশেষে বৈশালী নামক মহানগরী প্রাপ্ত হন। এই সময়ে অরাডকালাম নামক ধর্ম্মোপদেষ্টা বৈশালী নগরীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি বহুশ্রাবকগন সহ তিন শত শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময়ে দূর হইতে বোধিসত্বকে আগমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যের সহিত শিষ্যবর্গকে কহিলেন, ওহে দেখ, দেখ, ইহার কি রূপ! তাহাতে শিষ্যগণ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, এ অতি বিস্ময়নীয়!

আচার্য্য ও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্ব অরাডকালামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভো অরাডে কালামে! আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব। অরাডকালাম তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, হে গৌতম! কুলপুত্রগণ অল্পকৃচ্ছ্রে যে শাস্ত্রাদেশ শিক্ষা করিতেছেন, আপনিও সেই ধর্ম্মাখ্যান শিক্ষা করুন।

হে ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব অরাডকালামের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ সময়ে মনে মনে এই ভাবনা করিলেন যে, আমার অনুরাগ লাভ হউক, বীর্য্য হউক, স্মৃতি হউক, সমাধি হউক, প্রজ্ঞা হউক, যে আমি সেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অপ্রমত্ত আতাপী এবং ব্যপকৃষ্ট ভাবে এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভার্থে আপনাকে নিয়োগ করিতে সক্ষম হই। অতঃপর তাহাই হইল—তিনি এক অপ্রমত্ত আতাপী ব্যপকৃষ্ট ভাবে অধ্যয়ন করিয়া অল্প কৃচ্ছ্রে সেই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন এবং অরাডকালামের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে অরাডে! তোমার অধীত বিদ্যা কি এই পর্য্যন্তই!

অরাড কালাম কহিলেন, হে গৌতম! এই পর্য্যন্তই।

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, মহাশয়! আমিও এই ধর্ম্মে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি।

অরাড কহিলেন, হে গৌতম! তবে যে, যে ধর্ম্ম আমি জানি, আপনিও তাহাই জানেন, এবং যাহা আপনি জানেন আমিও তাহাই জানি। অতএব এক্ষণে আসুন,

আমরা উভয়েই এই শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান করি।

অনন্তর অরাড কালাম বোধিসত্ত্বকে বহু সম্মান প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যমণ্ডলীর উপর তাঁহাকে তাঁহার নিজের সমানতা প্রদান করিলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাল যাপন করিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন যে, অরাড কালামের যে ধর্ম্ম তাহা মুক্তিপ্রদ নহে—ইহাতে মুক্তি দিতে পারে না। অতএব অরাড কালামের মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারিবে? আমি এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া উত্তরে পর্য্যটন করি।" তাহার পর বোধিসত্ত্ব আপন ইচ্ছানুসারে বৈশালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মগধ দেশে যাত্রা করিলেন এবং মাগধদিগের রাজগৃহ নগরের অনুসরণ করিয়া পাণ্ডব পর্ব্বতের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পর্ব্বত-রাজপার্শ্বে যখন তিনি একাকী অদ্বিতীয় হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অসংখ্য অসংখ্য দেবতা অলক্ষে তাঁহার সংরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পরে কাল্য নামক স্থানে বাস করিয়া এবং সেখানে পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া তপ্তোদ দ্বার দিয়া রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। যখন সেই পাত্র চীবরধারী অবিক্ষিপ্তেন্দ্রিয় বোধিসত্ত্ব রাজগৃহ নগরের প্রসারিত অট্টালিকার শ্রেনীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল—ইনি কি ব্রহ্মা কি দেবরাজ ইন্দ্র, অথবা অগ্নি, কিম্বা কোন গিরিদেবতা?

শুভ্র মনোহর কান্তি তেজঃপুঞ্জে ভরা,
ধীর গতি—বীর অতি সহজে মন্থরা—
মানসে চাঞ্চল্য নাই ইন্দ্রিয়েতে ক্রিয়া,
পাণ্ডব গিরির তলে বিহরেন গিয়া
সঙ্গেতে সাথিটি নাই বোধিসত্ব ধীর
নিশিতে নির্জ্জনে, পরিব্রাজক গম্ভীর।
রাত্রি হলো শেষ, গেল অন্ধকার মালা
চারিদিকে ফুটিল চারিটি দিক্ বালা।
হেরিয়া প্রভাত মূর্ত্তি শাক্যের সন্তান
পরিধানে আঁটিল সুন্দর বাস খান।
করেতে সম্বল সন্ন্যাসির পিণ্ডদান
লয়ে রাজগৃহ প্রতি করিল প্রস্থান।
দৈবের কবচ অঙ্গে—বত্রিশ লক্ষণ
সকল শরীরে ফুটে কনক কিরণ।
হেরি গৌর করোজ্জ্বল কান্তি মনোহর,
না মানে সুতৃপ্তি নগরের নারী নর।
নেত্র-তৃষা মিটাতে রতন বাস পরি
অযুত চলিল তাঁর পিছে দিয়ে সারী।
বিস্ময়ে সবাই কহে কেগো এই নর,
রূপে আলো করিল সকল বাড়ী ঘর।
ছাদের উপরে কেহ, কেহ বাতায়নে
কেহ দ্বারে দাঁড়াইয়ে হেরে এক মনে।
গৃহিণী ছাড়িল ঘর, খেলা ধুলা বালা
অন্দর ছাড়িয়া গেল যুবতী মহিলা।
শূন্য হাট! কে করে বিক্রয় কেবা ক্রয়
ছুটে যায় শৌণ্ড্ ছাড়ি শুঁড়ির আলয়।
গৃহীর কি পথিকের না মিটে পিয়াস
হেরিয়া, হেরিলে রূপ বাড়ে অভিলাষ।
কেহ কেহ চলিল রাজার গৃহে ত্বরা
সুখ এ সন্দেশ বহি মহানন্দে ভরা।
বলে দেব! সুসন্দেশ, আজি ব্রহ্মা, পুরে
বিচরে স্বয়ং আসি কমণ্ডলু করে।
কেহ বলে নৃপ এই শচীপতি হবে
অন্যে বলে এ দেব 'সুযাম' খ্যাত দেবে
'নির্ম্মিত' কেহ বা কহে, কেহ 'সুনির্ম্মিত'
ভাস্কর চন্দ্রমা বলি কারু লয় চিত।
রাহু কিম্বা বলী কিম্বা হবে বেমচিত্রী
কেহ বলে পাণ্ডব শৈলের অধিষ্ঠাত্রী।
শুনি রাজা বিম্বসার সবার বচন
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে তবে করে নিরীক্ষণ।

কি দেখে ! কি বোধিসত্ত্ব মানব সন্তান ?
সুদীপ্ত পাবকে কিম্বা স্বর্ণ দহ্যমান ?
অনন্তর বোধিসত্ত্বে অন্ন করি দান
আজ্ঞাদিল নরপতি ডাকি দ্বারবান্—
দেখরে কোথায় যায় প্রবীণ সন্ন্যাসী
তথ্য লয়ে ত্বরা করি বল মোরে আসি।
আজ্ঞা পেয়ে দ্বারবান্ চলিল পশ্চাতে
দেখিল সন্ন্যাসী যায় পাণ্ডব পর্ব্বতে
দ্রুত আসি ভূমিপালে করে নিবেদন
পাণ্ডব পর্ব্বতে সন্ন্যাসীর যোগাসন।
ইহা শুনি প্রভাতে উঠিয়ে নরপতি
সঙ্গে করি পরিবার অমাত্য মহতি
উপনীত হইল পাণ্ডব গিরি-তলে
হেরিল ভূধর শোভা মহাকুতুহলে।
হেরিল বসিয়ে ধীর বোধিসত্ত্ব তথা
অটল পর্ব্বত চূড়া অকম্পিত যথা।
ত্যজিয়া শিবিকা দূরে হাঁটি গেল পায়ে
বসিল বোধির আগে তৃণ বিছাইয়ে
মস্তক নুয়াই করি চরণ বন্দন
বিবিধ প্রকারে কহে বিবিধ বচন।
রাজা বলে রাজ্য মোর যত আছে এই
তোমারে অর্দ্ধেক করি লহ আমি দেই।
যত রুচে অন্ন পান যত ভোগ চাও
কামনার অন্ত এ সম্পদ সুখ লও।
কহে বরবোধিসত্ত্ব সুকোমল বাণী
দীর্ঘ আয়ু হও, কিন্তু শুন নৃপমণি—
বিসর্জ্জন দিয়ে আসিয়াছি রাজ্য ধন
শান্তির উদ্দেশে এবে করি পর্য্যটন।
নৃপ কহে নব্য দেহ নবীন যৌবন
প্রস্ফুটিত-পুষ্প তব অঙ্গের বরণ
বিপুল বিষয় লও, নারী রমণীয়া
কামনা করহ ভোগ মন রাজ্যে গিয়া
পেয়ে, আনন্দিত আমি, তব দরশন
আমি দাস হই তুমি লও রাজ্যধন।
উঠ উঠ বনে তুমি বসিও না আর
তৃণ ভূমে পাতিও না দেহ সুকুমার।

উত্তরে কহেন মৃদু শাক্যের তনয়
অকুটিল হিতকর বাক্য প্রেমময়।
নিত্য স্বস্তি হউক হে তোমার ভূপতে
কামনার তৃষা কিন্তু নাহি মম চিতে।
বিষসম কামনা অনন্ত দোষময়
কামনা তির্য্যক্‌যোনি প্রেতযোনি হয়,
বিদ্বজ্জনের কাম বিগর্হিত অতি
অনার্য্য কামনা তায় অনার্য্যের মতি
করিয়াছি অন্ন যথা ভুক্ত শেষ ভাগ,
হিত ভাবি অহিত কামনা পরিত্যাগ।
চ্যুত হয়ে ফল যথা পড়ে তরুমূলে
উড়ে যথা বলাহকা নীল অভ্রতলে
কিম্বা আশুগতি যথা আশুগতি যায়
শুভ-বিভীষিকা তথা কামনা খেলায়।
কামনা অলব্ধ যদি দহে হৃদি মন
লব্ধকাম নহে কভু তৃষা নিবারণ
শক্তি হীন জনে যদি উপজে কামনা
দুঃখের পাথারে সেই না পায় সীমানা।
যে সব কামনা ভুঞ্জে স্বরগে অমর
হে নৃপ, যা কিছু কিম্বা মর্ত্যধামে নর
একত্রে একাকী যদি লভে এক জন
তথাপি না হয় তার তৃষ্ণা নিবারণ।
কিন্তু হে ভূমিপ ! যাঁরা শান্ত দান্ত ধীর
জ্ঞান লব্ধ আর্য্য ও অস্রব ধর্ম্মবীর
তিরপিত তাহাদের কামনা পিয়াস
কাম-গুণ বিশিষ্টের নাহি মিটে আশ।
কেমন সে ? যথা নৃপ অম্বু লবণিত
পীতাম্বু মানবে করে অধিক তৃষিত।
অপিচ ধরণিপাল, হের এই দেহ
অধ্রুব বিনাশী তথা যন্ত্রণার গেহ
নব দ্বার দিয়া সদা হতেছে ক্ষরণ
অতএব কাম ভোগে না করিব মন।
ছাড়িয়াছি রমণীয় রমণীর দল
ছাড়িয়াছি ধনমান সম্পদ সম্বল
অজ্ঞাতে, স্বজন সব সম্পদ ত্যজিয়া
ভ্রমি মাত্র শিব বর বোধির লাগিয়া।

রাজা কহিলেন।

হে যতি কহতো মোরে তব আগমন
কোন দেশ হতে, কোথা করিবে গমন?
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কিম্বা হবে নরপতি
কেবা জন্মদাতা তব কোথায় বসতি?

বোধিসত্ত্ব কহিলেন।

বিদিত ধরণীপাল, অতি ঋদ্ধিমান্
আছয়ে কপিলপুর শাক্য জন স্থান
পিতা মম শুদ্ধোদন সেই রাজ্যেশ্বর
গুণানুসন্ধানে আমি ত্যজেছি নগর।

রাজা কহিলেন।

ধন্য সাধু, ধর্ম্ম তব জন্ম অনুযায়ী
কুল যথা উচ্চ, তথা গতি পুণ্যময়ী।
কি আর বলিব ত্রুটি ক্ষম মতিমান্
ক্ষুদ্র হয়ে করেছি যে অযথা আহ্বান।
তব লব্ধ বোধি আমি নিজ লাভ গণি
শিষ্য হবে আমরা তোমারে গুরু মানি
তা কেন? এখনি আমি গণি লভ্য মান
আমার বিজিতে যবে তুমি বর্ত্তমান।
প্রদক্ষিণ বোধি সত্ত্বে করি অতঃপর
শ্রীচরণে প্রণাম করিয়ে নরবর
বিদায় লইয়া সহ সর্ব্ব পরিজন
রাজগৃহ প্রতি ফিরে করিল গমন।
অতঃপর প্রবেশিয়া মগধের পুরী
অভিরুচি অনুসারে একেলা বিহরি
প্রসাদ বিতরি সবে বোধিসত্ত্ব ধীর
চলিয়া গেলেন সাধু নঞ্জরার তীর।

নর-নারীর ঐশ্বরিক কার্য্য-নির্দ্দেশ।

নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে করুণা-নিধান পরমেশ্বর পৃথ্বীতলে তাহারদিগের স্ব স্ব কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যত্ন চেষ্টা, বিচার-তর্ক, তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তাহারদিগকে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় না। সূর্য্য যেমন দিবসে প্রখর জ্যোতিঃ চন্দ্র যেরূপ রজনীতে স্নিগ্ধ জোৎস্না বর্ষণ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ধরা-পৃষ্ঠে পুরুষ সেই প্রকার গুরুতর কষ্ট-সাধ্য কৃষি-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি-উৎকর্ষ সাধন এবং স্ত্রী সংসার-আশ্রমে স্নেহ মমতা, প্রীতি-পবিত্রতা, প্রেম-সদ্ভাব, দয়া-ধর্ম্ম বিস্তারের নিমিত্তই প্রসূত হইয়াছে। পুরুষ বিষয়-রাজ্যের—লোক-সমাজের নেতা-নিয়ন্তা, পালক-রক্ষক, রাজা সর্ব্বাচ্ছাদক; স্ত্রী সংসার-আশ্রমের রক্ষয়িত্রী বিধাত্রী, কর্ত্রী পালয়িত্রী সকলই।

রাজ-শাসন বা সামাজিক নিয়মের প্রভাবে নর-নারীকে বিষয়-ক্ষেত্রে বা সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় না; ভূচর ও জলচর প্রাণী যেমন আপনাপন স্বাভাবিক সংস্কার-প্রভাবে কেহ ভূ-পৃষ্ঠে, কেহ নদ-নদী-সমুদ্রে গমন করে, স্ত্রী পুরুষ তেমনি স্ব স্ব দেহস্থ প্রকৃতির গুণেই একজন সাংসারিক কার্য্যে, আর এক জন বিষয়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। বস্তুতই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা তাহারদিগকে আপনাপন অবলম্বিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন জন্য তদুপযোগী শক্তি-সামর্থ্য, গুণ-ধর্ম্ম দ্বারাই বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন। সেই কারণেই নারী, সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদন ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ অপর্য্যাপ্ত সুখ-শান্তি সম্ভোগ করেন, পুরুষ সেই প্রকার বিষয়-বিত্ত উপার্জ্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন, রাজ্য-সাম্রাজ্যের উন্নতি-সম্পাদন বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। জলচরকে ভূচরের কার্য্যে এবং ভূচরকে জলচর জীবের কর্ম্মে নিয়োগ করিলে যেমন উভয়েরই কষ্ট ক্লেশের পরিসীমা থাকে না, তেমনি

পুরুষকে সাংসারিক কার্য্যে এবং স্ত্রীকে বিষয়-কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত হইতে হইলে উভয়েরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। অথচ কাহারও কার্য্য সুন্দর-সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যুত পদে পদেই বিশৃঙ্খলতা ও বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে; হইবে তাহার সন্দেহ কি? দেবনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যভিচার করিতে গেলেই, তাহার অমোঘ দণ্ড নিশ্চয়ই সম্ভোগ করিতে হয়।

পুরুষ যে প্রকার উদ্যম উৎসাহ সহকারে দুর্নিবার্য্য বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া উৎকট পরিশ্রম দ্বারা স্বকার্য্য-সাধন করেন, স্ত্রী বাল্য-জীবন হইতে তাদৃশ কার্য্য-সাধনে সুশিক্ষিত হইলেও কোন ক্রমে তাহা অক্লেশে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন না। নারী, যাদৃশ সহিষ্ণুতা সহকারে সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন ও তাহাদের উৎপাত উপদ্রব, অবিরক্ত-চিত্তে সহ্য করেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের রোগ বিপত্তিতে, প্রশান্ত ভাবে অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহ-সহকারে সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য বিধান করিয়া থাকেন, পুরুষকে একদিনের জন্য তাদৃশ কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিতে হইলে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিতে হয়।

নরের কার্য্য-সাধনে যেমন নারীর সকল প্রকার ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা পরাভব স্বীকার করে, নারীর দুর্ব্বহ দুঃসাধ্য কার্য্য-কলাপ সম্পাদনে তেমনি নরের সকল বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-বীর্য্য-দক্ষতা পরাভূত হইয়া থাকে। ভূচরের শক্তি সামর্থ্য যেমন ধরাপৃষ্ঠে এবং জল-চরের বল-বিক্রম যেমন নদ-নদী-সমুদ্রে, তেমনি পুরুষের বুদ্ধি-পরাক্রম বিষয়-রাজ্যে, স্ত্রীর কার্য্য-নৈপুণ্য সংসার-আশ্রমে।

সন্তান সন্ততি, পিতা-মাতা উভয়েরই সমান যত্নের ধন ও আদরের বস্তু হইলেও মাতার ন্যায় কোন-রূপেই পিতা, তাহারদিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন না। গর্ভ-সংরক্ষণ, ভূমিষ্ঠ শিশুর পালন-পোষণ একবার দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, যথার্থই জননীকে ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। মাতার সহিষ্ণুতার উপমাস্থল আর দ্বিতীয় নাই, জননীর অকৃত্রিম স্নেহের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নবজাত সন্তানকে যেরূপ স্নেহ ও সতর্কতার সহিত জননী পালন করেন, নিদ্রাবস্থাতেও যে প্রকার সাবধানতার সহিত তাহাকে রক্ষণ পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনা কেবল স্নেহময়ী জননীতেই বর্ত্তমান। রোগ-বিপদে যে প্রকার অকৃত্রিম স্নেহে, অনির্ব্বচনীয় যত্ন সহকারে—জননী স্বীয় স্নেহের পুত্তলিকা শিশু-সন্তানকে বক্ষোপরি ধারণ করত বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও যেন তাহাকে সংহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ-সমুদায়কে নিতান্ত সংক্রামক, একান্ত সংস্পর্শী বলিয়া চিৎকার করিলেও মাতার কর্ণে তাহা স্থান পায় না। মাতৃ-স্নেহের প্রবল প্রবাহে সে সমুদায় বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত-সেতু এককালে চূর্ণ ও বিধৌত হইয়া যাইতে দেখা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানী সকলের সারগর্ভ উপদেশ, সেখানে পরাভব স্বীকার করে। কিছুতেই মাতার মনে সংশয়-সন্দেহ উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া শিশু-সংরক্ষণে তাঁহাকে অণুমাত্র সঙ্কুচিত বা নিবৃত্ত করিতে পারে না। অন্যে যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আত্মীয় স্বজন যে গৃহে প্রবেশ করিতেও সমর্থ বা সাহসী হয় না, সেই স্নেহের অতুলন প্রতিমা, সেই ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি-স্বরূপা স্নেহময়ী জননী বসন্ত-বিগলিত

শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ-পূর্ব্বক আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি তাহার বিকৃত শরীর মার্জ্জন-প্রক্ষালন—সেই রাহু-গ্রস্ত মুখ-চন্দ্রমায় স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে থাকেন। বিসূচিকা-রোগ-গ্রস্ত সন্তান-সন্ততিকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করত অম্লান বদনে তাহার মল-বমন-প্রভৃতি পরিষ্কার করত আপনার প্রাণ-বিনিময়ে দিন-যামিনী শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তদ্ভিন্ন অগ্নি-দাহ, গৃহ-পতন, সর্প-আক্রমণ প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনায় জননীর সন্তান সংরক্ষণার্থ আত্ম-জীবন-বিসর্জ্জন-ব্যাপার, যিনি কখন স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিবেন যে নারী, যথার্থই সংসার-আশ্রমের রক্ষয়িত্রী বিধাত্রী, কর্ত্রী পালয়িত্রী সকলই।

মাতৃ-স্নেহের সদৃশ স্নেহ আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মাতৃ-স্তন-দুগ্ধের অনুরূপ নির্দ্দোষ অথচ প্রকৃত বল-পুষ্টিকর পদার্থ আর কুত্রাপি লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। মাতার ন্যায় শিশুর সেবা-শুশ্রূষা, রক্ষণ ও পোষণ করিতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না; সেই জন্যই মাতৃ-বিয়োগ হইলে স্তনপায়ী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, সহস্রবিধ যত্ন-চেষ্টা করিলে, সহস্র প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন-পান করাইলেও সে প্রায়ই জীবিত থাকে না। আশ্চর্য্য! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্যাপার প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াও অনেক সুস্থ-শরীরা ভোগ-বিলাসিনী নারী, এখন নীচ-শ্রেণীর ধাত্রীর হস্তে দেব-নির্দ্দিষ্ট জননী-সম্পাদ্য সন্তান সন্ততির পালন ও পোষণ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া আপনারা আমোদ-প্রমোদে, হাস্য পরিহাসে দিনপাত করিয়া থাকেন। ইহার পর অমানুষিক ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই। যে সকল ধাত্রী অর্থ-লোভে আপন আপন সন্তান-সন্ততিকে দুগ্ধে বঞ্চনা করিতে পারে,—পালনসংরক্ষণ বিষয়ে সহজেই পরাঙ্মুখ হইতে সমর্থ হয়, সেই নীচ-শ্রেণীর দুরাচারিণী—মহাপাতকিনীদিগের হস্তে জননীর শ্রেষ্ঠতর পবিত্রতম কর্ত্তব্য-সাধনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা কোন রূপেই জ্ঞান-ধর্ম্মের ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের অনুমোদিত কার্য্য নহে। সেই পাপ-দূষিত দুগ্ধ, যে কেবল শিশু-শরীর পোষণের পক্ষে অনুপযোগী তাহা নহে, দিন-যামিনী তাহারদিগের সহিত সহবাস এবং তাহারদিগের দ্বারা ভরণ-পোষণ ও তাহারদিগের বিকৃত-প্রকৃতি ও কলঙ্কিত শরীর-নিঃসৃত দুগ্ধ-পান দ্বারা অজ্ঞাতসারে শিশু-প্রকৃতি, পিতামাতার অপেক্ষা বিভিন্ন রূপে সংরচিত হইয়া থাকে। ইহার অব্যর্থ দণ্ড কালেতে জনক জননীকে নিশ্চয়ই সম্ভোগ করিতে হয়। এই অমানুষিক ব্যাপার ধর্ম্মভীরু পবিত্র হিন্দু-সমাজ হইতে যত শীঘ্র অন্তরিত হয়, ততই মঙ্গল।

নারী যেমন সংসার রক্ষা, সন্তান-সন্ততির পালন-রক্ষণ, শুশ্রূষা পরিপোষণ প্রভৃতি কার্য্যে, অসদৃশ স্নেহ, অকৃত্রিম প্রেম, অসামান্য পটুতা, অনুপমেয় দেব-ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিষয়-রাজ্যে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পুরুষেরও সেই প্রকার শৌর্য্য-বীর্য্য, উদ্যম-অসমসাহসিকতা প্রভৃতি প্রতিনিয়তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন জন্য পুরুষ, যে প্রকার বীর-বিক্রমে দুর্গম সমুদ্র-পথে, অজ্ঞাতঅপরিচিত দেশ-প্রদেশে, দুঃসহ কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার-পূর্ব্বক গমন করেন, কৃষি-কার্য্যাদি সম্পাদন জন্য অম্লান-বদনে যেরূপ জল-রৌদ্র সহ্য করত উৎকট পরিশ্রমে ফল-শস্য সংগ্রহ করেন, শিল্প-বিজ্ঞান-ঘটিত কার্য্য-সাধন জন্য যেরূপ অসম সাহসিকতার সহিত পু-

রুষ কখন তুষার-মণ্ডিত গিরি-চূড়ায়, কখন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ভূগর্ব্ভে, কখন বা সুনীল আকাশমার্গে, কখন মকর-কুম্ভীর-পূর্ণ সাগর-তলে আরোহণ অবতরণ করেন, কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুভূত তত্ত্ব সকল পরীক্ষায় সপ্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ নির্ভীক-হৃদয়ে স্বীয় শরীর ও জীবনের উপর কতশত বিঘ্ন ইচ্ছাপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সত্যের আবিষ্কার, জ্ঞানের বিমল-জ্যোতি বিস্তার করেন ; দেশরক্ষা—স্বাধীনতারক্ষার জন্য পুরুষ যেমন অম্লান-মুখে, উৎসাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে শত্রুদল-বিনাশ-উদ্দেশে সমর-ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান মৃত্যু-মুখে ধাবিত হয়েন, ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য-সাধন নিমিত্ত যে প্রকার কঠোর তপস্যা, নিদারুণ কষ্ট, দেব-সদৃশ বৈরাগ্য-ভাব প্রদর্শন-পূর্ব্বক জন-সমাজের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া থাকেন ; এমন অনুপম শূরত্ব বীরত্ব দেবত্বের চিহ্ন, পুরুষ ভিন্ন আবার নারী-কুলে সহসা দৃষ্ট হয় না। পুরুষের স্বদেশ ও স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যেমন জীবন উৎসর্গ এবং নারীর সন্তান-সন্ততির নিমিত্ত তেমনি প্রাণ-ত্যাগের সংবাদ সকল-কালে সকল-দেশে, সকল জাতীয় ইতিহাস-পুরাবৃত্তে এবং প্রতি দিনের ঘটনায় জাজ্জ্বল্যতর-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হেতুই সুস্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যে করুণা-পূর্ণ পুরুষ জগতের কল্যাণ উদ্দেশে নর-নারীর বিভিন্ন-রূপ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁহার পৃথ্বী-রাজ্যের সুখ-সম্পদ, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন করিতেছেন। অতএব যত আমরা প্রাণ পণে ঈশ্বর-অভিপ্রেত নর-নারীর প্রকৃতি-পার্থক্য এবং কার্য্য-প্রভেদ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব, ততই এই ধরাধাম স্বাস্থ্য-সম্পদ ও সুখ-শান্তির আলয় হইয়া উঠিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নর-নারীর প্রকৃতি-পার্থক্য ও কার্য্য-প্রভেদ থাকাতেই, পুরুষ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উৎকট পরিশ্রম করত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নারীর সুধাময় বাক্যালাপে, প্রেম-পূর্ণ সেবা শুশ্রূষায়, গৃহকার্য্যের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলায়, সাময়িক অন্নপান-লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া সকল কষ্ট-ক্লেশই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। নারীও পুরুষের সন্নিধানে, বিষয়-ক্ষেত্র ও রাজ্য-সাম্রাজ্য-ঘটিত নানা সংবাদ এবং জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ক কথোপকথন দ্বারা বহুজ্ঞতা-লাভে সমর্থ হইয়া ধর্ম্ম—ঈশ্বরে অধিকতর অনুরক্ত হইতে পারেন এবং অর্থোপার্জ্জনের কষ্ট ক্লেশের পরিচয় পাইয়া মিতাচার ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা করত সংসারের প্রভূত কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হয়েন। পরস্পর স্বভাব-প্রকৃতি, প্রেম-সদ্ভাব, জ্ঞানধর্ম্ম প্রভৃতির বিনিময়াদি দ্বারা, নর-নারী উভয়েই শিক্ষিত, উন্নত ও সুখী হইবে, এই জন্যই করুণানিধান পরমেশ্বর তাহারদিগের বিচিত্র প্রকৃতি ও বিভিন্নরূপ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

মঙ্গল আলয়, সকল সময়, দেখা দেন ভক্তগণে।
দেখি তাঁর রূপ, অমৃত অরূপ, মগ্ন সদা প্রীত মনে॥

স্বপ্রকাশ মঙ্গল স্বরূপ।
হের যথা দেখ তাঁর রূপ।
যে তাঁরে একান্তে চায়, দেখিবারে সেই পায়
রূপহীন রূপ অপরূপ।
কি নীল উজ্জ্বল নভস্তল।
চন্দ্র তারা সূর্য্যে ঝল মল।

কি শ্যাম-সুষমা ধরা, ফলে ফুলে মনোহরা,
উভে তাঁর রূপ সুবিমল ॥
উষা যবে পূরবে প্রকাশে।
ভকতের হৃদয় বিকাশে।
যাঁহা হতে উষা হয়, পবিত্র আলোক ময়,
হেরি তাঁরে পুলকেতে ভাসে ॥
নবোদিত রবির কিরণ।
যাহে পূরে ভূতল গগন।
যাহার প্রফুল্ল করে, পাখীগণ গান করে,
অচেতনে হয় সচেতন।
ভাবুক সে রবির কিরণে।
দেখে সেই প্রেমের তপনে।
প্রাণ পাখী যার করে, গায় কিবা হর্ষ ভরে,
হৃৎপদ্ম বিকাশে সঘনে ॥
কোথা তাঁর না হয় দর্শন।
উষসীর হলে আগমন।
মধু স্নিগ্ধ অন্ধকার, ক্রমে হয় সুবিস্তার
ধরা হয় শান্তির ভবন ॥
সন্ধ্যার মোহন অন্ধকারে।
কে উদাস করিয়া তোমারে,
বলেন করিতে ত্যাগ, মিছা মায়া অনুরাগ
তাঁহারে জীবন সঁপিবারে ?
পাখী সব লতেছে আশ্রয়,
দেখে চায় তোমার হৃদয় ?
শরণ লইতে তাঁর, যিনি ভবে কর্ণধার
পেতে চিরকালের আশ্রয় ?
রজনী ঘেরিলে এ ভুবন।
সবে শান্তি নিদ্রায় মগন।
অসংখ্য তারকারাজি, প্রহরী রূপেতে সাজি,
করে যেন রক্ষণাবেক্ষণ ॥
তাহে দেখি পূর্ণ শশধরে।
ভাব কি সে প্রেম সুধাকরে ?
যিনি হৃদি নিরন্তর, দিতেছেন সুধা কর,
প্রেমপুষ্প বিকাশের তরে।
নাহি জানে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
কাহার নিয়মে ভ্রমে তারা।

কাহার শাসন বলে, অসীম আকাশে চলে,
শূন্যে নাহি হয় পথহারা।
চন্দ্র সূর্য্য তারকা ভিতর।
রয়েছেন তিনি নিরন্তর।
তিনি তাহাদের প্রাণ,তাই তারা জ্যোতিষ্মান্,
তাই জীবগণ-হিতকর ॥
কেবা তাঁরে দেখিবারে পায় ?
কাতরে তাঁহারে যেই চায়,
হৃদয় পবিত্র যার, তাঁরে করিয়াছে সার,
দেখে তাঁরে যথায় তথায়।
নদী বৃষ্টি পর্ব্বত কন্দরে।
মহারণ্য সজন নগরে
দেখে তাঁরে বিদ্যমান, সৃষ্টি হয়ে এক তান
তাঁর নাম সদা গান করে ॥

দেখিবে কি শুধু তাঁরে চন্দ্রমা তপনে ?
দেখ তাঁরে একবার সাধুর আননে ॥
সাধুর তাঁহার কাযে কিবা অনুরাগ।
সাধু কত প্রলোভন করিছেন ত্যাগ ॥
সাধু যবে তাঁর প্রেম ভক্তি রসে গলে।
তাঁর দয়া স্মরি যবে ভাসে অশ্রু জলে ॥
বলে "নাথ ! তুমি হও সর্ব্বস্ব আমার।
তোমা ভিন্ন কিছু আর নাহি চাহি আর ॥
যত প্রেম স্নেহ আমি তোমা ঠাঁই চাই।
তার চেয়ে প্রেম স্নেহ তোমা হতে পাই ॥

আমার মনের মত হও তুমি ধন।
নহে তব অভিমত এ অধম জন ॥
এ দুঃখ আমার বড় বিঁধিছে পরাণ।
হইবে কি কভু এই দুঃখ অবসান ?
কুটিল কামনা আশা বিনাশো আমার।
করে লও এ অধমে একান্তে তোমার" ॥
তখন অমৃতে পূর্ণ সাধুর হৃদয়।
কি শীতল কি পবিত্র শান্ত অতিশয় ॥
শান্তিদাতা সে হৃদয়ে করেন নিবাস।
ইথে তাঁর কি সুন্দর উজ্জ্বল প্রকাশ ॥

রয়েছেন বটে তিনি সন্ধ্যার শোভায়।
তামসী রজনী কিম্বা সচন্দ্র নিশায়॥
নদী যথা কলরবে তাঁর গুণ গায়।
পর্ব্বত নিস্তব্ধ হয়ে তাঁহারে ধেয়ায়॥
কিন্তু তাঁর প্রিয় বাস হয় সাধুচিতে।
এমন আকাশে নহে নহে পৃথিবীতে॥
সাধুর মুখের কান্তি হয় কি উজ্জ্বল।
স্বর্গীয় লাবণ্যে তাহা করে ঢল ঢল॥
সাধু-মুখ-শ্রীতে তবে দেখ প্রেমময়ে।
যাঁহার প্রসাদ জাগে সাধুর হৃদয়ে॥

ইতি দ্বিতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ঈশ্বর-প্রীতি।

আত্মার প্রধান লক্ষণের মধ্যে প্রীতি ও আনন্দ। সাংসারিক দুঃখ ক্লেশের উপর মনের বল দ্বারা আত্মাকে উত্থিত কর, দেখিবে যে আত্মা হইতে আপনাআপনি প্রীতি ও আনন্দ সমদ্ভূত হইতেছে কিন্তু আত্মার প্রীতি ও আনন্দৈষণা-বৃত্তি সাংসারিক কোন পদার্থ দ্বারা চরিতার্থ হয় না। কেবল পূর্ণ-রূপে সুন্দর ঈশ্বর তাহার ঐ বৃত্তিদ্বয়কে চরিতার্থ করিতে পারেন।

কোন কোন ব্যক্তি জন্মাবধি ধর্ম্মানুরাগী ও ধার্ম্মিক। তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। কেন যে ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি এ প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার অনেক কার্য্য বুঝা যায় না। নিজে ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সকল কার্য্য বুঝা যায় না। যাঁহাদিগকে ঈশ্বর এরূপ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদিগের কোন অধিকার নাই যে, কেন তাহারা এরূপ সৃষ্ট হইল। কুম্ভের কি অধিকার আছে যে কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এইরূপ আকার দিয়া কেন আমাকে সৃষ্টি করিলে? কিন্তু যাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর উল্লিখিত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই তাহাদিগকে এই মহৎ অধিকার দিয়াছেন যে তাহারা আত্মপ্রভাব ও দেব-প্রসাদ সহকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে। স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধেও আত্ম-চেষ্টা আবশ্যক কিন্তু শেষোক্ত প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ সেরূপ নহে। ভূমি-কর্ষণ যেমন আত্মপ্রভাবের এবং বর্ষণ যেমন দেব-প্রসাদের কার্য্য তেমনি মনুষ্যের আপনা দ্বারা আপনার ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন আত্ম-প্রভাবের কার্য্য ও আত্মার উপর সেই ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনের সাহায্য স্বরূপ তাঁহার অনুগ্রহ নিক্ষেপ দেবপ্রসাদের কার্য্য। সেই প্রসাদ-বারি ক্ষীণ মলিন সাংসারিক দুঃখে মুহ্যমান আত্মার উপর কখন্ বর্ষিত হইবে তাহার জন্য চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার দ্বারের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া থাকিলে একবার না একবার সে বারি বর্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর-প্রীতির প্রধান লক্ষণ তিনটি। প্রথম ঈশ্বর-প্রীতি নিষ্কাম, দ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, তৃতীয় তাঁহার সহিত গাঢ় সম্মিলনের ইচ্ছা।

ঈশ্বর-প্রীতি নিষ্কাম। ঐহিক অথবা পারত্রিক সুখের কামনায় ঈশ্বরকে প্রীতি করা প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি নহে। যে ব্যক্তি বন্ধুকে কেবল তাঁহার গুণ জন্য ভালবাসে, তাঁহা দ্বারা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভালবাসে না, সেই ব্যক্তির বন্ধুতা প্রকৃত বন্ধুতা। প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি সেই পরম বন্ধুর নিকট সেই পরম বন্ধু ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি সাংসারিক কার্য্য সকল নিষ্কাম হইয়া করেন। তিনি জানেন যে কার্য্যেতে তাঁহার অধিকার আছে, কার্য্যের ফলে তাঁহার অধিকার নাই।

কার্য্যের ফল তাঁহার পরম প্রিয়তম ঈশ্বরের হস্তে।

ঈশ্বর-প্রীতির দ্বিতীয় লক্ষণ ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করা। প্রকৃত বন্ধু যেমন তাঁহার বন্ধুর জন্য ত্যাগস্বীকার করেন এবং দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেন ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তিও সেইরূপ ঈশ্বরের জন্য ত্যাগস্বীকার করেন ও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট তাঁহার প্রেরিত জানিয়া তাহা সহ্য করেন। তিনি এইরূপ মনে করেন যে যদি ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া ঈশ্বরপ্রেমী না করিতেন তবে কি আর রক্ষা থাকিত? তাঁহার মহা-বিনাশ উপস্থিত হইত। ঈশ্বরব্যতীত সংসারে এমন কোন্ স্থান আছে যে যেখানে গিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়াইবেন, আর তাঁহার সংসারানলে দীপ্ত শির শীতল করিবেন? এই সংসারে "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং" অনেক-কাল-স্থায়ী বন্ধুতাও বন্ধুদিগের পরস্পরের অপূর্ণতা হেতু বিচলিত হইতেছে, "সম্পদ তড়িৎ-সমান উন্মীলি নিমীলয়ে" এখানে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদিগের জন্য অন্য পন্থা দৃষ্ট হইতেছে না। তুষারপতনের সময় মনুষ্য আপনার গৃহের অভ্যন্তরে অগ্নিসেবন করিয়া যেমন স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে সেই রূপ সে সাংসারিক দুঃখ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মার প্রকৃত নিবাস ঈশ্বরে আশ্রয় লইয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নি সেবন করিয়া স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে।

ঈশ্বর-প্রীতির আর একটি লক্ষণ ঈশ্বরের সহিত গাঢ় সম্মিলনের ইচ্ছা। আমরা ঈশ্বরে লয় অথবা নির্ব্বাণে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে শর্করা হওয়া অপেক্ষা শর্করা ভক্ষণ করা ভাল, তথাপি ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে "লীন" শব্দ ব্যবহার না করিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না; যেহেতু উক্ত শব্দ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার গাঢ় সম্মিলনের ভাব যেমন প্রকাশিত হয় এমন আর অন্য কিছুতেই নহে। পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নি ভাল বাসে আত্মা সেই রূপ ঈশ্বরকে ভাল বাসে। পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে বিনষ্ট হওয়াতে ক্ষতি বোধ করেন না। নদী যেমন সমুদ্রে গমন করিয়া তাহাতে অস্ত প্রাপ্ত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রেমীর সকল কামনা, সকল চিন্তা, সকল উদ্বোধ, সকল বাক্য ও সকল কার্য্য ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সকল চিন্তা ঈশ্বরে সমর্পিত, তাঁহার সকল কামনা ঈশ্বরে পর্য্যবসিত, তাঁহার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পূর্ব্বে কোন এক স্থানে জৈগীষব্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণের ঔরসে তাহার জন্ম, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ অণুমাত্রও দৃষ্ট হইত না। সে বাল্যাবধি অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিল, এই জন্য তাহার পিতা উপনয়ন না দিয়াই তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন ঐ কুলাঙ্গার জৈগীষব্য তস্করের সঙ্গে মিলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তস্করেরা উহার স্বভাবদোষে তিতিবিরক্ত হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করাতে সে লম্পটের আশ্রয় লইল। পরে লম্পটেরা উত্যক্ত হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করাতে সে মদ্যপায়ীদিগের দলভুক্ত হইল। পরে মদ্যপায়ীরাও বিরক্ত হইয়া উহাকে দূর করিয়া দেওয়াতে সে ম্লেচ্ছদিগের সংসর্গ করিতে লাগিল। তখন ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় তাহার আহার এবং ম্লেচ্ছ-

দিগের ন্যায় তাহার ব্যবহার। সে সুরায় সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকিত এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত। ঐ দুরাত্মা এক বিধবা রজকীর প্রণয়-পাশে আসক্ত হয় এবং উহার গর্ভে তাহার কতকগুলি পুত্রকন্যাও জন্মে।

এইরূপে জৈগীষব্য বহু পরিবারে জড়িত হইল এবং উহাদের ভরণপোষণের জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। সে এক প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে লইয়া রাজভয়ে গিরিদুর্গ ও বন-দুর্গে পর্য্যটন করিত। দিবাভাগে যোগধ্যানে নিমগ্ন মুনিদিগের কৌপীন এবং রাত্রিযোগে নগর প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের ধনধান্য আত্ম-সাৎ করিত। এইরূপে ঐ দুর্বৃত্ত জৈগীষব্যের জ্বালায় বনবাসী ও নগরবাসী যাবদীয় লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কে যে চোর তৎকালে কেহ কিছুই ইহার অনুসন্ধান ক-রিতে পারিল না। পরে সকলে অতিমাত্র আকুল হইয়া রাজা ঋতপর্ণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা তস্করের উপদ্রবে বড় কাতর হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হই-য়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

রাজা ঋতপর্ণ প্রজাদিগের এই দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, প্রজাগণ! তস্করের সংখ্যা কত, এবং তাহারা কোথা হইতেই বা আইসে? তোমরা যদি জান ত বল।

প্রজারা কহিল, রাজন্! তস্করদিগের সংখ্যা যে কত এবং তাহারা কোথা হইতেই বা আইসে আমরা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। এক্ষণে যাহা ভাল হয় আপনিই বিচার করিয়া দেখুন। ঋতপর্ণ কহিলেন, আচ্ছা, তোমরা যাও, যাহা ভাল হয় আমি তাহাই করিতেছি।

অনন্তর রাজা ঋতপর্ণ তদবধি সকলের গৃহে গৃহে নগরে নগরে বন উপবন ও নদ নদীতে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এবং স্বয়ং বীরবেশ ধারণ করিয়া সসৈন্যে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দিন দেখিলেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভীষণমূর্ত্তি তস্কর লগুড় হস্তে লইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি উহাকে দেখিয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই এই নিশাভোগে লগুড় হস্তে লইয়া কে যাই-তেছিস্, দাঁড়া, বুঝিয়াছি তুই বেটাই দুরা-চার চোর।

এই কথা শুনিয়া জৈগীষব্য ভীত মনে কম্পিত দেহে দাঁড়াইল। উহার মুখে আর কথাটী সরিল না। তখন রাজা ঋতপর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র উহার নিকটস্থ হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তুই কে? কি জন্যই বা এই নিশাভোগে পর্য্যটন করিতেছিল? বল নচেৎ এখনই তোর শিরশ্ছেদন করিব।

তস্কর কহিল, আমি দুর্বৃত্ত চোর, সং-সার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। তুমি কে? কেনই বা অশ্ব-পৃষ্ঠে কালান্তক যমের ন্যায় সশস্ত্রে বিচরণ করিতেছ? তোমায় দেখিবামাত্র আমার মনে বড় ভয় হইয়াছে।

অনন্তর রক্ষকেরা রাজাজ্ঞায় ঐ দুরাচারকে গিয়া ধরিল এবং সেই রাত্রিতে তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পর দিন প্রাতঃকালে রাজা ঋতপর্ণ রাজসভায় আ-সিয়া রক্ষকগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা শীঘ্র সেই চোরকে এই স্থানে আনয়ন কর। রক্ষকেরাও বিলম্ব না করিয়া তাহাকে কারাগার হইতে তথায় আনিল। তখন ঋতপর্ণ ভীষণ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, রে দুর্মতি চোর! শোন্, তুই কোন্ জাতীয়? নির্ভয়ে বল কি জন্য চৌর্য্যবৃত্তি করিতে-ছিস্?

তস্কর কহিল, মহারাজ! আমার যা কিছু স্মরণ হয় কহিতেছি শুনুন। আমি ব্রাহ্ম-

ণের পুত্র; এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু অদ্যাপি আমার উপনয়ন হয় নাই। আমার পত্নী কোন নীচজাতীয়া রজকী। আমার পুত্র কন্যাও অনেক গুলি আছে। আমি তাহাদিগেরই ভরণপোষণের জন্য গৃহে গৃহে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া থাকি।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তস্কর! তোমার পিতার নাম কি? এবং পূর্ব্বে তুমি কোন্ দেশেই বা ছিলে? তস্কর কহিল, মহারাজ! আমার পিতার নাম ধর্ম্মশীল কাসকর্ণ। উজ্জয়িনীতে আমার পূর্ব্বনিবাস; নাম জৈগীষব্য।

তখন রাজা ঋতপর্ণ উহাকে ব্রাহ্মণ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং বিপ্রভক্তি হেতু বশিবার আসন দিয়া সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, বুঝিলাম, তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু কি জন্য তোমার এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত? তুমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণ না করিয়া কেন তস্কর হইয়াছ? আর জন্মাবধি এতদিন কি কি দুষ্কর্ম্মই বা করিয়াছ? তুমি অকপটে সমস্তই বল। পরে বিবেচনা করিয়া যা হয় তোমায় আজ্ঞা দিব।

তস্কর কহিল, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে তস্করের সঙ্গে মিলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি করিতাম। পরে তাহারা আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি লম্পটদিগের সংসর্গে বেড়াইতাম। পরে তাহারাও পরিত্যাগ করিলে আমি মদ্যপায়ীদিগের আশ্রয় লই। পরে ইহারাও পরিত্যাগ করিলে ম্লেচ্ছের দলভুক্ত হইয়া পড়ি। এই সময়ে আমি একটী নির্ধন বিধবা রজকীর প্রণয়ে আসক্ত হই এবং তাহাকে চৌর্য্যলব্ধ অর্থে বশীভূত করি। ঐ রজকীর গর্ভে আমার কতকগুলি পুত্রকন্যা জন্মে। আমি তাহাদিগেরই ভরণপোষণের জন্য গৃহে গৃহে এইরূপ চৌর্য্যবৃত্তি করিতেছি। রাজন্! বাল্যে পিতা পরিত্যাগ করা অবধি আমি এই রূপ গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি।

ঋতপর্ণ কহিলেন, সভ্যগণ! শুন, এই তস্কর, ব্রাহ্মণের পুত্র, বল, এক্ষণে আমি ইহার কি করিব। সভ্যেরা কহিল, রাজন্! কুকর্ম্মান্বিত বলিয়া এই ব্রাহ্মণ উপনীত হয় নাই, কিন্তু এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পুত্র। তজ্জন্য আপনি ইহাকে দণ্ড দিতে পারেন না। সুতরাং ইহার পক্ষে নির্ব্বাসন ব্যবস্থাই ভাল হইতেছে।

অনন্তর রাজা ঋতপর্ণ আপনার রাজ্য হইতে ঐ তস্করকে দূর করিয়া দিলেন। তখন ঐ পাপিষ্ঠ দুঃখ শোকে নিপীড়িত হইয়া বন প্রবেশ করিল। সে ক্রমশঃ দূর বনে গিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইল এবং এক বৃক্ষমূলে বশিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হা! এখন আমার স্ত্রী পুত্র কোথায়! আর আমিই বা রাজদণ্ডে দূরীভূত হইয়া কোথায় যাই। ঐ দুরাত্মা এই চিন্তায় আকুল হইয়া অরণ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিল। দেখিল, অদূরেই একটী পবিত্র পর্ণকুটীর; এবং তন্মধ্যে একটী ঋষি নিমীলিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত ও স্থির, সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল এবং দেহপ্রভা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। তিনি নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশ্বাসবায়ু নিরোধ করিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান বৃক্ষের বল্কল এবং করদ্বয় ক্রোড়ে ন্যস্ত। তিনি কুশাসনে অটল সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মন ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন এবং উহা দিব্যালোকে একান্ত সুপ্রকাশ। দুরাত্মা জৈগীষব্য ঐ মহর্ষিকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। সমস্ত দিন গেল তথাচ ঋষির ধ্যানভঙ্গ হয় না। তৎকালে জৈগীষব্য ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর ছিল। সে

ঐ অরণ্যে প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং ফলভারাবনত কুসুমিত বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইল। তথায় বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে কলরব এবং ভ্রমরগণ গুণগুণ স্বরে গান করিতেছে। ইতস্ততঃ ময়ূরেরা চন্দ্রকশোভিত পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে এবং সুস্নিগ্ধ বায়ু বৃক্ষের কোমল পল্লব সকল মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া বহমান হইতেছে। তথন জৈগীষব্য বনের সুপক্ক ও স্বাদু ফল ভক্ষণ ও সরোবরের স্বচ্ছ ও শীতল জল পান করিয়া ঐ ঋষির আশ্রমে রাত্রিযাপন করিল।

এইরূপে তাহার বহুদিন অতীত হইয়া যায়। অনন্তর একদা ঐ ঋষির ধ্যানভঙ্গ হইল। উহাঁর নাম উদ্দালক। তৎকালে একেই ত রাজদণ্ডে জৈগীষব্য একান্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার ঋষির প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া উহার মন পূর্ব্বকৃত পাপস্মরণে আরও কাতর হইয়া উঠিল। সে গিয়া জলধারাকুললোচনে মহর্ষির পদে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনের আবেগে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল।

তখন দয়ার সাগর ঋষি উহাকে ম্লান মুখে সম্মুখে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি কে? কেনই বা দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপ রোদন করিতেছ?

জৈগীষব্য অজস্র অশ্রু বিসর্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, ভগবন্! আমি অতি দুরাত্মা, আমার সমান মহাপাতকী ত্রিজগতে আর নাই। আমি ঘোর নরকে নিমগ্ন, আপনি আমায় রক্ষা করুন। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম, কিন্তু আমি বেদাচারবিহীন ও ধর্ম্মশূন্য; অদ্যাপি আমার উপনয়ন হয় নাই। আমি না করিয়াছি এমন দুষ্কর্ম্মই দেখি না। আমি নির্ধন নীচ রজকীর গর্ব্ভে পুত্রোৎপাদন এবং উদরান্নের জন্য বহুকাল চৌর্য্যবৃত্তি করিয়াছি। ব্রাহ্মণের আচার যে কি, এতাবৎ কাল তাহার কিছুই জানি না। এক্ষণে সকাতরে কহিতেছি আপনি এই মহাপাতকীকে পরিত্রাণ করুন।

কৃপালু উদ্দালক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি কে? তোমার নাম কি? নিবাসই বা কোথায়? এবং এস্থানে কোথা হইতেই বা আসিতেছ? সমস্তই বল।

জৈগীষব্য কহিল, ভগবন্! আমি কান্নকর্ণের পুত্র, আমার নিবাস উজ্জয়িনী। আমি বাল্যাবধি দুরন্ত বলিয়া পিতা আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। আমার আচার ম্লেচ্ছের ন্যায় এবং আহার ম্লেচ্ছের ন্যায়। আমি যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছি তাহা সম্মুখে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই। রাজা ঋতপর্ণ আমায় স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।

উদ্দালক কহিলেন, বৎস! শুন, যদি পার তো আমার এই সিদ্ধাশ্রমে থাকিয়া নিয়ত একাগ্রমনে নারায়ণের আরাধনা কর। এই বলিয়া মহর্ষি উদ্দালক ঐ আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান ব্যোমকেশকে দেখিবার নিমিত্ত বারানসীতে যাত্রা করিলেন।

তখন জৈগীষব্য মহর্ষির আদেশ ও উপদেশে নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিল। নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা করিয়া উহার সঞ্চিত পাপ সকল নষ্ট হইয়া গেল। পবিত্র পুণ্যজ্যোতি উহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এইরূপ ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মধ্যানে তাহার বহুকাল অতীত হইয়া যায়। অনন্তর একদা ভক্তবৎসল নারায়ণ উহাকে বরদান করিবার জন্য ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং উহাকে ধ্যাননিষ্ঠ দেখিয়া উহার হৃৎপুণ্ডরীক হইতে আপনার রূপ প্রত্যাহার পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

রহিলেন। তখন জৈগীষব্য হৃদয়মধ্যে নারায়ণকে আর দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল সম্মুখে সেই দিব্য মূর্ত্তি বিরাজমান। তখন সে দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিল এবং উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দাঁড়াইল। অনন্তর নারায়ণ উহাকে মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। যথায় সিদ্ধপুরুষেরা বাস করিয়া থাকেন তুমি সেই পবিত্র শান্তিনিকেতনে যাও। ব্রাহ্মণের কুলে তোমার জন্ম, কিন্তু অদ্যাপি উপনয়ন হয় নাই এবং তুমি বেদপাঠও কর নাই। অতএব তোমার পুনর্ব্বার এই ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিতে হইবে এবং উপনীত হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে হইবে। তবেই আমি আবার প্রত্যক্ষ হইব। এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর জৈগীষব্য যোগবলে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিল। তখন যমদূতেরা যমের আদেশে আসিয়া উহাকে পাশবন্ধনে যমলোকে লইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া উহাকে যমদূতের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল এবং সেই পাশে যমদূতদিগকে বন্ধন পূর্ব্বক ভগবান হরির নিকট উপস্থিত হইল। তখন হরি অগ্রে যমদূতগণকে পাশমুক্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা আমার আদেশে যমের নিকট গিয়া বল, যে ব্যক্তি অশেষ দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে আমাকে ভজনা করে, সে নিষ্পাপ হইয়া নিশ্চয় আমাকেই পায়, অতএব, যম! যে ব্যক্তি আমার ভক্ত তাহার উপর তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

তাৎপর্য্য।

মনুষ্য সংসর্গ-দোষে এবং নিজের দুর্ব্বলতায় পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু সে যতই পাপ করুক না কেন, কোন না কোন সময় তজ্জন্য তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ ও অস্থির হয়। এই অশান্তিই তাহাকে তাড়িত বেগে ধর্ম্মের পথে আনিয়া ফেলে। তখন সে নিষ্পাপ হইয়া প্রাণারাম ঈশ্বরকে পায়। যে একবার পাপের ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে সে জানে পাপ কি তীব্র পদার্থ। সে প্রাণান্তেও আর সে দিকে যায় না। সে এই পৃথিবীতে স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখ উপভোগ করে। সে ঈশ্বরের অভয় ক্রোড়ে নির্ভয় হয়। যখন এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিবার সময় আইসে, তখন তাহার ভয় হয় না। মৃত্যু তাহাকে আর বিভীষিকা দেখাইতে পারে না। কিন্তু এই সংসার যাহার সর্ব্বস্ব, পাপে পাপে যে আপনার আত্মাকে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই ভয় হয়, সে অতীত জীবনে ঘোর অন্ধকার দেখে এবং ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাহার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সে মৃত্যুকালে কাতর হইয়া বলে, হা! আমি কি করিয়াছি! আমার কি হইবে! কিন্তু যিনি পুণ্যাত্মা যখন স্বজনেরা নিস্তব্ধ হইয়া তাহার মুমূর্ষু মুখশ্রী আকুল হৃদয়ে দেখিতে থাকে, যখন গৃহে কেবলই হাহাকার ও আর্ত্তনাদ তখন তিনি অটল ও অচল। তিনি পবিত্র নিত্যধামে যাইতেছেন তাঁহার আর কিসের ভয়। পুরাণকর্ত্তা মহর্ষি এই নিগূঢ় উপদেশ দিবার জন্যই এই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। এবং কহিয়াছেন ঘোর সংসারীর পক্ষে মৃত্যু একটী ভীষণ পদার্থ, কিন্তু যিনি পুণ্যাত্মা তাঁহাতে মৃত্যুর কোন অধিকার নাই।

কেন ?

বল বল কেন পাখী গাও ?
বল বল কেন চাঁদ হাস ?
বল নদী কেন ছুটে যাও ?

(ভারতী ভাদ্র ১২৮৯)

কেন কুলকুল চারু পরকাশে।
করে আমোদিত মধুর সুবাসে॥
কেন পাখী গায় সুললিত গান।
হরণ করিয়া জগজন প্রাণ॥
কেন বা গোমুখী জাহ্নবী উগরে।
কেন নায়াগারা অবিরত ঝরে॥
কেন মেঘ দান করে বৃষ্টি জল।
কেন তরু নানা বিতরে সুফল॥
কেন দিবাকর মনোহর করে।
জগৎ সুন্দর সমুজ্জ্বল করে॥
কেন বা চাঁদের মোহন চাঁদিমা।
এসব কাহার কাহার মহিমা?
কেন বিশ্ব হয় মধুরিমা ময়?
এ সুন্দর সৃষ্টি কাহা হতে হয়?
সৃষ্টির আড়ালে থাকেন যে জন।
দেখ তাঁরে খুলি মানস নয়ন?
হৃদয় পরাণ হরিতে তোমার।
করিলেন বিশ্ব শোভার ভাণ্ডার॥
তিনি প্রাণারাম দয়া-অতুলন।
মানব-নয়ন-হৃদয়-রঞ্জন॥
তাঁহার ইচ্ছায় তপন উজলে।
সুমধুর গায় বিহঙ্গম দলে॥
রাকাশশী তাঁর সুধা ধারা ক্ষরে।
সন্ধ্যার গগন চারু শোভা ধরে॥
তিনি প্রেমময় মঙ্গল আলয়।
বিশ্ব তাঁর প্রেম দেয় পরিচয়॥
কেন তাঁর প্রেম অজস্র বরষে?
তোমারে মানব! রাখিতে হরষে॥
দেখ তাঁর দয়া গাও তাঁর নাম।
ভক্তি ভরে তাঁরে করহ প্রণাম॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক।

মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত।

শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।৵০ ডাক মাশুল ১০ আনা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।

শ্রাবণ ও ভাদ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮১০॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮২৯।৶ ৯
সমষ্টি	৩৬৪০ (৩
ব্যয়	৭৯০।৵০
স্থিত	২৮৪৯॥৵ ৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১২৩।৶০
দান প্রাপ্তি	
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪৲
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০৲
" মণিলাল মল্লিক ..	৫৲
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩৲
" ভূমেশচন্দ্র বসু ...	২৲
" হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১॥৵০
" ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস (উনাও)	২৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৪৲
	১২০॥০৵০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২৬/০
	১২৩।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২৮
পুস্তকালয় ...	২৭।৩
যন্ত্রালয় ...	৪০২৸/৬
গচ্ছিত ...	২৮৸৶/৬
সমষ্টি	৮১০॥ ৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৭॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	১৯৩॥৵০
পুস্তকালয়	১৩৪৸৶/৬
যন্ত্রালয়	২৬৬৸ ৬
গচ্ছিত	৩১।/০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন	১৬,
সমষ্টি	৭৯০।৵০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭২ সংখ্যা

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সহোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্যইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হবৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হবা এবংবিদি কিঞ্চ নান্নং ভবতীতি॥ ১॥

'সঃ' মুখ্যঃ প্রাণঃ 'হ উবাচ' 'কিং মে অন্নং ভবিষ্যতি ইতি'। মুখ্যপ্রাণং প্রষ্টারমিব কল্পয়িত্বা বাগাদীন্ প্রতি বক্তৄনিব কল্পয়ন্তী শ্রুতিরাহ। 'যৎকিঞ্চিৎ ইদং' লোকেঽন্নজাতং প্রসিদ্ধং 'আশ্বভ্যঃ' আশ্বভিঃ সহ 'আশকুনিভ্যঃ ইতি' সহ শকুনিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং তত্তবান্নমিতি 'হ উচুঃ' বাগাদয়ঃ। 'তৎ বৈ এতৎ' যৎকিঞ্চিল্লোকে প্রাণিভিরন্নমদ্যতে 'অনস্য' প্রাণস্য তৎ 'অন্নং' প্রাণেনৈব তদদ্যতে ইত্যর্থঃ। 'অনঃ হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং' সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তিগুণপ্রদর্শনার্থং অন ইতি প্রাণস্য প্রত্যক্ষং নাম। 'ন হ বৈ এবং বিদি' যথোক্তপ্রাণবিদি 'কিঞ্চ ন অন্নং ভবতি ইতি' সর্ব্বমেবংবিদ্যন্নং ভবতীত্যর্থঃ॥ ১॥

সেই প্রাণ বলিল, আমার অন্ন কি হইবে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল, 'অশ্ব হইতে পক্ষী পর্য্যন্ত সকল জীবের যাহা কিছু খাদ্য তাহাই তোমার অন্ন। সেই এই প্রাণের অন্ন। প্রাণের প্রত্যক্ষ নাম 'অন'। এমন কিছুই নাই যাহা, যে এই প্রকার জানে, তাহার অন্ন নহে॥ ১॥

সহোবাচ কিং মে বাসোভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধাতি লম্ভুকো হ বাসোভবত্যনগ্নো হ ভবতি॥ ২॥

'সঃ হ উবাচ' পুনঃ প্রাণঃ 'কিং মে বাসঃ ভবিষ্যতি ইতি' 'আপঃ ইতি হ উচুঃ' বাগাদয়ঃ। যস্মাৎ প্রাণস্য বাস আপঃ 'তস্মাৎ বৈ' 'অশিষ্যন্তঃ' ভোক্ষ্যমাণা ব্রাহ্মণাঃ 'এতৎ' কুর্ব্বন্তি। কিং 'অদ্ভিঃ' বাসস্থানীয়াভিঃ 'পুরস্তাৎ চ' ভোজনাৎ পূর্ব্বং 'উপরিষ্টাৎ চ' ভোজনাদূর্দ্ধ্বঞ্চ 'পরিদধতি' পরিধানং কুর্ব্বন্তি 'লম্ভুকঃ হ' লম্ভনশীলঃ 'বাসঃ ভবতি' বাসসো লব্ধৈব ভবতীত্যর্থঃ। 'অনগ্নঃ হ ভবতি' উত্তরীয়বান ভবতীত্যেতৎ॥ ২॥

সেই প্রাণ বলিল, আমার বাস কি হইবে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল, 'জল'। এই জন্য ব্রাহ্মণেরা আহারের পূর্ব্বে এবং পরে জলের দ্বারা প্রাণকে বাস প্রদান করেন। তাহাতে প্রাণ বাসযুক্ত হয়, নগ্ন হয় না। ২

তদ্ধৈতৎ সত্যকামোজাবালোগোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি॥ ৩॥

'তৎ হ এতৎ' প্রাণদর্শনং 'সত্যকামঃ জাবালঃ' 'গোশ্রুতয়ে' নাম্না 'বৈয়াঘ্রপদ্যায়' ব্যাঘ্রপদোঽপত্যং বৈয়াঘ্রপদ্যস্তস্মৈ গোশ্রুত্যাখ্যায় 'উক্ত্বা উবাচ' অন্যৎ অপি বক্ষ্যমাণং বচঃ। কিন্তদুবাচেত্যাহ। 'যদ্যপি

শুষ্কায় স্থাণবে' এতদ্দর্শনং ব্রূয়াৎ প্রাণবিৎ 'জায়েরন্ এব' উৎপদ্যেরন্নেব 'অস্মিন্' স্থাণৌ 'শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ' 'পলাশানি ইতি' পত্রাণি চ ॥ ৩ ॥

সেই এই প্রাণ-দর্শন মন্ত্র সত্যকাম জাবাল গোশ্রুত বৈয়াঘ্রপদ্য নামক ব্যক্তিকে বলিয়া, বলিয়াছিলেন, যদ্যপি শুষ্ক স্থাণুতে এই প্রাণদর্শন মন্ত্র বলা যায় তবে তাহাতে শাখা জন্মে এবং পত্র বাহির হয়। ৩

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৪ ॥

'অথ' অনন্তরং 'যদি' 'মহৎ' মহত্বং 'জিগমিষেৎ' গন্তুমিচ্ছেৎ মহত্বং প্রাপ্তুং যদি কাময়েদিত্যর্থঃ। তস্যেদং কর্ম্ম বিধীয়তে। 'অমাবস্যায়াং দীক্ষিত্বা' দীক্ষিতইব ভূমিশয়নাদিনিয়মং কৃত্বা 'পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ' কর্ম্মারভতে 'সর্ব্বৌষধস্য' গ্রামারণ্যানামৌষধীনাং 'মন্থং' পিষ্টং 'দধিমধুনঃ' 'উপমথ্য' অগ্রতঃ স্থাপয়িত্বা 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা ইতি' 'অগ্নৌ' আজ্যস্য হুত্বা' স্রুবসংলগ্নং 'মন্থে' 'সম্পাতমবনয়েৎ' সংস্রবমবপাতয়েৎ ॥ ৪ ॥

আর যদি মহত্ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়, তবে অমাবস্যাতে দীক্ষিত হইয়া পৌর্ণমাসীর রাত্রিতে সকল প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য ঔষধ লইয়া বণ্টন করিয়া তাহা ঘৃতমধুতে মাড়িয়া 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে এবং সেই ঘৃতের শেষ ঐ মন্থে প্রক্ষেপ করিবে। ৪

বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েদায়তনায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৫ ॥

'বসিষ্ঠায় স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতং অবনয়েৎ'। 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতং অবনয়েৎ'। 'সম্পদে স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতং অবনয়েৎ'। আয়তনায় স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতং অবনয়েৎ। ৫

'বসিষ্ঠায় স্বাহা, এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষ ঐ মন্থে প্রক্ষেপ করিবে। "প্রতিষ্ঠায় স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষ ঐ মন্থে প্রক্ষেপ করিবে। সম্পদে স্বাহা, এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষভাগ ঐ মন্থে প্রক্ষেপ করিবে। 'আয়তনায় স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষ ভাগ ঐ মন্থে প্রক্ষেপ করিবে। ৫

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্ব্বমিদং সহি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠোরাজাধিপতিঃ সমা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্ব্বমসানীতি ॥ ৬ ॥

'অথ' 'প্রতিসৃপ্য' অগ্নেরীষদপসৃত্য 'অঞ্জলৌ' 'মন্থং আধায় জপতি' ইমং মন্ত্রং। 'অমঃ নাম অসি' অম ইতি প্রাণস্য নাম। কুতঃ। যতঃ 'অমা' সহ 'হি' যস্মাৎ 'তে' তব প্রাণভূতস্য 'সর্ব্বং' সমস্তং 'ইদং' জগৎ। অতোঽমোনামাসীত্যর্থঃ। 'সঃ হি' প্রাণভূতো মন্থঃ 'জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ' চ। অতএব চ 'রাজা' দীপ্তিমান 'অধিপতিঃ' চ অধিষ্ঠায় পালয়িতা সর্ব্বস্য। 'সঃ' মন্থঃ প্রাণঃ 'মা' মামপি 'জ্যৈষ্ঠং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যং আধিপত্যং 'গময়তু' 'অহং এব' 'ইদং সর্ব্বং' জগৎ 'অসানি ইতি' ভবানি প্রাণবৎ। ৬

পরে অগ্নি হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া মন্থকে ধারণ করত জপ করিবেক—তোমার নাম "অম (প্রাণ)। যেহেতুক এই সমস্ত জগৎ তোমারই সহিত রহিয়াছে। সেই তুমি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ রাজা, অধিপতি। সেই তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠত্বে শ্রেষ্ঠত্বে এবং রাজ্যাধিপত্যে লইয়া যাও। আমি এই সকল জগতে প্রাণস্বরূপ হই। ৬

অথ খল্বেতয়র্চ্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহইত্যাচামতি বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমমিত্যাচামতি তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ব্বং পিবতি ॥৭॥

'অথ' অনন্তরং 'খলু' 'এতয়া ঋচা' 'পচ্ছঃ' পাদশঃ 'আচামতি' ভক্ষয়তি। মন্থমেকৈকেন পাদেনৈকৈক গ্রাসং ভক্ষয়তি। 'তৎ' ভোজনং 'সবিতুঃ' সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ 'বৃণীমহে' প্রার্থয়েমহি মন্থরূপং 'ইতি' আচামতি'। 'বয়ং দেবস্য ভোজনং' দেবস্য সবিতুরিতি

পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ 'ইতি আচামতি'। 'শ্রেষ্ঠং' প্রশস্যতমং সর্ব্বাশ্রেভ্যঃ 'সর্ব্বধাতমং' সর্ব্বস্য জগতোধারয়িতৃতমং 'ইতি আচামতি'। 'তুরং' ত্বরং তূর্ণং শীঘ্রমেতৎ 'ভগস্য' সবিতুঃ স্বরূপং 'ধীমহি' চিন্তয়েমহি 'ইতি সর্ব্বং' মন্থলেপং 'পিবতি'। ৭

তাহার পর এই শুকমন্ত্রে পাদ-পরম্পরা মন্থ ভক্ষণ করিবেক। যথা—"তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে" এই বলিয়া মন্থের এক গ্রাস খাইবেক। "শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং" এই বলিয়া এক গ্রাস খাইবেক। 'তুরং ভগস্য ধীমহি' এই বলিয়া সকল পান করিবেক *। ৭।

নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোহপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৮ ॥

'নির্ণিজ্য' প্রক্ষাল্য 'কংসং' কংসাকারং 'চমসং বা' চমসাকারং বৌদুম্বরং পাত্রং। পীত্বা আচম্য 'পশ্চাৎ অগ্নেঃ' প্রাক্ শিরা 'সং বিশতি' 'চর্ম্মণি বা' অজিনে 'স্থণ্ডিলে বা' কেবলায়াং ভূমৌ 'বাচংযমঃ' বাগ্‌যতঃ সন্নিত্যর্থঃ। 'অপ্রসাহঃ' ন প্রসহ্যতে নাভিভূয়তে স্ত্র্যাদ্যনিষ্টস্বপ্নদর্শনেন যথা তথা সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। 'সঃ' এবস্তূতঃ 'যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ' স্বপ্নেষু তদা বিদ্যাৎ 'সমৃদ্ধং' সমেদং 'কর্ম্ম ইতি'। ৮

কংস বা চমস নামক যজ্ঞ-পাত্র প্রক্ষালন করিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে চর্ম্মে বা মৃত্তিকায় শয়ন করিবে এবং স্থিরমানস ও বাক্‌যত হইবে। তাহাতে যদি স্বপ্নে স্ত্রী দৃষ্ট হয় তবে আপন কর্ম্ম সফল জানিবে। ৮

তদেষ শ্লোকোযদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি সমৃদ্ধিং তত্র জানীযাত্তস্মিন্‌-স্বপ্ননিদর্শনে তস্মিন্‌স্বপ্ননিদর্শনে ॥ ৯ ॥

'তৎ' এতস্মিন্নর্থে 'এষঃ শ্লোকঃ' মন্ত্রোঽপি ভবতি। 'যদা' 'কর্ম্মসু কাম্যেষু' কাম্যার্থেষু 'স্ত্রিয়ং' 'স্বপ্নেষু' স্বপ্নদর্শনেষু স্বপ্নকালেষু বা 'পশ্যতি' 'সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ' 'তস্মিৎ স্বপ্ননিদর্শনে' তস্মিন স্বপ্ননিদর্শনে' তস্মিন স্ত্র্যাদিপ্রশস্তস্বপ্নদর্শনে সতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। দ্বিরুক্তিঃ কর্ম্মসমাপ্ত্যর্থঃ। ৯

এ বিষয়ের এই শ্লোক আছে। যদি কাম্য কর্ম্মে স্বপ্নে স্ত্রী দেখিতে পায় তবে সেই কর্ম্মে সমৃদ্ধি জানিবে। সেই স্বপ্নদর্শনে, সেই স্বপ্ন দর্শনে। ৯

ছায়াতপৌব্রহ্মবিদোবদন্তি। *

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নিত্যই রহিয়াছেন। তিনি আপনার জ্ঞান, প্রেম, আনন্দে নিরালম্বে বিরাজ করিতেছেন। তিনি আপনার মহিমাতেই আপনি রহিয়াছেন। তিনি কালের অতীত। তিনি সত্য-কাম সত্য-সঙ্কল্প। তাঁহার ইচ্ছাকে কেহই বাধা দিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছা অনতিক্রমণীয়। তিনি ইচ্ছা করিলেন, রাশি রাশি সৃষ্টির উপকরণ এই জড় বিষয়-সকল উৎপন্ন হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, এই জড়ের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, অমনি ইন্দ্রিয়-মন লইয়া জীব জন্তুসকল উত্থিত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, মনুষ্য আত্মা পাইল, তাহার আত্মা জ্ঞান হইল, আপনাকে আপনি জানিল। জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্মে ও পবিত্রতাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া উঠিল। উদ্ভিদ জীব জন্তু সকলেই তাঁহার নিয়মে বদ্ধ। ঈশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মের নিয়ম দিয়া মুক্তির সোপানে তাহাকে উন্নত করিলেন। তাহাকে স্বাধীন জীব করিয়া দিলেন। সে আপনার ইচ্ছাতে আপনার প্রবৃত্তি-সকলকে চালাইতে পারিল। জ্ঞান, প্রেম, স্বাধীন ইচ্ছাতে মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের সাদৃশ্য লাভ করিল। মনুষ্য অমৃতের পুত্র হইয়া সেই অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরকে পিতা-

---

* শুকমন্ত্রের অর্থ—আমরা সেই সবিতা দেবতার শ্রেষ্ঠ সকল জগতের ধারণকর্ত্তা ভোজনকে বরণ করি। শীঘ্র সবিতা দেবতার স্বরূপ ধ্যান করি।

* ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমখণ্ড.১১৬.শ্লোক।

রূপে আলিঙ্গন করিতে পারিল। সেই যে পরমাত্মা আর মনুষ্যের আত্মা যে এই জীবাত্মা, এই প্রকারে তাঁহাদের উভয়ে নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মবাদিরা এই দুইয়ের মধ্যে পরমাত্মাকে আতপের ন্যায় এবং জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় বলেন। যেহেতু পরমাত্মার আশ্রয়ে জীবাত্মা আশ্রিত হইয়া আছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট, পরমাত্মা ফলদাতা, জীবাত্মা ফলভোক্তা। পরমাত্মার ইচ্ছাতেই জীবাত্মার অস্তিত্ব ভোগ সুখ ও মুক্তি। তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া জীবাত্মাকে জীবন যাপন করিতে হইতেছে। ঈশ্বর কাহারও অধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি পূর্ণ। কালে তাঁহার বৃদ্ধি নাই, কালে তাঁহার ক্ষয় নাই। সেই নিত্য কাল হইতে তিনি যেমন রহিয়া আছেন, তেমনি আছেন; তাহা হইতে আর তাঁহার উন্নতি নাই। আর জীবাত্মাকে তিনি উন্নতির মুখে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রেমকে তিনি নিয়ত বর্দ্ধিত করিতেছেন। এই জন্য স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে যে পৃথক্ ভাব, তাহা চিরকালই থাকিবে। জীবাত্মার যদি এত উন্নতি কখন সম্ভব হয় যে ঈশ্বরের যেমন জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব তাহারও সেই পরিমাণে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব; তথাপি পরমাত্মা যে স্রষ্টা এবং জীবাত্মা যে সৃষ্ট, একজন যে পিতা আর এক জন যে পুত্র; ইহা চিরকালই থাকিবে। এই পৃথক্ ভাব নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবধারণ করিবার জন্যই ঋষিরা পরমাত্মাকে আতপ এবং জীবাত্মাকে ছায়া বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানের ভাব যে জানা, প্রেমের ভাব যে ভালবাসা, তাহার ব্যত্যয় করিয়া 'ছায়াতপ' শব্দের প্রয়োগ করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে।

রাত্রি।

বেদানুগত পদ্য।*

মর্ত্ত্যে রাত্রি দেবী করি পদার্পণ
দিগন্ত ঘুরায়ে কটাক্ষ রাশি
হেরিল বারেক, চারিদিক্ হ'তে
সৌন্দর্য্যের ভাতি উঠিল হাসি।

বিস্তীর্ণ আকাশে, অমরা সে দেবী,
গিরি গুল্মলতা বিটপী-চয়
সকলে করিয়া তমসে আবৃত
জ্যোতি-বলে পুন নিবারে তায়।

সুন্দরী যামিনী, আগতা ভূতলে,
ভগিনী উষার কিরণ ছটা
ঝাড়িয়া মুছিয়া প্রকাশিয়া দিল
নৈশ-তম-স্রোতে পড়িল ভাটা।

সেই রাত্রি দেবী অদ্য আমাদের
প্রসন্নতা তাঁর করুন দান,
সুখের শয়নে কাটুক প্রহর
বৃক্ষে বিহঙ্গম যাপে যেমন।

ভোজ্য আহরণে পরিশ্রান্ত অতি
গো, শ্যেন, মানব, বিহঙ্গ, ঘোট
দেবী-রাত্রি-ক্রোড়ে লভিতে আরাম
সকলেই দেয় সেখানে জোট।

'হে উর্ম্ম্যে'—রজনি তুমি দয়াবতি
বৃকী হিংস্র বৃকে তাড়ায়ে দাও
হয়ে আমাদের সুতরা যামিনী
তস্করে সুদূরে লইয়া যাও।

সর্ব্ব আচ্ছাদিত ঘোর কৃষ্ণতম
ঋণের সদৃশ যাউক তারা
দূর দূরান্তের দিকেতে মিলিয়া
হে উষা! ব্যাপিয়া রয়েছে যারা।

* ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১২৮ সূক্ত।

হে দেবী রজনি, দিনের দুহিতা
ডাকি গো তোমায়, ধেনু যেমন
শত্রুজয়শীলা, তুমি আজি হেথা
স্তোম এ আমার কর গ্রহণ।

নর-নারীর জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষার উদ্দেশ্য।

নর-নারীর যখন সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বৈচিত্র এবং ঐশ্বরিক কার্য্য-নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে, তখন তাহারদিগের স্বভাব ও কার্য্যানুরূপ শিক্ষারও যে পার্থক্য থাকিবে, তাহার আর সংশয় কি? তন্নিমিত্ত পরিণামদর্শী, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু-জনের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, বাল্য-জীবন হইতেই তাহারদিগকে ভবিষ্যৎ কার্য্য-সম্পাদন-উপযোগী সকল বিষয়ে যথাযোগ্য-রূপে শিক্ষা-দান করেন। তাহারদিগের শরীর-মন-আত্মা স্বভাবতঃ যে যে বিষয় শিক্ষা করিতে সমুৎসুক, জনক-জননী তাহার অনুকূল বিষয়-শিক্ষায় তাহারদিগকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিলে অতি সহজে অল্প পরিশ্রমে তাহারা শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য হইয়া উঠিতে পারে।

নর-নারীকে যে প্রকার কঠোরতম বিষয়-কার্য্যে,গুরুতর সংসারধর্ম্ম সম্পাদনে পরিণামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তন্নিমিত্ত বাল্য-জীবন হইতে তাহারদিগের শরীরের বল-পুষ্টি-সাধন ও দৃঢ়তা-সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া পিতা মাতার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহারদের বুদ্ধি-বৃত্তি-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই উপযোগী বিষয় সকল শিক্ষা দিতে পারিলে, জ্ঞান-উপার্জ্জন, বিদ্যা-শিক্ষা তাহারদিগের পক্ষে কোন-রূপেই কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হয় না; বিদ্যালয়, যমালয়-সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়াও প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। করুণা-নিধান পরমেশ্বর নর-নারীর শরীর-মন-আত্মাকে যেরূপ শিক্ষা-প্রবণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে বল-লাভের জন্য যেমন শিশু, আপনা হইতেই অঙ্গ-সঞ্চালন করে, জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত যেমন মন স্বতই জিজ্ঞাসু হইয়া থাকে, ধর্ম্ম-লাভের জন্যও সেইরূপ আত্মাকে স্বভাবতই সমুৎসুক হইতে দেখা যায়। যাহার দ্বারা শরীর-মন-আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য-উন্নতি হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা; তাহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। যে শিক্ষায় কেবল শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ, মানসিক অনুন্নতি এবং আত্মার অধোগতি হয়, অথবা যদ্দ্বারা কেবল মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং শরীরের অবনতি হইয়া থাকে, সেই উভয়বিধ শিক্ষাই দোষাবহ ও পরিত্যজ্য। অতএব সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দান, তাহারদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা পিতা মাতার পক্ষে যার পর নাই গুরুতর কার্য্য। রাজ্য-শাসন অপেক্ষা পুত্র কন্যাকে সুনিয়মে ধর্ম্ম-শাসনে রক্ষা করা, অতিশয় কঠিন ব্যাপার। যাহাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মনের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, আত্মার আশা-অধিকার, পরস্পর অবিরোধে কার্য্য-ক্ষম ও উন্নত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-দান করা একান্ত প্রয়োজন। শিশু যেমন গৃহ-প্রাঙ্গণে, প্রাকৃতিক নিয়মে সহাস্য বদনে অনায়াসে পদ-সঞ্চালন শিক্ষা করিয়া ক্রমে দ্রুতগতিতে উচ্চ-নীচ-স্থানে অবলীলা-ক্রমে আরোহণ অবতরণ করিতে পারে, নিবাস-নিকেতনে বা শিক্ষালয়ে যাহাতে সেইরূপ প্রফুল্ল-হৃদয়ে বিনাকষ্টে তাহারা জ্ঞান-ধর্ম্ম-সোপান লাভ করিয়া ক্রমে সমুৎসাহিত হইয়া অত্যল্প স... হাষ্যে আত্মচেষ্টায় জ্ঞান-গিরির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তাদৃশ

শিক্ষাই যার পর নাই আদরনীয়। যাদৃশ শিক্ষায় কেবল মনের বৃত্তি-বিশেষ প্রবল ও অপর প্রবৃত্তি নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়, ধর্ম্ম-ঈশ্বর, পর-লোক-দৃষ্টি উজ্জ্বল না হইয়া, ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাদৃশ শিক্ষা হইতে সন্তান-সন্ততিকে যত দূরে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। উল্লিখিত শিক্ষা-দ্বারা পুত্র কন্যার বা জন-সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দারা ঐহিক পারত্রিক প্রভৃত অশান্তি-অমঙ্গলই সংঘটিত হইয়া থাকে।

শিক্ষা-বিষয়ক এমন গুরুতর পবিত্রতর কর্ম্মের ভার সম্পূর্ণ-রূপে অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া পিতা-মাতার নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কেবল বিপুল অর্থব্যয় দ্বারা প্রচুর জ্ঞান লব্ধ হইবে, এরূপ বিশ্বাসে অন্ধীভূত হইয়া পুত্র-কন্যাকে উচ্চতম বিদ্যালয়ে প্রেরণ করত নিরুদ্বেগে অবস্থান করা কোন-রূপেই শ্রেয়ঃকল্প নহে। উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অনেক পিতামাতার পক্ষে সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে, কিন্তু তাহারদিগের স্বভাব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি, ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-প্রীতি বর্দ্ধনের উপরে সকল জনক-জননীই সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন। সৎ-স্বভাব ও সাধু-প্রকৃতি-লাভই সকল-শিক্ষার পত্তন-ভূমি। গৃহের পত্তন-ভূমি সুদৃঢ় হইলে, যেমন তদুপরি নিরুদ্বেগে সমুন্নত অট্টালিকা অনায়াসেই নির্ম্মিত হইতে পারে, তেমনি স্বভাব বিশুদ্ধ, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, আত্মা ধর্ম্ম-ভীরু হইলে, সে সন্তান-সন্ততি সকল-প্রকার বিষয়-ব্যাপারে ও সর্ব্ববিধ সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ পটুতা লাভে সমর্থ হয়। ধর্ম্মের উদ্দেশে যে পুত্র-কন্যা সঞ্চালিত হয়, ঈশ্বরের প্রীতি-কামনায় যাহারা, কি বিষয়-ক্ষেত্রে, কি সংসারাশ্রমে যে কিছু কার্য্য সম্পাদন করে, সে সকলই নির্দ্দোষ হইবারই সম্ভাবনা।

নারীই, গৃহের রক্ষয়িত্রী-বিধাত্রী, কর্ত্রী-পালয়িত্রী। অতএব নারীর স্বাস্থ্য-সম্পদ, স্বভাব-চরিত্র, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-ধর্ম্মের উপরেই সন্তান-সন্ততির সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবী মঙ্গলামঙ্গল সকলই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বালক-বালিকাগণের গৃহশিক্ষার অধিকাংশ ভারই নারীর হস্তে। এজন্য সেই সংসার-আশ্রমের পত্তন-ভূমি——সেই গৃহের প্রত্যক্ষ শ্রী-সৌভাগ্য-লক্ষ্মী নারীর শরীর যাহাতে সবল ও নীরোগ হয়, নারীর স্বভাব-চরিত্র যাহাতে নির্দ্দোষ ও পবিত্র থাকে, নারীর সাংসারিক-কার্য্য-নৈপুণ্য যাহাতে বিশেষ অভ্যস্ত হয়, নারীর স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, জ্ঞান-ধর্ম্ম, যাহাতে উজ্জ্বলতর-রূপে দীপ্তি পায়, নারীর মিতাচারিতা, মিতব্যয়িতা যাহাতে বিশেষ-রূপে শিক্ষা হয়, নারীর দেব-দত্ত অলঙ্কার লজ্জা-ভয় যাহাতে অক্ষত থাকে, নারীর সতীত্বই অমূল্য ধন; সন্তান-সন্ততি-প্রতিপালনই প্রধান ও পবিত্র কার্য্য বলিয়া যাহাতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কন্যাকে সুশিক্ষিতা করাই পিতা-মাতার প্রধান কার্য্য। যাহাতে পরিণয়-অন্তে কন্যা স্বামিগৃহে যাইয়া স্বামীর সংসারের সকল-ভার গ্রহণ করিতে পারেন, সকল-কার্য্যে শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, মিতাচার ও মিতব্যয়িতা-গুণে পতি-গৃহের সকল অভাব-অনটন নিরাকৃত করিতে পারেন এবং সন্তান-সন্ততির জননী হইয়া যাহাতে দক্ষতার সহিত তাহারদিগকে লালন-পালন ও তাহারদিগের স্বাস্থ্য সম্পদ, জ্ঞান-ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করিতে সুপারগ হয়েন, এইরূপে যে পিতামাতা স্বীয় কন্যাকে শিক্ষা দান করেন, তাঁহারাই যথার্থ কর্ত্তব্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তাঁহারাই তাহার

অব্যর্থ পুরস্কার-স্বরূপ ইহলোকে সম্মান ও সংকীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম সুখ-লাভ করেন। এই সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও একান্ত আবশ্যক বিষয়ে অগ্রে কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়া পরে অন্যবিধ শিল্প-বিজ্ঞান-প্রভৃতিতে সুপটু ও সুদক্ষ করিয়া তুলিতে পারিলে, জনক-জননী আরো ধন্যবাদের পাত্র হইয়া উঠিতে পারেন।

বর্ত্তমানে পুত্রদিগের শিক্ষার্থ যদিও আশানুরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিদ্যালয়াদি না থাকুক, তথাপি তাহারা একপ্রকার শিক্ষা-লাভ করিতেছে, কিন্তু দেশীয় বালিকাগণের শিক্ষার উপযোগী যে একটীও বিদ্যালয় নাই, এবং একখানিও পাঠ-উপযুক্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ নাই, তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজপুরুষগণের বা দেশীয় কৃত-বিদ্য ধনাঢ্য লোকের সাহায্যে যে নানা স্থানে অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষার গূঢ় তাৎপর্য্য সংসিদ্ধ হইতেছে না। তদ্দ্বারা নারীকুলের শিক্ষা ও প্রকৃতি-পার্থক্য রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বদা পুরুষ-সংসর্গে অবস্থান, পুরুষোচিত শিক্ষা-লাভ প্রভৃতি দ্বারা স্বাভাবিক সদ্গুণ-সকল বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যদিও কোন কোন স্থলে শিক্ষয়িত্রীগণ দ্বারা শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে দেখা যায় কিন্তু তাঁহারা বিদেশীয় বা বিভিন্ন সমাজভুক্ত। সুতরাং সেই পুরুষ-স্বভাব-সম্পন্না নারীরূপিণী শিক্ষয়িত্রী-দিগের সহবাস উপদেশে, দৃষ্টান্ত আচরণে দেশীয় ছাত্রীগণের নারীসুলভ স্বভাব প্রকৃতি কোনরূপেই রক্ষা পায় না এবং দেশীয় রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার,বেশ-বিন্যাস, গৃহকার্য্য-পদ্ধতি শিক্ষা করা দূরে থাকুক, ঠিক্ তাহার বিপরীত শিক্ষা-লাভ করিয়া বালিকাগণ হিন্দু-সমাজ—হিন্দু-পরিবার-মধ্যে কর্ম্মিষ্ঠা পত্নী মিতাচারিণী মিতব্যয়িনী স্ত্রী, কার্য্যকুশলা গৃহিণী, সন্তান-সন্ততির সুযোগ্যা জননী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা গৃহের বিলাস-প্রিয়া শোভন পুত্তলিকা স্বরূপা হইয়া দরিদ্র-বঙ্গসমাজের দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠিতেছেন।

নারী যে হিন্দু পরিবারের সার-সম্পত্তি, তাহা সকলেই বিশেষ-রূপে অবগত আছেন। সামান্যতঃ হিন্দু-পরিবারের যে অর্থ-অসঙ্গতি, আর্য্য-সন্তানগণের যে যৎস্বল্প ধনাগম, তাহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে; ইহা দ্বারাও যে, হিন্দু পরিবার উচ্ছিন্ন না হইয়াও এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা কেবল গৃহ-লক্ষ্মী-স্বরূপা আর্য্য মহিলাদিগের কঠিন পরিশ্রম, অসামান্য সংসারিক কার্য্য-দক্ষতা ও অনুপমেয় সৎস্বভাব এবং সদ্গুণ-প্রভাবেই। অবস্থা-দোষে এতদ্দেশীয় বহু অংশ লোকে প্রায়ই প্রয়োজনমত দাস-দাসী রক্ষা করিতে পারেন না, তদ্ভিন্ন একান্নবর্ত্তিতা-পদ্ধতি হিন্দুসমাজ মধ্যে বর্ত্তমান; সুতরাং সেই এক এক বৃহৎ পরিবারের মধ্যে মাতা ভগিনী, কন্যা-পত্নী-প্রভৃতি দ্বারাই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ, রন্ধন ও পশু-পালন, সন্তান-সন্ততি রক্ষণ ও পোষণ-প্রভৃতি সমস্ত গৃহাভ্যন্তরিক ব্যাপারই যথোপযুক্ত-রূপে সুনিষ্পাদিত হইয়া থাকে। পুরুষগণ কেবল অর্থোপার্জ্জন এবং বহির্ভাগের কার্য্য-কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গৃহ-কার্য্য-সম্পাদনে নারীগণের বিরক্তি বা ঔদাস্য নাই। তাঁহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই সহাস্য-বদনে, প্রফুল্ল হৃদয়ে তৎসমুহ সম্পাদন করেন। কেবল নির্দ্দিষ্ট গৃহ-কার্য্য-সম্পাদনই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নহে। হিন্দু-পরিবারে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কর্ম্মের অসদ্ভাব নাই, তন্নিবন্ধন প্রায়ই প্রতি পক্ষে, প্রতিমাসে, প্রতি ঋতুতে, না হয় প্রতি বৎসরে একটী না একটী উৎসব ও ভূরি ভোজন প্রতিগৃহেই হইয়া থাকে; তৎ সমুদায়ের আয়োজন ও দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, রন্ধন

পরিবেশন-ব্যাপার তাঁহারা স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আর্য্য-মহিলাগণের এমন অসদৃশ গৃহ কার্য্য-নৈপুণ্য, সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদনে এরূপ স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রায়ই কুত্রাপি দেখা যায় না।

আর্য্য-নারীদিগের ধর্ম্ম-ভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। ধর্ম্ম-সাধনের জন্য তাঁহারা যে প্রকার কঠোরতা সহ্য করেন, যাদৃশ ব্রত দীক্ষার করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। এখন যে সাধারণ আর্য্য-ধর্ম্ম কেবলমাত্র নারীদিগের প্রযত্নেই রক্ষিত হইতেছে, এখনও যে তীর্থ-স্থান-সকলের মাহাত্ম্য-মর্য্যাদা, শুদ্ধ মাত্র আর্য্য-নারী-কুলের শ্রদ্ধা-ভক্তি অনুরাগ-প্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এখনও যে ভারতের সংসারাশ্রমে অতিথি-সৎকার, দান-ধর্ম্ম-ক্রিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন আর্য্যকুলবালাদিগের ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা-প্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, সকলকেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোকে, তাঁহারদের হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া দিতে পারিলে, প্রাগুক্ত কার্য্য সকল আরো প্রশস্ত ও উন্নত আকার ধারণ করিতে পারে। পবিত্র জ্ঞানজ্যোতিতে তাঁহারদের আত্মাকে জ্যোতিষ্মান্ করিতে সমর্থ হইলে, তাঁহারা বর্ত্তমানের কৃত-বিদ্য জনগণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিদ্যালয়ে তাঁহারদিগের দোষাবহ অসম্পূর্ণ বিদ্যাশিক্ষা, আর্য্য-রীতি-নীতি-বিরুদ্ধ বিজাতীয় উপদেশ দৃষ্টান্ত, গৃহে পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর সন্নিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারদিগের আর্য্য-কুলোচিত পবিত্র প্রকৃতি, স্বাভাবিক সৎস্বভাব, বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। তাঁহারা আর্য্য-গৃহাশ্রমের উপযোগী সদ্গুণ এবং সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদনের উপযুক্ত বল-বীর্য্য দক্ষতা হইতে ক্রমে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। বেশ বিন্যাস, আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ-বিহার প্রভৃতি বিবিধ বিলাসের প্রতি তাঁহারদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। নিঃস্ব হিন্দু-সমাজের পক্ষে এটী কদাচই শুভ চিহ্ন নহে। নারী-কুলের বিলাস-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া যখন পৃথিবীর সভ্যতম জাতীয় ধন-সমৃদ্ধিশালী প্রচুর উপায়ক্ষম বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন জনগণ, এককালে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হওত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন; তখন ক্ষুদ্রজীবী হিন্দু-সন্তান সকল, যে এককালে হত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নর-নারীর একবার বিলাস-ইচ্ছা প্রবল ও লজ্জাভয় তিরোহিত হইলে, তাহা সংযত বা প্রত্যাহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পুরুষ বিলাসী হইলে যেমন তিনি কঠোর কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অনুপযোগী হইয়া পড়েন, বিলাস-ইচ্ছা-পরিপূরণে বিলাস-সামগ্রী-আহরণে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিয়া যেমন তাহার ধন-সম্পদ উপার্জ্জন এবং পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত বিষয়-বিত্ত সংরক্ষণ সামর্থ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়; নারী সেই প্রকার বিলাসিনী হইলে, গৃহকার্য্যে অপটুতা, সন্তান-সন্ততি পালন বিষয়ে অসমর্থতা, শ্রম বা সহিষ্ণুতা-সাধ্য কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি নানা অসদ্গুণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। ইত্যাদি নানা-কারণেই বিলাস-প্রিয় সভ্য-সমাজে ধাত্রী দ্বারা সন্তান-সন্ততির পালন পোষণ, অতি নীচ-জাতীয় নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা রন্ধন-কার্য্য সম্পাদন-প্রভৃতি কুরীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভারত যখন বলবীর্য্যে, ধন-ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানধর্ম্মে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ-ভূমি ছিল, তখনও এ সকল কুরীতি আর্য্য-সমাজ-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন যে রাজ-মহিষীগণও রাজা রাজকুমার প্রভৃতির জন্য স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া

দিতেন, এদেশের পুরাণ ইতিবৃত্ত সকল এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামের অনেকানেক অতুল-সম্পদশালী ধন-কুবেরগণের গৃহেও তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রন্ধন-নৈপুণ্য চিরদিনই ভারত-মহিলাদিগের একটী সদ্গুণের মধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজাতীয় দৃষ্টান্ত এবং যুবক-যুবতীদিগের অবৈধ-বিলাস-প্রভাবেই গৃহ-কার্য্য সম্পাদন এবং স্বহস্তে সন্তান-সন্ততি পরিপালন প্রভৃতি সাংসারিক ব্যাপার সকল, দাস দাসী-সম্পাদ্য অতি হেয় কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুত যে অন্ন-পানের উপরে সন্তান সন্ততির বল বীর্য্য, স্বাস্থ্য-সম্পদ নির্ভর করে, তৎসমূহের আয়োজন-আহরণ প্রভৃতি যে রক্ষয়িত্রী পালয়িত্রী জননীর কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। মাতা যেরূপ স্বীয় সন্তানের শারীরিক প্রকৃতি এবং মানসিক রুচি-প্রবৃত্তির উপযোগী বিশুদ্ধতর অন্ন-পান প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, বেতনভুক্ নিঃসম্পর্ক পাচক-পাচিকাগণের নিকটে কোন রূপেই তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। মাতা-ভগিনী, কন্যা-পত্নী প্রভৃতির প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন যেরূপ স্বাভাবিক-প্রেম-রসার্দ্র, প্রীতি-সুবাসিত হইয়া থাকে, যিনি তাঁহারদের হস্তে ভোজন করিয়া থাকেন, তিনিই তাহা সুস্পষ্ট-রূপে জানিতে পারেন। তাদৃশ ভোজ্য পানীয় আর কুত্রাপি লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আহারের উপরে যেমন সুখ-সচ্ছন্দতা, স্বাস্থ্য-সম্পদ্ নির্ভর করে, তেমনি আবার সাত্ত্বিক নির্দোষ আহারের গুণেই প্রকৃতির উৎকর্ষতা ও সাধন-সমাধান-সামর্থ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রিয় আর্য্য-জাতির মধ্যে অন্ন-গ্রহণ-বিষয়ে এত সাবধানতা ও সতর্কতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণেই স্ত্রীজাতির রন্ধন-পটুতা একটী নারী-সুলভ স্বাভাবিক সদ্গুণমধ্যে পরিগণিত হয়। বিলাসের এমনই একটী দুর্দ্দমনীয় প্রভাব, যে গৃহ প্রাচীরের মধ্যে কোন রূপেই তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। সে বাহিরে লোক-সমাজে, প্রমোদ-কাননে, উৎসব-ভূমিতে, অভিনয়-ক্ষেত্রে স্বীয় শোভা-সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতে ধাবিত হয়। অন্যের হৃদয়-মনকে আকর্ষণ—অন্যের চিত্তকে বিমোহিত করিবার জন্যই চেষ্টা পায়। একারণ শৈশবাবস্থা হইতে বালক-বালিকাদিগের যাহাতে সেই বিলাস-ইচ্ছা প্রবল না হয়, তৎপ্রতি পিতামাতার দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিলাসী যুবক-যুবতীদিগের অন্যের চক্ষে শোভনীয়-রূপে প্রতিবিম্বিত হইবার ইচ্ছা হইতেই অনেক সময়ে অনেক স্থলে গরলময় ফল সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। এই ইচ্ছার প্রাবল্য হইতেই ভোগ-বিলাসী নর-নারী সমাজ-বন্ধন, লজ্জা-ভয়, জ্ঞান-ধর্ম্ম-শাসন অতিক্রম করিয়া পাপ-স্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকেন; এবং তন্নিবন্ধন সুখ-সৌভাগ্যে, ধন-সম্পদে, স্বভাব-চরিত্রে জ্ঞান-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যে এককালে পথের ভিখারী হইয়া পড়েন, তাহা প্রায় সকলেই স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতেছেন। বিলাস-প্রাবল্য হেতুই যে, রাজার রাজ্য-নাশ, ধনীর ধনক্ষয়, গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার জাগ্রত জীবন্ত দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বিলাস-ইচ্ছা হইতেই যে জ্ঞানীর জ্ঞান-প্রভা, বিদ্যার্থীর জ্ঞান-লালসা, বলিষ্ঠের বল-বীর্য্য-অনুরাগ, কর্ম্মিষ্ঠের কার্য্য-দক্ষতা, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা যে তিরোহিত হইয়া যায়, ইহা সকলেই জাজ্জল্যতর রূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আর্য্য-জাতি যে প্রকার অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছেন——বঙ্গ-বাসীগণের যেরূপ দিন দিন অন্নকষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে, সদ্বিচার ও সংশিক্ষার মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, বিলাস-ইচ্ছা তো সকল-অবস্থাতেই পরিত্যজ্য, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে সেই সর্ব্বনাশের স্রোত এতদ্দেশমধ্যে প্রবাহিত হইতে না পারে তৎপ্রতি সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে পুত্র-কন্যা প্রভৃতি দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু ও কর্ম্মিষ্ঠ এবং সর্ব্ব-কার্য্য-দক্ষ নিরলস হইয়া কি বলবীর্য্য, কি কৃষি-বাণিজ্য কি জ্ঞান-ধর্ম্ম-সাধন সকল-বিষয়েই অগ্রসর হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, বঙ্গের দুরবস্থা বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, তৎপ্রতি সকলেরই যত্নবান্ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। অতএব পিতামাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য যে এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনাপন সন্তান-সন্ততিকে ভাবী জীবনের জন্য সুশিক্ষিত করেন। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, যে রাজ্য-শাসন অপেক্ষা সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন এবং তাহারদিগের শিক্ষা-কার্য্য-সম্পাদন করা যারপর নাই গুরুতর কার্য্য। পিতামাতার হস্তে যে করুণাময় পরমেশ্বর পবিত্রতম কার্য্য-ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে আপনারদিগের ও জগতের যৎপরোনাস্তি কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে, তৎপ্রতি ঔদাস্য অবহেলা করিলে তাহার প্রত্যক্ষ দণ্ড, অসুখ অশান্তি, দুঃখ দরিদ্রতা কষ্ট-গ্লানি প্রভৃতিতে যাবজ্জীবন বিদগ্ধ হইতে হয়।

দেশীয় চিকিৎসা।

রোগ-প্রতীকারের নাম চিকিৎসা। বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, আসুরী, মানুষী ও দৈবী। ছেদ ভেদাদির দ্বারা যে প্রতীকার তাহা আসুরী; কটু তিক্তাদি রস দ্বারা যে চিকিৎসা তাহা মানুষী; এবং যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা যে রোগশান্তি তাহা দৈবী। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসার দুইটী প্রণালীও আছে; একটী সংহিতা-সম্মত ও অপরটী তন্ত্রোক্ত। উদ্ভিদ-রসে চিকিৎসা সংহিতাসম্মত এবং উদ্ভিদ ও নানারূপ ধাতু দ্বারা চিকিৎসা তন্ত্রোক্ত। ইহাকে রস-চিকিৎসাও বলা যায়। এখন বৈদ্যেরা প্রায় এই প্রণালীতেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

স্বাস্থ্য ধর্ম্মসাধনের উপায়, এই জন্য পূর্ব্বে চিকিৎসা ও ধর্ম্ম ঋষিদিগেরই হস্তে ছিল। তাঁহারা নানা রূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া যান। চিকিৎসা দ্বারা স্বার্থসাধন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল পরোপকারই একমাত্র ব্রত ছিল।

এতদ্দেশে এই বৈদ্যক চিকিৎসা আবহমান কাল প্রচলিত, কিন্তু যে সময়ে হিন্দুরাজত্ব নষ্ট হইয়া যায় তদবধিই ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখন বুঝিতেছি বৈদ্যক চিকিৎসাই আমাদের সর্ব্বাংশে উপযোগী। ইওরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু হইলে কি হয় তাহা এ ভূমিতে তাদৃশ সুফল প্রসব করিতেছে না। এখন সর্ব্বত্রই দেশব্যাপী পীড়ার সংবাদ সর্ব্বদাই শ্রুত হওয়া যায়। ইহার অন্যান্য গূঢ় কারণ যতই থাকুক তন্মধ্যে ইংরাজী চিকিৎসা একটী প্রধান। কারণ, এই চিকিৎসার সর্ব্বাঙ্গীণ নিয়ম রক্ষা আমাদের পক্ষে সহজ নহে। একেত আমরা উষ্ণপ্রধান

দেশে বাস করি, আমাদের আহারের নিয়ম নাই, পরিশ্রমেরও নিয়ম নাই, আমরা পদে পদেই বাধ্য হইয়া শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকি, এরূপ অবস্থায় ইংরাজী ঔষধ আমাদের অনিষ্টকর হয়। আমরা প্রতিনিয়তই দেখি নিম্নশ্রেণীর লোক পীড়িত হইলে সহজে ঔষধ খায় না, অগ্রে অনসনে কিছু দিন থাকে। যদি দেখে পীড়ার উপশম হইল না তখন সে দেশীয় চিকিৎসার সামান্য রূপ আশ্রয় লয় এবং অল্পায়াসে প্রতীকার পায়; কিন্তু দুর্বলতা দুর করিতে তাহার বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না, রোগমুক্তির পরই সে যেন সহজ। সে রৌদ্রে বেড়ায়, বর্ষার জলে কৃষিকার্য্য করে, অথচ তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না; কিন্তু যিনি জ্বরবিরামে অঞ্জলিপরিমাণ কুইনাইন খাইলেন, তাঁহাকে রাজপুত্রের ন্যায় নানারূপ পরিচর্য্যায় থাকিতে হয়। এই পরিচর্য্যার জন্য যত্ন এই নিঃস্ব জাতির কিছুতেই পোষায় না। দুই প্রহরের কঠোর রৌদ্রে আমাদিগকে খাটিতে হয়। আমরা জঠরজ্বালায় শীতোত্তাপ কিছুই বাছি না। সুতরাং ইংরাজী মহানিম্ব প্রকুপিত হইয়া আমাদের অনিষ্ট সাধন করে। আমরা আবার জ্বরভোগ করি।

অবশ্য এস্থলে দোষটী ঔষধের নয় আমাদেরই, কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম নিঃস্ব অবস্থায় নিয়ম রক্ষা করা সহজ নয়, সুতরাং ইংরাজী চিকিৎসা সর্ব্বাংশে উত্তম হইলেও আমাদের উপযোগী হইতেছে না। এক্ষণে দেশীয় চিকিৎসার যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কল্যাণকাম ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কএকটী প্রতিবন্ধক আছে, সেই গুলি নিরাস না করিলে বর্ত্তমানে ইহা দ্বারা সুফল প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা।

প্রথমত, অনেক বৈদ্যই গাছগাছড়া ভালরূপ চিনেন না। এতদ্দেশীয় বণিক ও বেদেরা যাহা বলে বা যাহা দেখায় তাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস করেন। সেই গাছটী শাস্ত্রোক্ত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার শক্তি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই, তজ্জন্য হয়ত আগাছাও ঔষধে ব্যবহার হইয়া তাহার বীর্য্যনাশ করিয়া দেয়। আরও বৈদ্যক শাস্ত্রে এমন কোন কোন বৃক্ষলতার উল্লেখ আছে যাহা কেবল পর্ব্বতেই জন্মে, এতদ্দেশে তাহা সুলভ নহে। সেই গুলি এখন অনেকের অপরিচিত, তাহা চিনিতে হইবে এবং যাহাতে ঔষধের উপযোগী সকল প্রকার গাছ গাছড়া এই ভূমিতে ভালরূপে জন্মে এবং চিকিৎসকেরা তাহা চিনিতে পারে স্থানে স্থানে তাহার উপায় করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্যটী বহু ব্যয়সাধ্য। দেশীয় কৃতবিদ্য ধনী সন্তানেরা মনোযোগী না হইলে ইহা সহজ হইবে না।

দ্বিতীয়ত গ্রন্থপাঠ। এখন মূলগ্রন্থ সংহিতার তাদৃশ আদর নাই। অনেকেই কএক খানি সংগ্রহগ্রন্থ যথাকথঞ্চিৎ কণ্ঠস্থ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু এখন হইতে আর এরূপ চলিবে না। এখন চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমিক উন্নতি হওয়া আবশ্যক। এখন বিভিন্ন জাতির সংসর্গে আমাদের জীবন-প্রণালী বিভিন্ন পথে চালিত হইতেছে, সুতরাং নূতন নূতন রোগেরও সৃষ্টি হইতেছে। এখন সেই মান্ধাতার আমলের চিকিৎসা শাস্ত্র সকল রোগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। যেমন নূতন নূতন রোগ প্রাদুর্ভূত হইতেছে তেমনি নূতন নূতন ঔষধও উদ্ভাবন করিতে হইবে। কিন্তু এখনকার বৈদ্যেরা সেরূপ প্রতিভা-সম্পন্ন কি না সন্দেহ। আমাদের বোধ হয় যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র দক্ষতার সহিত অনুশীলন করিতেছেন তাঁহারাই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন। তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থ সকল

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিতে পারিবেন এবং ইহার দোষ সকল সংশোধন ও নূতন নূতন ঔষধেরও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ হইলে দেশীয় চিকিৎসা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

এখন স্বাধীন ও সুলভ জীবিকার জন্য অনেকেই চেষ্টিত, কিন্তু এইটী যেমন প্রার্থনীয় সেইরূপ স্বাধীন ও সুলভ চিকিৎসাও প্রার্থনীয়। আমরা অনেক আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি নির্জীব দেশীয় চিকিৎসার জীবন সঞ্চার হইলে আমাদের এই মনোরথ সিদ্ধ হইবে। আমাদের দেশ যেমন নিঃস্ব সেইরূপ এই দেশীয় চিকিৎসারও ব্যয় অল্প। এমন কি অনেক গৃহিণীরাও শিশুদিগের সামান্য পীড়ায় সামান্য গাছগাছড়ায় অনেকটা প্রতীকার করিতে পারিবেন। ইহাতে লোকের স্বাস্থ্য থাকিবে। আমাদের যেমন ধাতু এই চিকিৎসা তাহার অনুকূল। আমরা এ দেশীয়, ঔষধও এ দেশীয়, আমরা ইহা পরিত্যাগ করিয়া সমূহ কষ্ট পাইতেছি। আমাদের অর্থনাশ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। সুতরাং যাহাতে দেশীয় চিকিৎসার পুনর্ব্বার উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রকৃত প্রেম।

মনুষ্য-হৃদয়ে প্রেম পাঁচটী বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়; প্রথম, পারিবারিক প্রেম, দ্বিতীয় বান্ধব-প্রেম, তৃতীয় স্বদেশ-প্রেম, চতুর্থ সাধারণ প্রেম, পঞ্চম, ঈশ্বর-প্রেম। যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রেমিক তাঁহারই হৃদয়ে এই সকল প্রকার প্রেম বর্ত্তমান। তিনি পরিবারস্থ সকলকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন এবং সতত তাঁহাদের হিত কামনা করেন। তিনি সতত পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ভক্তি, ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা ও অন্যান্য স্নেহাস্পদ আত্মীয়দিগের প্রতি স্নেহ এবং স্ত্রীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন। তিনি বন্ধুগণকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও স্নেহ করেন এবং নানা উপায়ে তাহাদের উপকার সাধনে রত থাকেন। প্রকৃত প্রেমিক প্রাণের সহিত স্বদেশকে ভাল বাসেন। স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন জন্য, স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য তিনি নিয়ত চেষ্টিত থাকেন। জন্মভূমিকে তিনি জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন এবং জননী-নির্ব্বিশেষে তাহার উপকারার্থ যত্নবান হয়েন। তিনি যে কেবল স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভাল বাসেন তাহা নহে সকল মনুষ্যকে এক ঈশ্বরের পুত্র এবং ভ্রাতা স্বরূপ ভাবিয়া তিনি পৃথিবীর সকল মনুষ্যকে স্নেহ করেন এবং আবশ্যক হইলে ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের স্বদেশীয় স্বজাতীয় লোকের ন্যায় উপকার সাধনে যত্নবান হয়েন। প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রেমী। তিনি তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তিনি সতত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া ঈশ্বরের নিকট অকপট নিদর্শন দেখান। যাহা বিবেক-বিরুদ্ধ, ন্যায় প্রেমের বিরুদ্ধ অতএব ঈশ্বরের অপ্রিয় তিনি কদাপি তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত বিবেক-সম্মত ন্যায়ানুযায়ী মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া, যে কিছু কার্য্য করেন, সে সকলই তাঁহার চরণে প্রীতি-উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

যাঁহার হৃদয় এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেমের সিংহাসন তিনিই যথার্থ প্রেমিক। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ প্রেম বিরাজিত তিনি সুখ, আনন্দ ও শান্তির অধিপতি। তিনি কাহারও

নিকট কোথায়ও সুখ শান্তির ভিখারী হইয়া উপস্থিত হয়েন না। তাঁহার আত্মার সুখ শান্তির প্রস্রবণ সদাই উন্মুক্ত। পৃথিবী যাহাকে কষ্ট ও দুঃখ বলে, পরিবারের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সাধারণের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমার্দ্র ও প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাহা তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় বটে কিন্তু প্রেমোদ্দেশে প্রেমের চরিতার্থতার জন্য তাঁহাকে ঐ সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া সে সকল তাঁহার পক্ষে অনুপম সুখ ও শান্তিদায়ক। প্রেমানুরোধে তাঁহাকে নানা দুঃখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় বটে কিন্তু তাঁহার পক্ষে সে সকল দুঃখবেশধারী সুখ। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রেমরূপ স্পর্শমনি আছে তাহার স্পর্শে তাঁহার সকল দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সুখে পরিণত হয়। যাঁহারা সামান্য প্রেমে উত্তেজিত হইয়া সামান্য প্রেমের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই ক্ষুদ্র প্রেম-কার্য্যের কত সুখ কত বিমলানন্দ। তবে যাঁহার হৃদয়াকাশে সার্ব্বভৌমিক প্রেমের পূর্ণ চন্দ্র সদাই প্রকাশিত, যাঁহার আত্মা প্রেমে প্লাবিত, যিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই-দিকেই তাঁহার প্রেমের সামগ্রী দেখিতে পান, তাঁহার আর সুখের অভাব শান্তির অভাব কোথায়? কোন একটী ক্ষুদ্র বিষয়কে ভাল বাসিয়া আমরা কত অনুপম আনন্দ লাভ করি তবে এরূপ শুদ্ধ পবিত্র উচ্চ প্রেম আমাদিগের হৃদয় অধিকার করিলে আমরা যে মহৎ সুখের অধিকারী হইব, আমাদের চতুর্দ্দিকে যে আনন্দের উৎস শান্তির উৎস উৎসারিত হইতে থাকিবে, তদ্বিষয়ে আর কি সন্দেহ আছে। এই সার্ব্বভৌমিক মহান প্রেম, এই প্রকৃত প্রেম সম্বন্ধেই আমরা বলিতে পারি,

"পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলং।"

এইরূপ প্রেমের সম্বন্ধেই কবি গাহিয়াছেন;—

"উথলায় হৃদয়ে যার
প্রেমের পারাবার
রজনী দিবা,
কিবা ধরণী সসাগরা
নিখিল সুখভরা
স্বরগ কিবা॥"

আর এইরূপ প্রেমকেই আমাদের হৃদয় অধিকার করিবার জন্য আমরা কবির সহিত আহ্বান করিতে পারি;—

"আয় রে হৃদে আয় প্রেম
তোর মতন হেম
কোথায় মেলে?
চির জীবন রাখি ধরে
একটি বার তোরে
দেখিতে পেলে॥"

ঈশ্বরের অনন্তত্ব।

ঈশ্বরকে অনন্ত বলিলে কেবল এই বুঝায় না যে তিনি অনন্ত-কাল-স্থায়ী ও অনন্তদেশ-ব্যাপী এবং অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত করুণা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ-বিশিষ্ট। ঈশ্বরের অনন্তত্বের প্রকৃত অর্থ এই যে ঈশ্বর অনন্ত সংখ্যক গুণ বিশিষ্ট, আর সেই সকল গুণ অনন্ত বা পূর্ণভাবে তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা অন্তবিশিষ্ট অপূর্ণ জীব, ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রভৃতি যে সকল গুণ দিয়াছেন তদ্ব্যতীত আমরা অন্য কোন গুণের কল্পনা করিতে পারি না, সুতরাং সেই সকল গুণের মধ্যে যে গুলি ঈশ্বরের থাকা সম্ভব ও যুক্তি-যুক্ত তদ্ব্যতীত অধিক কোন গুণ আমরা তাঁহাতে আরোপ করি না। কিন্তু আমরা তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য কোন গুণ কল্পনা করিতে

পারি না বলিয়া যে ঈশ্বরের অন্য কোন গুণ নাই, এরূপ হইতে পারে না। যিনি দুই চারিটি অনন্ত গুণের অধিকারী তাঁহাকে প্রকৃত রূপে অনন্ত স্বরূপ বলা যায় না। ঈশ্বর কেবল জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রভৃতি কয়েকটি গুণের অধিকারী নহেন, তিনি জ্ঞান, শক্তি, করুণা এবং আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য অনন্ত সংখ্যক অনন্ত বা পূর্ণগুণের অনন্ত অধিকারী, এই জনাই তিনি প্রকৃত রূপে অনন্ত স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত স্বরূপে বিশ্বাস করিতে গেলে আমরা তাঁহার অনন্ত সংখ্যক পূর্ণ গুণের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। এই সকল অনন্ত সংখ্যক ঐশী গুণের প্রকৃতি আমরা যে কখনই জানিতে পারিব না এমত হইতে পারে না, তাহা আমরা আমাদিগের অনন্ত জীবনে উন্নতি লাভ করিতে করিতে ক্রমে অবশ্যই অবগত হইব।

দেব-গৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

১৪ মাঘ মঙ্গলবার। অদ্য "নববিভাকর" "এডুকেষণ গেজেট" "তত্ত্বকৌমুদী" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করি। এক্ষণে "তত্ত্বকৌমুদী" ও "ধর্ম্মতত্ত্বে" বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে।

"প্রথমে বিবাদ ছিল, বিবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ছিল, বিবাদই ব্রাহ্মধর্ম্ম। !"

১৫ মাঘ বুধবার। অদ্য 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত নূতন প্রকাশিত বাঙ্গলা পুস্তকের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠ করি। তাহারি মধ্যে দেখিলাম আমার প্রণীত একটি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের সংক্ষেপ সমালোচনা আছে। ঐ পুস্তক লর্ড নর্থব্রুকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি উহা ইংরাজিতে তরজমা করাইয়া লয়েন।

১৮ মাঘ শনিবার। অদ্য প্রাতে স্কুল গৃহে যাই। সেখানে শিক্ষক মহাশয়দিগের সঙ্গে ও অ, বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। রামমোহন রায় ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা হয়। অ, বাবু গল্প করিলেন যে তিনি তাঁহার পিতা সবর্ডিনেট জজ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছেন যে হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সদারলণ্ড সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় যে জাহাজে বিলাতে গিয়াছিলেন সেই জাহাজে আমি ছিলাম। রামমোহন রায় জাহাজে দুইটি গরু সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাহেবদের সঙ্গে খানা না খাইয়া তাহাদের দুধ খাইতেন। রামমোহন রায় বিলাতে প্রথম গিয়া সাহেবদিগের সঙ্গে খানা খাইতেন না। পরে নানা কারণে খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থাতে নানা পরোপকারজনক কার্য্য সম্পাদন জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।

১৯ মাঘ রবিবার। অদ্য প্রাতে খাড়োয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদ্য অপরাহ্নে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসায় কথোপকথন সভা হয়। তাহাতে কথোপকথনের পূর্ব্বে তাহার সাহায্য স্বরূপ বাঙ্গালির জাতিত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অধিক বলিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম গতবারের সভায় সাধারণতঃ জাতিত্বের যে সকল উপাদান বিবৃত করি তাহাতে বাঙ্গালি জাতি অতিহীন, দেশ মেলেরিয়া আক্রান্ত শারীরিক প্রকৃতি দুর্ব্বল, মানসিক প্রকৃতি সাহস ও রোক্ ও জেদ্ বিহীন, রাজনৈতিক অবস্থা পরাধীন। আমি ধর্ম্ম বিষয়ে বলিলাম যে আমাদিগের দেশের সাকারবাদিদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে ও ব্রাহ্মেরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছেন। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বলি

লাম যে সমাজ-সংস্কারে হিন্দুভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা হইতেছে না। সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার হিন্দুভাবে করা যাইতে পারে। এমন কি, জাতি-বিভেদ-প্রথা পর্য্যন্ত হিন্দুভাবে সংস্কার করা যাইতে পারে। আচার ব্যবহারের বিষয় বলিবার সময় বলিলাম সকল জাতির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু বাঙ্গালি জাতির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোন মজলিশে যাও নানা প্রকার পোষাক দেখিতে পাইবে। ভাষার বিষয় বলিবার সময় বলিলাম যে বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য কেবল ইংরাজি অনুকরণে পরিপূর্ণ।

সকলের হতাশ হইবার বিষয় কিন্তু হতাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অধ্যবসায় সহকারে উক্ত প্রতিবন্ধক সকল নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্টকে মেলেরিয়ার কারণ দূর করিবার বিষয়ে সর্ব্বদা উত্তেজিত করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ক্রমাগত তাঁহাদিগের পি[illegible] লাগিয়া থাকা কর্ত্তব্য। ইহার প্রতি অবশে[illegible] তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু মনোযোগ নাম মাত্র। এ বিষয়ে ক্রমান্বয়িক আন্দোলন আবশ্যক।

বাঙ্গালির দুর্ব্বলতা নিরাকরণ জন্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ ও ব্যায়ামাগার সংস্থাপন আবশ্যক। তাহাদিগের মানসিক প্রকৃতির উন্নতি সাধন জন্য তাহাদিগকে সাহস অবলম্বন ও অধ্যবসায় অভ্যাস করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখিয়া তথাকার নগরে নগরে আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিষয়ে অবস্থা উন্নতি জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আবশ্যক। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া সকল প্রকার সমাজ সংস্কার করা কর্ত্তব্য। সাহিত্য রচনাতে ক্রমে ক্রমে ইংরাজি অনুকরণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় বলিয়া বাঙ্গালির অতীত জাতীয় গৌরবের ও ভাবী উন্নতির বিষয় বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি। বাঙ্গালীর অতীত জাতীয় গৌরবের বিষয় বলিবার সময় বঙ্গরাজ দেবপাল দেবের দিগ্বিজয়, বঙ্গরাজ কুমার বিজয়সিংহ দ্বারা সিংহল বিজয়, বঙ্গদেশের বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় বাঙ্গালী দিগের সমুদ্রযাত্রা ও তাহাদিগের দ্বারা নানা উপনিবেশ সংস্থাপন ইত্যাদির উল্লেখ করি*।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য-মহাশয়ের
ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

দেখি প্রেমময়ে, আপন হৃদয়ে শান্তি পান মুনিগণ,
ত্যজ মলিনতা, পাপ কুটিলতা, পাবে তাঁর দরশন।

যেবা চায় এক মনে তাঁর দরশন।
দয়াময় তার আশা করেন পূরণ॥
হউক তোমার আত্মা যতই মলিন।
হৃদয় তোমার হোক পাষাণ কঠিন॥
কাতরে তাঁহার তুমি লওহে শরণ।
বল “নাথ দীন হীন আমি অভাজন॥
জান হে অন্তর্যামি! হৃদয় আমার।
কিবা তার মলিনতা, কত পাপ-ভার॥
দিতেছি তোমারে এই হৃদয় সমল।
দয়া করি তুমি তার হর পাপ-মল॥
করে লও এ হৃদয় তোমার আসন।
বিহর তথায় সদা এই আকিঞ্চন”॥
দেখিবে তাঁহার দয়া করুণা অপার।

* এই বক্তৃতার মর্ম্ম ৫১ ব্রাহ্ম সম্বতের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে জাতিত্বের উপাদান' ও বাঙ্গালি জাতি শিরস্ক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

আসিবেন কৃপা করি হৃদয়ে তোমার ॥
তাঁহার পথের তিনি দিবেন সন্ধান।
দিবেন অমৃত প্রেম মুক্তির সোপান ॥
ওহে পাপি! অবসন্ন তোমার হৃদয়।
পিতার নিকটে যেতে করিতেছে ভয়! ॥
ইচ্ছা হয় পলাইতে তাঁ হতে অন্তর।
কিন্তু মহারণ্য কিম্বা পর্ব্বত কন্দর ॥
যেখানেই যাও তিনি তথা বিদ্যমান।
তাঁর রাজ্য ছাড়ি তব নাহি কোন স্থান ॥
হেন মনে হয় তিনি থাকুন অন্তরে।
আছেন ত তিনি তব অন্তর-অন্তরে ॥
অতএব পাপ হ'তে পাইতে নিস্তার।
তাঁহার শরণ বিনা কার লবে আর ॥
কাতরে তাঁহার কাছে করহ ক্রন্দন।
বল "নাথ! এ অধমে করহ তারণ ॥
ভবের আঁধারে বুঝি হইলাম সারা।
বড়ই বিপদ দেখি হয়ে তোমা-হারা ॥
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি! আলোক দেখাও।
অন্ধকার হ'তে তব পথে লয়ে যাও ॥
মিছা মোহে ভুলি যেন নাহি থাকি আর।
তোমার সাধন করি জীবনের সার ॥
তোমারে ছাড়িলে হয় আত্মার মরণ।
দেখা দিয়ে হৃদি কর অমৃত সিঞ্চন ॥
দাও দণ্ড তব দণ্ড করিব বহন।
কিন্তু এ পাপের ভার কর উন্মোচন ॥
কৃপার নয়নে দীন হীনে ফিরে চাও।
নিয়ত তোমারে দেখি হেন চক্ষু দাও" ॥
শরণাগতের যিনি হয়েন বৎসল।
দিবেন তোমারে তবে জ্ঞান ধর্ম্ম-বল ॥
পাপ-ভার হ'তে তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পুণ্যালোকে আত্মা তব হবে জ্যোতিষ্মান্ ॥
শুনিবে বন্ধুর বাণী হৃদয়ে আপন।
হইবে সুমতি তাহা করিতে পালন ॥
ক্রমেতে পাইবে হৃদি তাঁর সহবাস।
দীন জনে কৃপা যাঁর সদাই প্রকাশ ॥
ছাড় মোহ কুমন্ত্রণা কর অনুতাপ।
শ্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ ॥
আসিবে সম্মুখে যবে ভীষণ শমন।
কি হবে তোমার দশা বলহে তখন ॥
করিতে হইবে তবে দারুণ বিলাপ।
"কি হলো কি হলো কেন করিলাম পাপ ॥
কি যাতনা হইতেছে বলা নাহি যায়।
কি হবে আমার গতি যেতেছি কোথায় ॥
ছিল যবে হাতে মম অমূল্য জীবন।
মিছা কাযে আমি তাহে করিনু ক্ষেপণ ॥
সুপথে যাবার কত পাইলাম ক্ষণ।
আপনার দোষে তাহা করিনু হেলন ॥
সৎ উপদেশ কত দিলেন ঈশ্বর।
নাহি শুনিলাম তাহা হইয়া পামর" ॥
মনে নাহি কর নহে নিকট মরণ।
কে জানে সে দিন কবে হবে আগমন ॥
যৌবন সময়ে হেন নাহি কর মনে।
কাটাবে যৌবন শুধু ইন্দ্রিয় সেবনে ॥
করিব স্থবির কালে ধর্ম্মের সাধন।
এরূপ করিলে হবে নিশ্চিৎ পতন ॥
অন্তরে সুরে কভু দিও না প্রশ্রয়।
দেব- ব করিবেক তারা পরাজয় ॥
এই বেলা অতিক্রম কর প্রলোভন।
কুটিল ইচ্ছারে কর এখনি দলন ॥
একবার দেবতার হলে পরাজয়।
রণে ভঙ্গ দেয়া তব উচিত না হয় ॥
দেবেরে করিতে জয়ী কর দৃঢ় পণ।
পুনঃ পুনঃ অসুরের সহ কর রণ ॥

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত।

উপত্যকা ভূমি—ধাতা।

১

বনগিরি দুই পাশে
তার মাজে পথ হাসে
উপত্যকা ভূমি ওই মধুর কেমন
বিশ্বতাপে তাপী যেথা জুড়ায় জীবন।

২

ওই নব দুর্ব্বাদল
করে কিবা ঝল মল
হরিণ হরিণী সাথে চরিয়ে বেড়ায়
পবন সুরঙ্গে মাতি সুরভি ছড়ায়।

৩

নানা জাতি পক্ষীগণ
করি সুধা বরিষণ
গায় সদা কলকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত
শরীরী যেথায় সুখে হয় রোমাঞ্চিত।

৪

নির্ঝরে নির্ম্মল জল
বহে ওই অবিরল
কুল কুল করি সদা স্রোতের মতন
তৃষাতুর জীব যাহে জুড়ায় জীবন।

৫

হিংস্র জন্তু কত শত
রঙ্গ ভঙ্গী নানামত
ফেরে দূরে গিরি পরে গরজি উল্লাসে
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁপয়ে তরাসে।

৬

গরজে গরল মুখে
কাল ফণী গিরি বুকে
কাঁপে যাহে তিন লোক পরমাদ গণি
গরজে গগনে যথে ভীষণ অশনি।

৭

জগতে এমন ঠাঁই
আর কোথা দেখা নাই
হেন শান্তিময় পদ কোথায় আবার
ঘুচে যেথা দুঃখ চিন্তা নিখিল সংসার।

৮

বিষম মায়ার পাখী
হেথায় লুকায়ে থাকি
মহামুগ্ধ স্বরে জীবে করে না বঞ্চিত—
(প্রবঞ্চনা ইন্দ্রজালে হৃদয় ব্যথিত।)

৯

মুছি কলঙ্কের মসি
এ বিজন দেশে বসি
ভাবি সেই পরাৎপরে অখিল রঞ্জন
যিনি নিত্য নিরঞ্জন পুরুষ রতন।

১০

দিব্যচক্ষু দেব ঋষি
ঘুরে সদা দিশি দিশি
নাহি পায় আদি অন্ত দেখে না তোমায়
সকলেতে আছ তুমি সকলি তোমায়।

১১

তুমি পিতা তুমি মাতা
তুমি ভগ্নী তুমি ভ্রাতা
তুমি প্রিয়া সুত সুতা বান্ধবের সার
তুমি সর্ব্ব সকলের তুমি পরাৎপর।

১২

ফুল গিরি তরু বায়
তোমারি মহিমা গায়
অনলে সলিলে দেখি মহিমা তোমার।
তব আজ্ঞাধীন ধাতা জগত সংসার!

১৩

যবে না জন্মিতে আমি
হে ঈশ্বর বিশ্বস্বামী
জননীর পয়োধরে গঠিলে সুধারে
জানিতাম ধাতা কিগো তখন তোমারে?

১৪

তোমারি রচনা বলে
কত কোটি কবি চলে
আদি কবি মহাকবি কবিকুল কবি
তোমার কৃপায় ধাতা মর্ত্তো স্বর্গচ্ছবি!

১৫

না চাহিতে এসংসারে
দিলে সব প্রতি ঘরে
রসাল পনস আদি সুমিষ্ট সকল
সুধাময় করি সবে কে গঠিল বল?

১৬

ধাতা তুমি জ্ঞানময়
স্থাবর জঙ্গম চয়
যা কিছু এবিশ্বে দেখি তোমারি ইচ্ছায়
জ্ঞানময় এসংসার তরাও আমায়।

১৭

পৃথ্বি ব্যোম উপহাসি
যেথা মহা অম্বুরাশি
গরজে তরঙ্গ কলে অশনি মতন
তারো হৃদে আঁকা ধাতা তোমার চরণ।

১৮

যা কিছু জগতে হয়
তব ইচ্ছা বই নয়
পলকে প্রলয়ে তুমি পারগো করিতে
সুখের এধরাতলে রসাতলে দিতে।

১৯

তোমারি আজ্ঞায় আসে
রবি শশী রাহু গ্রাসে
ঘোর তমঃ অমাবস্যা পূর্ণিমা রজনী
সুখ দুঃখ সমাকুল তব এ অবনী।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়, গত আষাঢ় ও ভাদ্র মাসের পত্রিকাতে আপনি যে "ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্র" ও "জাতিবিভেদ" প্রস্তাবদ্বয় লিখিয়াছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন তৎ সমুদয় পাঠ করিয়া আমি দেখিতেছি যে আপনারা উভয়েই ব্রহ্মসূত্রের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। আষাঢ় মাসের পত্রিকায় আপনি ব্রহ্মসূত্রকে সাধনের অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকও তাঁহার ১৬ই আষাঢ়ের পত্রিকাতে স্বীকার করিয়াছেন যে "উপবীতের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ"। তিনি লিখিতেছেন "যাঁহারা উপবীতকে জেতা ও বিজিতদিগের চিহ্ন কিংবা বংশ-মর্য্যাদা-জ্ঞাপক চিহ্ন মাত্র বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মহাভ্রম। উপবীতের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ। প্রথমতঃ ইহা যদি জেতা বিজিতের প্রভেদের অথবা বংশ মর্য্যাদার চিহ্ন হইত তাহা হইলে শিশু জন্ম গ্রহণ মাত্র তাহাকে উপবীত দিবার প্রথা থাকিত। কারণ জন্ম মাত্রেই উক্ত উভয় কারণ তাহাতে ঘটিত। ইহা ধর্ম্ম দীক্ষার সময় দিবার প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়তঃ ষোড়ববর্ষ পর্য্যন্ত উপবীত না হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলিয়া ধর্ম্মযাজনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় কি? তৃতীয়তঃ কতকগুলি এরূপ মহাপাতক আছে যাহাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যায় অর্থাৎ যজন যাজনাদি কার্য্যের অধিকার লোপ হয়। সেই সকল পাতকের প্রায়শ্চিত্ত স্থলে পুনরুপনয়নের বিধি আছে কেন? চতুর্থতঃ উপবীত-পরিত্যাগী ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় কেন? এই সকলের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণ হয় না যে উপবীত একটী বিশেষ ধর্ম্মের অধিকার জ্ঞাপক।" উন্নয়ন ও অবনয়ন সম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক তাহারই পোষকতা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণবংশে যে সকলেই সদ্গুণান্বিত হইবে, এবং অপর বংশে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? কার্য্যে আমরা দেখিতেছি গুণের মর্য্যাদা না হইয়া, হয় ধনের মর্য্যাদা না হয় বংশের মর্য্যাদা হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদকের মতে তাহা সংশোধন করা উচিত। কিন্তু কে করিবে? মনু পরাশর ও বেদ বেদান্তে যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করে সাধ্য কার? আমাদের সহযোগীর যদি সে ক্ষমতা থাকে চেষ্টা করুন। অন্ততঃ তিনি আপনাদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান প্রথার সংস্কার করিতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্মণত্ববিহীন ব্রাহ্মণ আছেন তাহাদিগকে অবনয়ন করুন, যে সকল ব্রাহ্মণত্ব বিশিষ্ট শূদ্রাদি আছেন তাহাদিগকে উন্নয়ন করুন।

এখন দেখা যাইতেছে যদি আপনাদের মধ্যে উন্নয়ন ও অবনয়ন প্রথা প্রচলিত হয় ও ব্রহ্মসাধক মাত্রেই উপবীত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক নিরুত্তর হন। মহাশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আদি সমাজ এই আন্দোলনের মধ্যে এই সকল দেশহিতকর মঙ্গলপ্রদ কার্য্যে কেন অগ্রসর না হন। যখন ব্রহ্মসূত্র সাধনের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপযোগী তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই উপবীত দেওয়া হয় না কেন? ও তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য নবাগত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কোমল হৃদয়ে মুদ্রিত করা হয় না কেন? আদি সমাজ এই সকল শুভ কার্য্যে ব্রতী হইলে কি পূজ্যপাদ আর্য্যকুলঋষিদের আশীর্ব্বাদ

ভাজন হইবেন না। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্ব পুরুষেরা ব্রহ্মসাধনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য জানিতেন, যাঁহারা সিদ্ধ হইবার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইতেন না, যে সকল মহাত্মা উপবীতকে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বল ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর দর্শন শাস্ত্র ও ব্রহ্মসাধকের প্রধান সহায় স্থির করিয়া উপনয়ন ও উপবীত দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন সেই সকল দেবতারা কি এই মহৎ কার্য্যে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন না? উন্নয়ন ও অবনয়ন প্রথা একটী অতি প্রাচীন হিন্দু ব্যবহার। যদি ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তনা হয় তবে আমি আশা করি আদি সমাজ দ্বারাই তাহা হইবে।

এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চারিদিকে "জয় আর্য্য ধর্ম্মের" "জয় আর্য্যধর্ম্মের জয়" আকাশভেদী এই মহান রবে কি প্রত্যেক আর্য্য সন্তানের হৃদয় বিকম্পিত হইবে না। ভারতের যদি কোন স্থায়ী উপকার করিতে হয় উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে স্বদেশীয় প্রথার সংস্কার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময় ঈদৃশ অনুষ্ঠানের বিশেষ উপযোগী। গত অর্দ্ধ শতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বিষাদে হৃদয় পরিপূরিত হয়। তখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার অভ্যুদয়ে আর্য্য সন্তানগণ দিক্‌হারা হইয়া অনবরতই ঘুরিতেছিলেন, হৃদয়ের গভীর অভাবকে মোচন করিতে না পারিয়া, গন্তব্য স্থল নির্ণয় করিতে অপারগ হইয়া, একবার কোমটের একবার মিলের একবার ঈশার পান্থশালায় প্রবেশ করিতেছিলেন ও তাঁহাদের পরিশ্রুত সুরা দুই এক পাত্র পান করিয়া মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ছিলেন। কোন আর্য্য সন্তান দিক্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হোম হোম (Home) বলিয়া ইংলণ্ডের দিকে দৌড়িয়াছিলেন। বলিতে কি, মহাশয়, তখনকার কৃতবিদ্য দলের অধিকাংশই মস্তিষ্ক হারা হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা দিব্য চক্ষে বিলাতকে সভ্যতার প্রস্রবণ, ধর্ম্মের আকর, জ্ঞান প্রেমের পরম সেতু রূপে দর্শন করিতেছিলেন। অনুসন্ধান আলোচনা ও শিক্ষা না করিয়া, প্রাচীন ঋষিকুল ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জগৎকে জানাইতেছিলেন। দুই পাঁচটী পাদরীর প্রমুখাৎ আর্য্যধর্ম্মের ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া আর্য্যধর্ম্মকে মাটি পূজা পৌত্তলিকতা-অজ্ঞানতা শব্দে অভিহিত করিতেছিলেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে আবার মোক্ষমুলার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আর্য্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে সচেষ্ট দেখিয়া কৃতবিদ্যদল ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। এত আশা করিয়া যাঁহাদের মুখপানে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কি না একজন বলিতেছেন—

"Let us try to do what the french call S'orienter to find our East—our true East, and thus to determine our real place in the world; to know, in fact, the port whence man started, the course he has followed and the port towords which he has to steer."

যখন বিলাতী লোক আর্য্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন তখন কৃতবিদ্যগণ একেবারে অবাক্—চিন্তাশক্তি বাক্‌শক্তি রোধ। হায় এই কৃতবিদ্যগণ এখন বিশেষ কৃপাপাত্র। ইহাদের সকল আশা ভরসা অন্তর্হিত হইয়াছে। আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনাস্থা সত্বেও পশ্চিম দেশীয় শ্বেতাঙ্গ গুরুকুলের নির্দ্দেশে ইহাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতে হইবে—ঋগ্বেদকে মানবকুলের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র ইতিহাস রূপে সম্মান করিতে হইবে, আর্য্য দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতে হইবে, চিরপরিত্যক্ত যোগ শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হইবে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভে যত্নবান হইতে হইবে। কৃতবিদ্যগণের এই বিপন্নাবস্থায় আবার কোন কোন শ্বেতাঙ্গ গুরু কানে কানে বলিতেছেন আমিষ ভক্ষণ করিও না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, পুরাকালীন ঋষিকুলের ন্যায় এখনও হিমাচলে ভক্তিভাজন গুরুশ্রেষ্ঠ যোগীগণ যোগ সাধন করিতেছেন তাঁহাদের শরণাপন্ন হও যে মুক্তিলাভ করিবে। কি আশ্চর্য্য শ্বেতাঙ্গ গুরুকুল সেই হিমাদ্রি শিখরবাসী আর্য্য গুরুর নিকট মস্তক অবনত করিতে আরম্ভ করিলেন! এই সকল অসাধারণ ব্যাপার কৃতবিদ্যদের চক্ষে এখন প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁহারা একবারে মনে করেন এ সকল স্বপ্নব্যাপার, মুহূর্ত্ত পরে কে যেন বলিয়া দেয় তোমরা যে জাগ্রত রহিয়াছ, চক্ষু পরিষ্কার করিয়া একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর, দেখ, যাহা স্বপ্ন মনে করিতেছিলে তাহা সত্য দিবাকরের ন্যায় সত্য কি না?

যে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান এককালে ভারতের সমুদায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের কারণ হইয়াছিল তাহা বহুকাল অনাদৃত ও অজ্ঞাত থাকায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কত লীলা করিল। কৃতবিদ্যদল যে সকল পৌরাণিক ঘটনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অগ্নি-পরীক্ষায় কল্পনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ গুরুরা আধ্যাত্মিকতা লাভে সেই সকল অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন—মানবাত্মা যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারে তাহার ভূরি ভূরি

পরিচয় দিতেছেন। জড় পদার্থের উপর মানবাত্মার কি আশ্চর্য্য শক্তি! সামান্য জড় পদার্থ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের বলে কি অসামান্য ঘটনা সংসাধন করিতে পারে. সমুদয় বিশ্ব ভুবনের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ঘটনা বলীর সহিত মানবাত্মার কি সম্বন্ধ, দুই চারিটী শব্দ যোগসিদ্ধ মহাত্মাদের দ্বারা মন্ত্ররূপে প্রদত্ত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যের কি অশেষ কল্যাণকারী হয়, অল্পে অল্পে কৃতবিদ্যদল এই সকলের সমাচার পাইতেছেন। ভারতের অমানিশা বোধ হয় এইবার ফুরাইল। কোমহি মিল্ প্রভৃতি সুরা ব্যবসায়ীরা বোধ হয় নিজ নিজ ব্যবসায় আর চালাইতে পারিলেন না— নাস্তিকতা—আধ্যাত্মিক অজ্ঞানতার বোধ হয় এই পুণ্যভূমির জল বায়ু সহ্য হইল না। মহাশয়, আমি আবার বলিতেছি বর্ত্তমান কাল আর্য্য-ঋষি-প্রবর্ত্তিত সাধন সহায় প্রথানিচয় পুনরুদ্ধারের বিশেষ উপযোগী। এই উপযুক্ত সময়ে উদাসীন থাকিলে আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনাস্থা প্রকাশ করা হয়।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক লিখিয়াছেন "উপবীত যে সমস্ত বিষয়ের স্মারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে উপবীত তাহা স্মরণ করাইয়া দেয় না"——"উপবীত যে এক প্রকার একখানি সর্ব্বদর্শনসার ইহা কোন দ্বিজজাতি অবগত আছেন কিনা সন্দেহ। সহযোগী বলিবেন তাহা সেই দ্বিজেরই দোষ উপবীতের অপরাধ কি? স্বীকার করিলাম, কিন্তু উপবীত দ্বারা যে সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইবার কথা তাহা হওয়া সম্ভবপর কি না? আমরা তাহা বিবেচনা করি না; যেহেতু তাহার সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ফল দ্বারাই দ্রব্যের গুণ পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু উপবীতধারী দ্বিজদিগের জীবনে সে সকল দৃষ্ট হয় না। যদি উপবীত আত্মশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিত, তাহা হইলে দ্বিজ কখন কুপথগামী হইত না, এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইত না"

উপবীতধারী সাধকের মধ্যে যে কেহই উপবীতকে ব্রহ্মসাধনের স্মারক ও সহায় বলিয়া জানেন না তাহা আমি স্বীকার করি না। দ্বিজজাতির মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অনেকে অজ্ঞাত থাকিতে পারেন। তাঁহারা উপবীতকে বংশমর্য্যাদার চিহ্ন স্বরূপ স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু ওঁকারের ন্যায় ব্রহ্মসূত্রকে সাধনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের স্মারক বলিয়া মনন করিলে সাধক যে সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ব্রহ্মসাধকের চিত্ত স্থিরতার নিতান্ত প্রয়োজন। যোগশাস্ত্র চিত্তসংযমের নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। অধুনাতন অনেক সাধককে ওঁকার উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া বা ওঁকারের আকৃতি হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া ব্রহ্মলাভে সমর্থ দেখা যায়। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক বোধ হয় নিজ জীবনে ওঁকারের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। পুরাকালীন আর্য্য ঋষিরা ওঁকার উচ্চারণ করিয়া যাদৃশ কৃতার্থ হইয়াছিলেন এক্ষণকার নিকৃষ্ট সাধকেরা তাহার দ্বারা সেরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না বলিয়া কি তাহা ত্যজ্য? ওঁকার শব্দকে লক্ষ্য করিয়া সাধক যখন ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করেন তখন তাঁহার চিত্ত সহজে সংযত হয়। লক্ষ্যবিহীন হইয়া ওঁকারযুক্ত গায়ত্রী জপ করিলে মানবের যে দুর্গতি কুলচিহ্ন ও মর্য্যাদাজ্ঞাপক রূপে উপবীতকে ধারণ করিলেও সেই দুর্গতি। উপবীতের সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় নাই তত্ত্বকৌমুদীর এ গভীর জ্ঞানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় কি ইহা ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দিব্য চক্ষে দেখিতে ও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইয়াছেন? অনেক উপবীতধারী দ্বিজ কুপথগামী সত্য কিন্তু তাহার কারণ কি। একগাছি উপবীত কেবল আর একজন উপবীতধারী আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেই যে তাহা দ্বারা নবোপনীতের নবজীবন লাভ হইবে ইহা কখন সম্ভব নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রথা সত্ত্বেও অনেক ব্যক্তি অব্রাহ্মোচিত কার্য্য করিয়া থাকেন, সে জন্য কি তাহা কোন কার্য্যকর নহে? চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যকমত বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়া ওঁকারের সহায় গ্রহণ যে কারণে নিষ্প্রয়োজন নয় উপবীত সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ।১

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের নিকট সময়ে সময়ে মফস্বল হইতে অনেকে প্রস্তাব বা কোন বিষয়ের প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন কিন্তু আমরা অনাবশ্যক বুঝিলে তাহা প্রকাশ করি না এবং অনর্থক মাশুল ব্যয় করিয়া তাহা প্রেরকদিগের নিকট প্রতিপ্রেরণও করি না।

শ্রী হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক।

---

১ প্রেরিত প্রস্তাবের মতামত সম্বন্ধে আমরা দায়িক নহি। সং

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭১ সংখ্যা

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বেদান্ত দর্শন।

১ অ, ১ পা, ৪ অধি, ৪ সূ।

৪৬৬ সংখ্যক পত্রিকার ২৮ পৃষ্ঠার পর।

বেদান্তের মোক্ষস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপরতা ও ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধতার প্রতি কর্ম্মীর আপত্তি এই।

(১) "যদাপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তি-বিধি-বিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে।"

যদিও ব্রহ্ম শাস্ত্রসিদ্ধ, তথাপি কেবল এই তাৎপর্য্যে শাস্ত্রসিদ্ধ যে তিনি কেবল প্রতিপত্তি-বিধির বিষয় অর্থাৎ বেদ-বিহিত ক্রিয়ার অঙ্গ। বেদে তিনি সেইরূপেই গৃহীত হইয়াছেন। অতএব বেদান্ত বাক্য সকল তাঁহাকে বিধি-বিরোধী জ্ঞানস্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মা বলিয়া প্রমাণ করে না।

"যথা স্বর্গাদিকামস্য অগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে।"

যেমন স্বর্গাদিকামীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-সাধনের বিধি, সেইরূপ অমৃতত্ব-ভোগ-রূপ মোক্ষকামীর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের বিধি, এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে কর্ম্মী ব্রহ্মজ্ঞানকে একপ্রকার ক্রিয়ারূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর, তাঁহার উল্লেখিত মোক্ষ স্বর্গ-ফল হইতে কিঞ্চিদধিক অলৌকিক ভোগ্য ফল মাত্র। সুতরাং কর্ম্মী কহিতেছেন যে,

"কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ"

কেবল ক্রিয়াবিধির অনুরোধেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন। সেই ক্রিয়াবিধি তাঁহাকে কে-

---

১ পূর্ব্ব পক্ষ। ব্রহ্মক্রিয়ার বিষয়।

বল অলৌকিক ও অদৃষ্ট ভোগ্য ফলস্বরূপে নির্দ্দেশ করে, জ্ঞানস্বরূপে নহে। তোমরা বেদান্ত দ্বারা যেরূপ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, সাক্ষাৎ ও প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রমাণ করিতে চাহ তাহা অসম্ভব। বৈদান্তিক জিজ্ঞাস্য ও ফলকে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ও সাক্ষাৎ মোক্ষরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম ও স্বর্গাদি ভোগ্য ফলের যে ভেদ স্থাপন করিতে চাহ তাহাও সম্ভব নহে। কেননা শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন আর কিছু নাই। যাগ যজ্ঞ ব্রত অনসন প্রভৃতিও কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তি ও মোক্ষসাধনও কর্ম্মকাণ্ড। তোমরা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছ তাহা মানসিক ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়ানুপ্রবেশ ব্যতীত জ্ঞান পুরুষার্থসাধক নহে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ"

পরমাত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক; "আত্মানমেবপ্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক; "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এই সমস্ত প্রকার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, উপাসনা, তপস্যা, ব্রহ্মজ্ঞান মানসিক ক্রিয়ামাত্র। যথা পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থে আচার্য্যসন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। তথা শান্ত শমান্বিতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। প্রথমে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, পরে ব্রহ্ম-স্বরূপের শ্রবণ, পরে মনন এবং পশ্চাৎ নিদিধ্যাসন করিবেক। এ সমস্ত ক্রমবিহিত ক্রিয়ামাত্র। এতাবতা বেদান্ত বাক্য সকল বিধিকাণ্ডের অন্তর্গত হইল। এই সকল বিধি অনুসারে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত অদৃষ্ট-ফল-স্বরূপ মুক্তি হয়।

(২) কর্ম্মীর আর এক আপত্তি এই যে

"কর্ত্তব্যবিধ্যনন্থপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ বেদান্তবাক্যানামনর্থক্যমেব স্যাৎ।"

যদি বেদান্ত বাক্য সকলকে ক্রিয়াসাধনপর বিধিবাক্যের অন্তর্গত না বল তবে তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম শব্দটি একটি কেবল নিষ্কল বস্তুজ্ঞাপক শব্দমাত্র হইবে। তাদৃশ বস্তুমাত্র কথনে কোন হেয়োপাদেয় না থাকায় বেদান্তবাক্য সকলের কোন অর্থই থাকিবে না। সেরূপ বস্তুমাত্রের শ্রবণ মনন বা জ্ঞানে কোন ফল নাই। তৎশ্রবণে সংসার-ভয় নিবারণ হয় এই যে এক উক্তি তাহা ভ্রম। কেননা ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই পূর্ব্ববৎ সুখ দুঃখাদি সংসার-ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রূপ যে কর্ম্মাঙ্গ বিধি ব্রহ্মকে তাহারি বিষয়রূপে শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ বলা উচিত।

উপরি উক্ত আপত্তি সমূহের উত্তর এই,

(৩) "কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যাৎ।"

কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা উভয়ের ফলের প্রভেদ আছে। এজন্য উক্ত আপত্তি সমূহ অমূলক। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞ দেবোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রহণ করিবে তাহারই ফল শরীর ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা ভোগ্য। ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফলে দক্ষিণ মার্গে স্থিত পিতৃস্বর্গেই গতি হউক এবং যজ্ঞ ও উপাসনার ফলে উত্তর মার্গে স্থিত দেবস্বর্গে বা অমৃতাখ্য ব্রহ্মলোকেই গতি হউক কোথাও অক্ষয় ও অনন্ত সুখের প্রত্যাশা নাই। সেই সমস্ত লোক প্রাকৃতিক উপাদানে বিরচিত। তথায় যে সমস্ত প্রকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতিরই পরিণাম। পার্থিব সুখ

২ পূর্ব্ব পক্ষ। ব্রহ্ম নিষ্ফল বস্তু মাত্র।

৩ উত্তরপক্ষ। ক্রিয়ার ফল ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে ভেদ আছে।

প্রকৃতির নিকৃষ্ট পরিণাম,আর স্বর্গসুখ উৎকৃষ্ট পরিণাম এই প্রভেদ। এমন কি, ব্রহ্মলোকের ভোগ্য যে অণিমা লঘিমা মহিমা প্রভৃতি সূক্ষ্মতম ঐশ্বর্য্য তাহাও প্রকৃতির অত্যন্ত বিশুদ্ধ পরিণাম-বিশেষ। এই সমস্ত সুখের যে ভোগ-কর্তৃত্ব তাহাও প্রকৃতির পরিণাম। শরীর, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, বুদ্ধি স্থূল সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা যে কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম ঐ সকল সুখ তাহারই ফল। জীব তাহা শরীর ইন্দ্রিয় বাক্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারাই ভোগ করিয়া থাকেন। স্বর্গলোকে সে সমস্ত শরীরাদির অভাব হয় না। জীবের স্থূল শরীর, এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন বুদ্ধির সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর এ সমস্তই প্রকৃতির পরিণাম। সুতরাং স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে প্রকৃতিই উপাদান। ভোগকরণ, ভোগায়তন, ভোগস্থান এবং ভোগোপকরণ সমস্তই প্রাকৃতিক। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তনীয়া ক্ষয়শীলা ও চঞ্চলা। সে জন্য ভোগকরণরূপ ইন্দ্রিয় মনাদি,ভোগায়তনরূপ শরীর, ভোগস্থানরূপ স্বর্গাদি এবং ভোগোপকরণরূপ স্বর্গীয় সুখাদি এ সমস্তই অনিত্য। অধর্ম্ম জন্য যে দুঃখাদি-ভোগ তাহাও ঐরূপ প্রাকৃতিক ব্যাপার।

"শারীরং, বাচিকং মানসঞ্চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং, যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রিতা।"

শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ যে শারীরিক, বাচনিক, ও মানসিক ধর্ম্মকর্ম্ম তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা ধর্ম্মমীমাংসায় সূত্রিত হইয়াছে। "অধর্ম্মোপি হিংসাদিঃ" উক্ত বিচার-শাস্ত্রে হিংসাদি অধর্ম্মও পরিত্যজ্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

"তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োরর্থানর্থয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিরেবোপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে। মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনুশ্রূয়তে।"

সেই অর্থ-অনর্থ-রূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল সুখ দুঃখ। তাহা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্বত্রে বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগ বশতঃ শরীর বাক্য মন দ্বারা উপভোগ হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধ। শ্রুতি আছে—

"সএকোমানুষ আনন্দঃ" (তৈঃ ব্রঃ বঃ ৮।২)

এই মর্ত্ত্যপুরী একগুণ আনন্দ-স্থান। স্বর্গাদিতে তাহারই গুণাধিক্য। মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেহীদিগের সুখের তারতম্য শ্রুত আছে। ব্রহ্মলোকবাসী হইলেও শরীর-বীজের ধ্বংস হয় না। অনাদি কামকর্ম্মলক্ষণা প্রকৃতি বা মায়াই শরীর-বীজ বা কারণ-দেহ। মন প্রধান সূক্ষ্ম-দেহ সেই বীজের গর্ভাঙ্কুর। স্থূল দেহ তাহার ব্যক্ত পরিণাম। কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই ত্রিবিধ দেহের অভিমান নিবৃত্ত হইতে পারে। নতুবা, তদভিমান সত্ত্বে কামনা, বাসনা, সুখ, দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। তৎসত্ত্বে মোক্ষরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ সম্ভবে না। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসার বিচারিত ও ব্যবস্থাপিত কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগ তাহার বিপরীত। তাহাতে শরীর, বাক্য, মন ও স্বর্গাদি লোকের প্রাদুর্ভাব। তৎসমস্ত অক্ষয়ও নহে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের ফল এক ধাতুর নহে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে যে

"নহবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি"

যিনি শরীর-বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, বা কারণ কোনরূপ শরীরের সহিত যিনি বর্ত্তমান তাঁহার ইহ বা পরলোকে কোথাও প্রিয় বা অপ্রিয়-ভোগের নিবৃত্তি হয় না। কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপিত ফল ও গতি এইরূপ প্রিয়াপ্রিয়-সম্বন্ধ-যুক্ত। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য, ফল, পরমগতি, পরমলোকস্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অশরীরী। সর্ব্বপ্রকার দেহসম্বন্ধ-শূন্য হইলেই জীবের সেই মোক্ষরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। সেই ব্রহ্মরূপ মোক্ষ

রাজে। ব্রহ্মের ন্যায় জীবের বিদেহ ভাব উদিত হয়। তদবস্থায় শরীর-নিবন্ধন প্রিয় বা অপ্রিয় তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি নিস্ত-রঙ্গ অশরীরী ব্রহ্মকে লাভ করেন। সেই ব্রহ্ম শরীরের ধর্ম্ম প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃশ্য নহেন।

"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"

অশরীর হইলে আর প্রিয়, অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। এতাদৃশ অশরীররূপ মোক্ষ বা অশরীরী ব্রহ্ম লাভার্থে শরীর দ্বারা ভোগ্য স্বর্গাদি-ফল-প্রদ ধর্ম্মক্রিয়ার সাধন অপে-ক্ষিত নহে। তাদৃশ কোন প্রকার ক্রিয়ার ফলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এমন মনে করাও কর্ত্তব্য নহে। কেন না ক্রিয়া সমস্তই বিধির অ-ধীন। তাহাতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তাহা বন্ধন মাত্র। যাহা বন্ধন, যাহা দাসত্ব তাহা কখন মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মপদ হইতে পারে না। যাহা বেদ, যাগ, পুরোহিত এবং অলৌকিক ফল হইতে মুক্ত এবং কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপ তাহাই মুক্তি। তাহাকে যদি কর্ম্মদ্বারা সাধ্য পদার্থ বল, তবে শরীর ইন্দ্রিয় মনাদির আবির্ভাব ও প্রিয়াপ্রিয়সম্ভোগ নিরস্ত হইবে না। নিরস্ত না হইলেই মোক্ষ অ-ন্যান্য ভোগের ন্যায় ক্ষয়শীল হইবে। কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মোক্ষ অক্ষয়। শ্রুতি

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মৎকৃতাকৃতা-দন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।"

মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ ব্রহ্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কার্য্য-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি হইতে পৃথক এবং কালত্রয়ের অতীত। তিনি কেবল মাত্র জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা।

* এই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা এবং মোক্ষ রূপ অশরীরত্ব বিকার্য্য, সম্পাদ্য বা সংস্কার্য্য নহেন। সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত সত্ত্বাদি গুণ সকল যে প্রকার পরিণামী অথচ নিত্য, অর্থাৎ পরি-ণত ও বিকৃত হইলেও সে গুণ-সকলের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। পরমাত্মা ও মোক্ষ সেরূপ বিকারী-নিত্য নহেন। কিন্তু অপরিণামী কূটস্থ-নিত্য, ব্যোমবৎ-সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, জ্যোতিঃস্বভাব পরমাত্মা স্বয়ম্প্রকাশ এবং আত্মা বা মোক্ষরূপে সকলেরই অন্তরে স্থিতি করেন। সুতরাং আত্মদৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য, কোন সাধন, বা কোন প্রকার উপাসনা দ্বারা তিনি আহার্য্য উৎপাদ্য বা সম্পাদ্য নহেন। যাহা অলৌকিক তাহাই সাধনা দ্বারা সম্পাদ্য হইতে পারে, কিন্তু যাহা স্বপ্রকাশ প্রসিদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তাহা কখনও সম্পাদ্য বা কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। যাহারা ব্রহ্মাত্মভাবরূপ মোক্ষের মর্ম্ম না বুঝিয়া মোক্ষকে জন্য, বিকার্য্য বা স্বর্গীয় সম্পৎরূপ বলিয়া ভাবে তাহারাই তাহাকে কায়িক বাচিক বা মানসিক কার্য্যের ফল বলে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইবে। হোম, যাগ, তপস্যা প্রভৃতি কোন ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। বরং সে সমস্ত মোক্ষের প্রতি-বন্ধক। এই সমস্ত প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু। ব্রহ্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন অনন্তলোকজয়ের ন্যায় কোন ফল নহে। ইহা জীবাত্মা, মন, বা আদিত্যকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টির ন্যায় কোন মিথ্যা অধ্যস্ত, কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞান নহে। ইহা বায়ু বা প্রাণকে আয়ত্ত করার ন্যায় কোন যোগফল নহে। ইহা যজ্ঞেতে আজ্যাবেক্ষণের ন্যায় কোন ক্রিয়াঙ্গ নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জীবের হৃদয়ে ইহা সদা বর্ত্তমান। বহির্ব্বিষয় হইতে চিত্ত ব্যাবৃত্ত হইলেই উহার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা কোনরূপ সম্পাদ্য জ্ঞান নহে। ইহা সংস্কার্য্যও নহে। কোন

* জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ও মোক্ষ সংস্কার্য্য নহে।

স্নানাচমনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি হয় না। কোনরূপ উপবাসাদি ব্রত দ্বারা, বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা, বহু প্রবচন, বহু শ্রুতি, বহু দর্শন ও মেধা দ্বারা আত্মা বা পরমাত্মার অথবা পরমাত্মস্বরূপ মোক্ষের সংস্কার সম্ভবে না। অবিদ্যা-কল্পিত স্থূল সূক্ষ্ম দেহই স্নানাদি দ্বারা সংস্কৃত, চিকিৎসা দ্বারা রোগোন্মুক্ত, ক্রিয়া দ্বারা পবিত্র, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মার্জ্জিতবুদ্ধি হইতে পারে। তাহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী জীবেরই আমি পবিত্র, আমি অরোগ, আমি জ্ঞানী বলিয়া অভিমান জন্মিতে পারে। সেই দেহাভিমানী জীবই আমি ফলভোগী বলিয়া অভিমান করেন। প্রত্যুত তাদৃশ জীবেরই ধর্ম্মক্রিয়ার ও বুদ্ধিক্রিয়ার ফলভোগ হইয়া থাকে।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ"

শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বিশিষ্ট যে সংসারী জীবাত্মা তিনিই ভোক্তা, মনীষিরা এই প্রকার বলেন। কিন্তু সেই জীবাত্মার সখা ও অন্তরাত্মা স্বরূপ, মোক্ষের একমাত্র নিকেতন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম জ্যোতির আশ্রয়, পরমাত্মা সে সব কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন।

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে কেবল জীবাত্মাই স্বকৃত অনুষ্ঠানের ফলভোগ করেন, পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, তিনি সাক্ষীমাত্র।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

পরমাত্মা একমাত্র সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা রূপে বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, জ্ঞানস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, অসঙ্গ এবং সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ-রহিত।

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং"

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। "ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ" এই ব্রহ্মভাব লাভের নামই মোক্ষ। এই মোক্ষ এত নির্ম্মল যে কোন রূপ গুণাধান ও দোষাপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং পরমাত্মা, মোক্ষ, বা ব্রহ্মজ্ঞান সংস্কার্য্য নহেন। স্নান, আচমন, ব্রত, অনসন, জ্ঞান বৃদ্ধির আলোচনা, উপাসনা, প্রভৃতি কোন রূপ বাহ্য বা মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার কোনটির সংস্কার করা যায় না।

জ্ঞান কোন ক্রিয়া নহে। এবং ব্রহ্ম সে ক্রিয়ারও বিষয় নহেন।

"নচ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশোব্রহ্মণঃ"।

জ্ঞানকে যদি একপ্রকার ক্রিয়া বল এবং তদনুসারে যদি ব্রহ্মকে সেই ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অর্থাৎ ফলস্বরূপ বল তাহাও যুক্ত হয় না। কেননা শ্রুতিতে আছে

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"।

তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম রূপে কার্য্যানুপ্রবেশ তাঁহাতে সম্ভবে না।

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ"

যাঁহার দ্বারা সকল পদার্থ প্রকাশ পায় তাঁহাকে কে প্রকাশ করিতে পারে। সূর্য্যকে দীপপ্রভা কখনই প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মতে জ্ঞানের কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি উপাসনা রূপ কোন ক্রিয়ারও কর্ম্মপদ নহেন। কেননা তিনি অতি মহৎ এবং স্বয়ম্প্রকাশ। উপাসনা তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে?

"যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

যিনি বাক্যের রচনীয় নহেন, কিন্তু বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয় তাঁহাকেই তুমি

ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে উপাধিভেদে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনা ও যম নিয়মাদি কেবল অবিদ্যাকল্পিত ভেদ, মিথ্যা জ্ঞান, অভিমান, এবং আলস্য প্রভৃতির নিবৃত্তি করে, চিত্তশুদ্ধি করিয়া দেয়, এবং সংসারার্ণবমধ্যে জীবন-তরনীর মনোরূপ কর্ণকে ব্রহ্মরূপ কূলের দিকে অভিমুখী করে; কিন্তু সে সমস্ত ব্রহ্মকে বিষয় রূপে প্রতিপন্ন করে না। তিনি সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনাদি ক্রিয়ার অবিষয় স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ, এবং "একাত্মপ্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"।

যাঁহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানা যায় না তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। এতাবতা ব্রহ্ম কোন জ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপ পরমবস্তু-তন্ত্রমাত্র।

ক্রমশঃ।

অনন্ত জীবন।

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে!
এ আমার গান গুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চির দিন,
পুরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন!

তা' বোলে নয়নে কেন ওঠে অশ্রু জল—
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ ব'সে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্‌নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ!

একবার ভেবে দেখ্—ভেবে দেখ্ মন,
পৃথিবীতে পাখী কেন গায়;
জাগিয়া দেখে সে চেয়ে প্রভাত কিরণ
আকাশেতে উথলিয়া যায়;
অমনি নয়নে ফোটে আনন্দের আলো,
কণ্ঠ তুলি মনের উচ্ছ্বাসে
সঙ্গীত নির্ঝর স্রোতে ঢেলে দেয় প্রাণ—
ঢেলে দেয় অনন্ত আকাশে!
কনক মেঘেতে যেন খেলাবার তরে
গান গুলি ছুটে বাহু তুলি,
প্রিয়তমা পাশে বসি,—বুকের কাছেতে
ঘেঁসে আসে ছোট ছানা গুলি!
কাল গান ফুরাইবে, তা'বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত!
আজ যবে জ্বলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুম কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর!
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,
নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরাণেতে প্রেম জাগিয়াছে!

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন্ মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ!
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বল' রাখিবে তাহা মনে;

তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে ?
যা হবে, তা হবে মোর, কিসের ভাবনা !
রাখি শুধু মুহূর্ত্তের আশ,
আনন্দ-সাগরে সেই হইয়া একটি ঢেউ
মুহূর্ত্তেই পাইব বিনাশ !
প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতি দিন ঝ'রে প'ড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্ত্তে ফুরায় !
প্রতি দিন কত শত পাখী গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায় !
ভেসে যায় শত ফুল ভেসে যায় বাস
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ !
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সঙ্গীতের প্রাণে !
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এই খানে।
তোরি মত রহিবে সে পূরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে উষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস !
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখী,
একেকটি সঙ্গীতের কণা,
তা' বলিয়া—যত দিন রবি শশি আছে
জগতের গান ফুরাবে না !
তবে আর কিসের ভাবনা !
গা'রে গান প্রভাত-কিরণে !
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে বোসে শোনে !

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না !
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায় !
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ !
মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না ত কোথায় তা যায় !
আকাশের সাগর সীমায় !
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীত রাজ্য হতেছে সৃজন !
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন !
আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ !
করিব গানের মাঝে বাস
লইব রে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস !

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না !
প্রাণপণে ভালবাসা করে সমর্পণ,
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয় !
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ !
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন !

কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
স্নেহ মাখা নত দুনয়ান ;
দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
কত কি যে দেখেছিনু হয়ত সে সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি !

তা' বলে নাহি কি তাহা মনে ?
ছবি গুলি মেশেনি জীবনে ?
মৃত্তিকার কণা তা'রা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর !
হয়ত অনেক দিন, দেখেছিনু ছবি এক
দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে !
হয়ত অনেক দিন শুনেছিনু পাখী এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি !
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা' কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা !

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জল রাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি !
সূর্য্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে !
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে !
পৃথ্বি হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহা সাগর উদ্দেশে ;
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে !
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় কোরে
কেনরে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান !
গান গা' পাখীর মত, ফোটরে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আর তোর গান গুলি !
মিশিবি সে সিন্ধু জলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে রবি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান !

[রবীন্দ্রনাথ?]

বিবাহ।

প্রজাপতি পরমেশ্বরই পবিত্র উদ্বাহ-সম্বন্ধের যোজয়িতা। তিনিই এই শুভ কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। তিনিই এই কল্যাণপ্রদ নিয়মের অদ্বিতীয় নিয়ন্তা না হইলে, সুরম্য সংসার-রাজ্য শ্মশান-সম নিরানন্দময়, মরু-ভুমি-সদৃশ নীরস ও কঠোর শুষ্ক ক্ষেত্র হইয়া থাকিত। তিনি মনুষ্য-সমাজের মধ্যে সুখ-শান্তি ও আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য——তিনি জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া সংসারকে পুণ্য-ভূমি——ধর্ম্ম-ক্ষেত্র করিয়া তুলিবার নিমিত্তই এই পবিত্র নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রজা-স্রোত পরি-বর্দ্ধন হওয়া যেমন সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরমে-শ্বরের উদ্দেশ্য, তেমনি উদ্বাহ-পদ্ধতি সেই ঐশ্বরিক ইচ্ছা পরিপূরন পক্ষে বলবৎ উপায়। যদ্দ্বারা বিশ্বস্রষ্টার মহান্ লক্ষ্য সুসম্পাদিত হয়, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাঁহার কল্যাণতর অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হয়, তাহাই যে মঙ্গলকর ব্যাপার, তাহাই যে পবিত্রতর কার্য্য, তাহার আর সংশয় কি? সেই জন্যই পৃথিবীর সকল দেশে—সকল মনুষ্য-সমাজেই এই কল্যাণকর পদ্ধতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে যে জাতি জ্ঞান-ধর্ম্মে যত উন্নত, তাঁহারদের মধ্যে সেই পদ্ধতিটী ধর্ম্মের সহিত, ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ততই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। যে জাতির

মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব যত অল্প, সে জাতির মধ্যে এই উদ্বাহ-ক্রিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা বৈষয়িক ব্যাপারের সঙ্গে ততই সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারদের বৈষয়িক ভাব অতিমাত্র প্রবল, অথচ ধর্ম্মের সঙ্গেও কথঞ্চিৎ যোগ আছে, তাঁহারা এই কল্যাণকর শুভ কার্য্যটী দুয়েরই সহযোগে সুনিষ্পাদন করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ চির দিনই ধর্ম্ম-ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর্য্য-জাতি চিরকালই ধর্ম্ম-প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত। সেই কারণেই হিন্দু-সমাজ মধ্যে যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বিষয়-সম্পর্ক কিছুই নাই। তাহা সম্পূর্ণ-রূপেই ধর্ম্ম-প্রধান। ধর্ম্ম ঈশ্বরই বর-কন্যার পরিণয়-বন্ধনের একমাত্র শঙ্কু স্বরূপ। প্রজাপতি পরমেশ্বরই এই পবিত্র কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। ধর্ম্ম ঈশ্বরই এই মাঙ্গলিক ক্রিয়ার একমাত্র সাক্ষী; সেই কারণেই আর্য্য-পুত্র-কন্যা একবার উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে,আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত হইতে পারেন না। সেই জন্যই আমৃত্যু তাঁহারদিগকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়; কেহই কাহারও দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে পারেন না।

প্রজাপতি পরমেশ্বর পবিত্র উদ্বাহ-ক্রিয়ার একমাত্র প্রবর্ত্তক না হইলে, ইহা কোন রূপেই সভ্য-অসভ্য, জ্ঞানী-অজ্ঞান প্রভৃতি জন-সাধারণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইত না। তিনি এই কল্যাণকর কার্য্যের নিয়ামক না হইলে, কদাচ অদৃষ্টপূর্ব্ব অজ্ঞাত-কুল-শীল নর-নারী উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পর এক-প্রাণ এক-মন এক-আত্মা হইয়া আমৃত্যু সংসারের কল্যাণ-সাধন, জ্ঞান-ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সম্পাদন করিতে পারিত না। তিনি তাহারদিগের পবিত্র প্রেমের প্রেরয়িতা না হইলে, কদাচ তাহারা পরস্পর দুঃখে দুঃখী ও সুখে সন্তুষ্ট হইত না। পরস্পরের হিত-কল্যাণ-সাধন জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিতেও সমর্থ ও সাহসী হইতে পারিত না। ঈশ্বর-অভিপ্রেত উদ্বাহ-ক্রিয়ায় যেমন পবিত্র প্রেমের অভিনয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন আর কুত্রাপি কোন কার্য্যেই পরিদৃষ্ট হয় না। নর-নারী পরস্পর পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন করিবে, ঈশ্বরের সংসার-রাজ্যকে সুখের আলয়, শান্তির নিকেতন করিয়া তুলিবে, পরস্পরের সাহায্য-আনুকুল্যে নর-নারী আপন আপন স্বভাব-প্রকৃতির, জ্ঞান-ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্রমে পরলোক দিব্যলোকের উপযুক্ত হইবে, ইহাই সেই পূর্ণমঙ্গল প্রজাপতি পরমেশ্বরের একমাত্র লক্ষ্য। ইহারই জন্য আর্য্য-জাতি-মধ্যে পত্নী সহধর্ম্মিণী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কারণেই গৃহী ব্যক্তিকে এক দিনও সহধর্ম্মিণী-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা পবিত্র-প্রেম-সদ্ভাব ও জ্ঞান-ধর্ম্ম-উন্নতি-সংসাধক উদ্বাহ-ক্রিয়াকে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধক এবং পার্থিব সুখ-সচ্ছন্দতা-সম্পাদক জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত পরমপবিত্র পরিণয়-কার্য্যের যে মর্ম্ম-ভেদে নিতান্ত অসমর্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহারদিগের দ্বারাই এই পবিত্র উদ্বাহ-ক্রিয়ার অপব্যবহার হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা ইহার গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য এবং ইহার সাত্বিক ও পারত্রিক ভাব বিনষ্ট করিয়া ইহাকে নিতান্ত পার্থিব ও একান্ত পশু-ভাবে পরিণত করিয়া ফেলেন। তাঁহারাই নর-নারীকে পরস্পরের ক্রীড়ার সামগ্রী, বিলাসের উপকরণ, ইতর আমোদ-প্রমোদের উপাদান করিয়া লইয়া আপনারা মহত্তর কল্যাণতর কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ

হওত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং জন-সমাজে অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক লোকের অসদ্ভাব ও অবৈধ বিলাস-ইচ্ছা উ-দ্দীপ্ত করিয়া দিয়া প্রভূত অকল্যাণ ও অশান্তি সাধন করিয়া থাকেন। তাহারদের মধ্যেই পতিপত্নী, পরস্পরের পশু-ভাব ও ইতর-আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির অনুপযোগী হই-লেই পরিত্যজ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-প্রিয় আর্য্য-সমাজের উদ্বাহ-ব্যাপারে যাহাতে এই ঘৃণিত পশু-ভাব ও ইতর আমোদ প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য-প্রকৃতি ইহার নিতান্ত বিপরীত উপকরণে সংগঠিত বলি-য়াই পুনঃ পুনঃ সমাজ-বিপ্লব ও রাজ-বি-প্লবেও অদ্যাপি আর্য্য-নর-নারী সম্পূর্ণ-রূপে স্বভাব-ভ্রষ্ট হন নাই। আর্য্য-নারীদিগের ধর্ম্মের প্রতি, ঈশ্বর-পরকালের প্রতি চির-দিনই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বলিয়াই আর্য্য-সমাজে পতি-পূজা পতি-মর্য্যাদার এত সমাদর——সতী-ত্বের উপরে এত অসদৃশ, অনুপমেয় যত্ন-অনুরাগ, এত প্রাণগত অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সতীত্ব রক্ষার জন্য আর্য্য-নারীদিগের আত্মহত্যা যেরূপ কঠোরতম দুঃসহ কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা, পতির জন্য জ্বলন্ত অনলে অম্লান-বদনে আত্ম-বিসর্জ্জন করা প্রভৃতির যেমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়, এমন আর ভারতবর্ষ ভিন্ন কুত্রাপি দেখা যায় না।

নর-নারীর প্রকৃতি, প্রজা-বর্দ্ধন জন্য এমনই সমুৎসুক যে, ধর্ম্ম দ্বারা তাহা নিয়-মিত করিতে না পারিলে, তাহারা বৈধাবৈধ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পরস্পর সম্মিলিত ও সং-যুক্ত হইবার জন্য আপনা হইতেই ধাবিত হয়। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সমাজ-পতি আর্য্য-ঋষিগণ অতি পুরাকাল হইতেই সেই সকল অবশ্যম্ভাবী স্বেচ্ছাচারিতা, ইন্দ্রিয়-চপলতাদি-জনিত সা-মাজিক অনিষ্টপাত নিবারণ জন্য সময়ে সময়ে অনেক প্রকার সদুপায় অবলম্বন ক-রিয়া গিয়াছেন। যাহাতে জন-সমাজ মধ্যে উদ্বাহ উপলক্ষে কোন রূপ অপবিত্রতা প্র-বেশ করিতে না পারে, যাহাতে নীচ ভাব, নীচ কার্য্য-সকল কোন-ক্রমেই গৃহ পরিবার মধ্যে প্রশ্রয় না পায়, যাহাতে বিবাহ উপ-লক্ষে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৌ-র্ব্বল্য উপস্থিত না হয়, এবং সাংঘাতিক সংক্রামক পীড়া সকল পরিণয়-সূত্রে পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বংশ-পরম্পরা-ক্রমে প্রবাহিত হওত বংশ-উচ্ছেদ করিতে না পারে ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে রোগ-শোক, দুঃখ-দরিদ্রতা প্রবেশ করত জন-সমাজ অব-সন্ন হইয়া না যায়, তাঁহারা তাহার প্রতি-বিধান জন্য বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-বিষয়ে যেরূপ অসদৃশ সুনিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দে-খিতে গেলে, সেই পূজ্যপাদ আর্য্য-ঋষি-দিগের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব-জ্ঞানের জাজ্বল্যতর নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি রোগ বর্ত্ত-মান আছে, যে মনুষ্য তদ্দ্বারা একবার আ-ক্রান্ত হইলে, তাহার মৃত্যুতেও সেই রোগের অনিষ্টকর বীজ বিনষ্ট হয় না। তাহা পুরু-ষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া স্বাস্থ্য-নাশ করিতে থাকে। কি ভূমণ্ডলের প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান, কি অধুনাতন সভ্য-জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্র, উভয়েই একবাক্যে তাহার যাথার্থ্য ঘোষণা করিতেছে। বর-কন্যা-নির্ব্বাচন বি-ষয়ে সেই জন্যই আর্য্য-ঋষিগণ রোগ ও দৌর্ব্বল্য সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ-বিষয়ে নিম্নলিখিত যে কতকগুলি সার-গর্ভ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। যথা; "এক-গোত্রা এক-প্রবরা কন্যা অবিবাহ্য।" "পাত্র অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ বর্ণ শ্রেষ্ঠ রাশি ও শ্রেষ্ঠ গণ-বিশিষ্টা কন্যার সহিত বিবাহ দিবেক না।" "যে স্ত্রী মাতার সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত না হয় ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত স-গোত্রা না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা স-পিণ্ডা না হয় এবং পিতৃষস্রাদি-সন্ততি-সম্ভূতা না হয়, এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিবাহের যোগ্য জানিবে।" "ধন-ধান্য-প্রভৃতি দ্বারা অতি সমৃদ্ধ বংশ হইলেও বিবাহ-বিষয়ে এই বক্ষ্যমান দশ কুল পরিত্যাগ করিতে হ-ইবে।" "ধর্ম্ম-সংস্কার ও ধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত, কেবল কন্যামাত্রের জনক বহুরোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র, অথবা বিবিধ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এই সকল প্রত্যক্ষ দোষে দূষিত দশ কুলে বিবাহ করিবে না। ইহাতে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানও তত্তৎরোগে আক্রান্ত হয়।"

"সগোত্রা একপ্রবরা কন্যা অবিবাহ্য।" অর্থাৎ সগোত্রে, এক-প্রবরে আদান-প্রদান হইতে গেলে, পাছে একবিধ রক্ত-সংস্রব-জনিত শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় অথবা কোন বংশগত ব্যাধি বা কোনরূপ দোষ-দৌর্ব্বল্য পুরুষানু-ক্রমে প্রবাহিত হইয়া বংশোচ্ছেদ করে, সেই জন্যই বংশের তেজস্বিতা, গুণের উৎকর্ষতা বর্দ্ধন জন্য ভিন্ন গোত্রে, ভিন্ন প্রবরে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। "কন্যা বর-অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা অথবা তাহার শ্রেষ্ঠবর্ণ ও শ্রেষ্ঠ রাশি ও শ্রেষ্ঠ গণ হইলে বিবাহ দিবে না। তুল্য হইলে বিবাহ দিবে, তাহা প্রীতিপ্রদ ও কল্যাণকর।" অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী হইতে বল বীর্য্য, শক্তি-সামর্থ্য, উদ্যম-উৎসাহ ও আশা-অধিকার প্রভৃতিতে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠতা রক্ষার জন্য বরকন্যার পরিণয়-সম্বন্ধে পাত্রের বংশ বয়স রাশি বর্ণ ও গণের শ্রেষ্ঠতার প্রতি আর্য্যজাতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। এবং তত্তৎ বিষয়ে বরের সহিত কন্যার সমতা বা নিকৃষ্টতা দেখিয়াই কন্যা-নির্ব্বাচন করেন।

কালক্রমে বংশ-বৃদ্ধি নিবন্ধন বর-কন্যা দুষ্প্রাপ্য হেতু অথবা অন্য কোন কারণেই হউক প্রাগুক্ত নিয়মের খর্ব্বতা হইয়া বর্ত্ত-মানে "পিতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত; পিতৃ-বন্ধু প্রভৃতি সপ্ত পুরুষের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত; মাতামহ প্রভৃতি উপরিতন পঞ্চ পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত; মাতৃ-বন্ধু প্রভৃতি পঞ্চম পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত অবিবাহ্য। এতদ্ভিন্ন আর সকল কন্যা বিবাহ্য। পিতৃবন্ধু ও মাতৃ-বন্ধু শব্দে—পিতৃষস্রীয়, মাতৃষস্রীয় ও মাতুল-পুত্র। পূর্ব্বোক্ত অবিবাহ্য কন্যাদিগের মধ্যে যাহারা ত্রিগোত্র অতিক্রম করিবে তাহারাও বিবাহ্য হইবে" এই নিয়ম সকল বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ প্রচলিত হই-য়াছে। করণীয় পরিবারের অল্পতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ কুলীন বংশের মধ্যে বর-কন্যা-নির্ব্বা-চন-বিষয়ে ইদানীন্তন সময়ে প্রাগুক্ত নিয়-মেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ইত্যাদি নানা কারণে বঙ্গ-সমাজে দুঃখ দুর্ব্বলতা, রোগ গ্লানিও বর্দ্ধিত হইতেছে।

আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজা-পত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ কাল-ক্রমে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই নির্দোষ ও পিতামাতার কর্ত্তব্য-ভাবানুমোদিত হওয়া-

তেই, তাহাই প্রায় হিন্দু-সমাজের সকল বর্ণ দ্বারা সমাদৃত ও উপসেবিত হইতেছে। অবশিষ্ট বিবাহ-গুলি স্বেচ্ছাচার-সম্পাদ্য, বল-প্রাধান্য, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য, অনুরাগ-অন্ধতা, কামোন্মত্ততাদি-নিষ্পাদ্য নানা দোষ-যুক্ত বলিয়া ধর্ম্ম-প্রিয় আর্য্য-সমাজ দ্বারা তৎসমূহ ঘৃণিত ও হতাদর হইয়া প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-বিষয়ে যেমন কাল-ক্রমে প্রাচীন নিয়ম সকলের ব্যভিচার হইয়া পড়িতেছে তেমনি পুরুষের পূর্ব্ব-অবধারিত বিবাহ-কালেরও বিশেষ অন্যথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাকালে উপনয়নানন্তর আচার্য্য-গৃহে বিদ্যা-শিক্ষা সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিবার বিধি ছিল, তাহাতে শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত ও বিড়ম্বনা সংঘটিত হইত না। কাল-ক্রমে তাহারও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছে। পুরাকালে গর্ভস্থ বা ভূমিষ্ঠ-কাল হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষ হইতে উপনয়নানন্তর গুরু-গৃহে জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা আরম্ভ হইত। শ্রেষ্ঠ কল্পে ঋক্, যজুঃ, সাম, বেদ-ত্রয় প্রত্যেকটী দ্বাদশ বর্ষ করিয়া অধ্যয়ন, মধ্য-কল্পে তিনটী বেদ প্রত্যেকটী ছয় বৎসর করিয়া অধ্যয়ন, নীচ-কল্পে তিন তিন বৎসর করিয়া প্রতি বেদ অধ্যয়ন অথবা যাবৎ-পরিমিত-কালে ঐ বেদ-ত্রয় অধীত না হইত, তাবৎকাল গুরু-গৃহে অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা ছিল। তৎ-পরে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক দার-পরিগ্রহ হইত। এখন উপনয়নানন্তর তিন দিবস পরেই লোকে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিবার অধিকার লাভ করে। বর্ত্তমানে লোকে যে প্রকার অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠ কল্পানুসারে সমাবর্ত্তনকাল বা দার-পরিগ্রহ-সময় নিতান্ত অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়ের কথা দূরে থাকুক, তৃতীয় কল্পানুরূপ সমাবর্ত্তনানন্তর দার-পরিগ্রহের প্রথাও হতাদর ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা সমাপন হউক আর না হউক, পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলেই যেন পিতামাতা নিশ্চিন্ত হয়েন।

পুত্রের বিবাহ-বিষয়ে যেমন কাল-নির্দ্দেশ সংহিতা-গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে সেরূপ বলবৎ নিয়ম প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যদিও পিতামাতার প্রতি এইরূপ অনুশাসন আছে যে, "কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।" কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতি-সেবা না জানে এবং ধর্ম্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না" কিন্তু কত উচ্চ বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিবেক, তাহার কোন বিশেষ পরিমাণ দৃষ্ট হয় না; কেবল স্থল-বিশেষে সুপাত্র নির্ব্বাচন-পক্ষে এই মাত্র দৃষ্ট হয় যে "যাবজ্জীবন ঋতুমতী হইয়াও কন্যা গৃহে থাকিবেক সেও বরং ভাল, তথাপি কন্যাকে বিদ্যাদি গুণরহিত পুরুষকে কদাচ দান করিবে না।" "পিত্রাদি যদি গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক, পরে স্বয়ম্বরা হইবেক।" "শ্রেষ্ঠ কল্পে দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যাকে ত্রিংশ বৎসরের পাত্রে সমর্পণ করিবে" এই মাত্রই উচ্চ-বয়সের নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে যে স্বয়ম্বরা-স্থলে ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যার কথা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা নাপার্থ্যমাণে ও নিকৃষ্ট কল্পে। অর্থাৎ অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত না হইলে অথবা পিত্রাদি, গুণবান্ বরে কন্যা সম্প্রদান না করিলে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া পরে স্বয়ম্বরা হইবেক, এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয়। দশম বৎ-

সরের অধিক অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ বর্ষ ঋতু-কাল; তৎপরে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া চতুর্থ বর্ষে স্বয়ম্বরা হইতে গেলেই কার্য্যতঃ ষোড়শ বৎসর হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ বয়সের কথা প্রায়ই শ্রুত হওয়া যায় না। প্রত্যুত বহু গ্রন্থেই ঈদৃশ অনুশাসন-বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে নারীর কন্যা-কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ দশম বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহাকে সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত পাত্রে দান করিবে। "কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃ-গৃহে ঋতুমতী হইলে, সে গৃহ অপবিত্র ও কন্যার পূর্ব্বতন পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ হয়" ইত্যাদি নানা অনুশাসনও দৃষ্ট হয়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাই প্রতীত হয় যে আর্য্য ঋষিগণ নিতান্ত প্রকৃতি-দর্শী ও ঈশ্বরের একান্ত লক্ষ্য-দ্রষ্টা ছিলেন। পুরুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে স্ত্রী অপেক্ষা বলীয়ান্ এবং আত্ম-সংযমে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে সমর্থ জানিয়া তাহারদিগের বিবাহ-কাল-নির্দ্দেশ-পক্ষে সঙ্কুচিত হন নাই, কিন্তু নারীদিগকে অবলা, চঞ্চলমতি জানিয়াই পাছে তাহারদিগের দ্বারা সংসার মধ্যে কোন রূপ অপবিত্রতা প্রবেশ করে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তাঁহারা কন্যার বিবাহ-কাল অবধারণ-বিষয়ে এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ভিন্ন-গোত্রা, ভিন্ন-প্রবরা, ভিন্ন-দেশীয়া কন্যাকে আপনাদের পরিবারের সহিত একীভূতা করিয়া লইতে হইবে এই জন্যই বোধ হয়, ঊর্দ্ধ-সংখ্যা দশ বৎসরই কন্যার বিবাহ-কাল অবধারণ করিয়া লইয়া ছিলেন। পরিণত-বয়স্কা নারীর স্বভাব-চরিত্র একবার সংগঠিত হইলে, বিবাহান্তে পতিগৃহে আবার তাহার রূপান্তর বা ভাবান্তর হওয়া দুঃসাধ্য, এ আশঙ্কাতেও তাঁহারা হয় তো প্রাগুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। দূরকে নিকট, পরকে আপনার, নিঃসম্পর্কীয়াকে গৃহের হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী করিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে; এ জন্যই ব্রাহ্ম বিবাহ উপলক্ষে পাত্র-কন্যা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার গুরুতর পবিত্রতর কর্ত্তব্য-ভার পিতামাতার হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পিতামাতার সমান সন্তান-সন্ততির প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীতলে আর দ্বিতীয় নাই। যে জনক-জননী যথাসর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পুত্রকন্যাকে পালন-পোষণ এবং জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিয়া থাকেন, আপনাদিগের সকলই তাহারদিগের জন্যই রক্ষা করেন, তাঁহারাই যে তাহারদিগের ভাবী সুখ-শান্তি ও সংসার-ধর্ম্মের উপযোগী বিবাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার দেব-নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। পিতামাতা পাছে সুন্দরী ও সুশীলা পাত্রী নির্ব্বাচন-বিষয়ে অবহেলা বা ঔদাস্য প্রদর্শন করেন অথবা তদ্বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়েন, তন্নিবারণার্থ আর্য্য ঋষিগণ তদ্বিষয়ক কতকগুলি নিষেধ ও বিধি-বাক্য গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা, "যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চির-রুগ্না, যাহার গায়ে অল্পমাত্র লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী ও যাহার নয়ন পিঙ্গল-বর্ণ, এই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না।" কিন্তু যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।" ঈদৃশ রাশি রাশি নিষেধ ও বিধিবাক্য সত্ত্বেও যে পিতা মাতা তাহার বৈপরীত্যাচরণ করেন, তাঁহারাই তাঁহারদের পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিবার মধ্যে অমঙ্গল ও অশান্তি-স্রোত প্র-

বাহিত করিয়া দিয়া কষ্ট-ক্লেশে দগ্ধীভূত হয়েন। তথাচ স্থল-বিশেষে ইঁহার দ্বারা যে গরলময় ফল সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহা হীন-প্রকৃতি পিতা মাতার ধন-লোভ, যশ-আকাঙ্ক্ষাদি নিবন্ধন কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সকল জনক-জননী কোন-রূপেই দূষিত বা অপরাধী হইতে পারেন না।

পৃথিবীর যে সকল জাতিমধ্যে যৌবন-পরিণয় নিবন্ধন পরস্পর বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণময় ফল সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। যে যুবক-যুবতীর মন পরস্পর সম্মিলিত হইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারদের দৃষ্টি বাহ্য রূপ-লাবণ্য ভেদ করিয়া পরস্পরের অন্তর্নিহিত গুণ-গ্রামের বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রায়ই নিপতিত হয় না। তাঁহারদের নির্ব্বাচন অনেক স্থলেই দোষশূন্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই জনাই প্রেমিকের চক্ষু ক্ষীণজ্যোতিঃ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। সেই কারণেই ইদানীন্তন সময়ের সভ্য জাতিদিগের মধ্যে সতীত্বের আশানুরূপ সমাদর নাই। তাঁহারদের সভ্যতার উচ্চতা-অনুসারে অসতী-সংখ্যাও উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে। সেই হেতুই তাঁহারদের মধ্যে ব্যভিচার-দোষ রাজ-দ্বারে দণ্ডার্হ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-ভূমি, আর্য্য-জাতি ধর্ম্ম-প্রিয় বলিয়া চির-প্রসিদ্ধই আছেন, অতএব বিলাসের চাক্‌চিক্যে, ইন্দ্রিয়-সুখের প্রলোভনে, ঐহিক আমোদ-প্রমোদের দুরাকাঙ্ক্ষায় আমরা যেন আমারদের ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া না ফেলি, আমরা যেন ধর্ম্মহারা হইয়া অসার অপদার্থ হইয়া না পড়ি। ধর্ম্মই আমারদের প্রাণ, ঈশ্বরই আমারদের সর্ব্বস্ব, পরলোকই আমারদের শান্তির নিকেতন।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

(বিগত সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

অসুর সময় পেলে হইবে প্রবল।
নাশিবে তোমার যত আছে ধর্ম্ম-বল॥
থেকো না পাপের সহ তিলার্দ্ধ সময়।
পড়িবে কুহকে তার ডুবিবে নিশ্চয়॥
পলক ইন্দ্রিয়-সুখ বিলাসের তরে।
ত্যজোনা ত্যজোনা ধর্ম্ম পরম ঈশ্বরে॥
তিনি করিছেন সদা তোমারে আহ্বান।
শোন শোন তাঁর বাণী হইবে কল্যাণ॥
পাপেতে জড়িত যেই আসিলে শমন।
করে কিবা হাহাকার বিলাপ ক্রন্দন॥
কিন্তু যিনি পাপ হতে হইয়া বিরত।
সাধ্য মতে ধর্ম্ম-পথে চলেন নিয়ত॥
মরণ সময়ে তিনি নাহি পান ভয়।
বলেন ঈশ্বরে তবে "ওহে দয়াময়॥
পড়িয়াছিলাম আমি পাপ-বাগুরায়।
তুমিই উদ্ধার নাথ! করিলে আমায়॥
কতই দুর্ম্মতি ছিল পোষিত হৃদয়ে।
তুমি না রাখিলে মোরে ফেলিত নিরয়ে॥
তোমা ছাড়া যে জীবন বিষাদি কেবল।
এবে সুধা জ্যোৎস্নাময় আমার সকল॥
হায়! কেন ছিনু আমি ছাড়িয়া তোমায়।
তার জন্য অনুতাপ দহিছে আমায়॥
পাপের মলিন চীর করিয়া ত্যেয়াগ।
পুণ্যের বসন পরি করি অনুরাগ॥
এই হেতু কত তুমি করিলে যতন।
না ফলিল সে যতন আমি অভাজন!
জান নাথ! কত ত্রুটী হয়েছে আমার।
এখন ভরসা শুধু করুণা তোমার॥
কর নাথ! এবে মোর সুগতি সাধন।
অনন্ত জীবনে যেন পাই তোমা ধন॥"
যে আপন দুষ্টমতি করে সুশাসন
ঈশ্বর নিকটে করে সুমতি যাচন॥

হেন ধর্ম্ম-বল তারে দেন দয়াময়।
প্রলোভনে পারে সেই করিবারে জয়॥
সারথি হইয়া তিনি তার আত্মরথে।
চালান তাহারে তাঁর মঙ্গলের পথে॥
দয়া করি হৃদি তার দেন দরশন।
করেন নিয়ত শান্তি সুখ বরিষণ॥
বাহিরের শত্রু যদি করে আক্রমণ।
পারে না তাহার শান্তি করিতে হরণ॥
আছে যে তাহার শান্তি আত্মার কন্দরে।
রক্ষিছেন শান্তিদাতা থাকিয়া অন্তরে॥

দেখ দেখ ঈশ্বরের দয়ার বিধান।
প্রতি জনে আপনারে করিছেন দান।
তাঁর বায়ু বৃষ্টি মেঘ চন্দ্রমা তপন।
সবাকার উপকার করিছে সাধন॥
তাঁর সৃষ্টি সকলের হয় ভোগিবার।
কিন্তু তিনি নিজ ধন প্রত্যেক জনার॥
গৃহের দেবতা তিনি হৃদয়ের ধন।
পরম আত্মীয় তিনি আপন স্বজন॥

শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিয়া।
সম্বন্ধ তাঁহার মনে দেখহ বুঝিয়া।
সৃষ্টি দেখি তব মনে হয় অনুমান?
স্নেহে বিতরেন মাতা কত অন্ন পান॥
পালিছেন বটে তিনি করিয়া যতন।
কিন্তু নাহি দেখা দেন স্নেহের নয়ন॥
হেন কি মায়ের কার্য্য? কোলেতে করিয়া।
পালেন সন্তানে যিনি কতই করিয়া॥
সন্তান ঘুমালে যিনি বসিয়া শিয়রে।
নিরাসেন বিঘ্ন তার কিবা স্নেহ-ভরে॥
জেন জেন বিশ্বমাতা মাতার সমান।
মায়ের অধিক তিনি ইথে নাহি আন॥
জননীর স্নেহ যিনি করেন প্রেরণ।
তাঁর স্নেহ প্রেম মনে হয় কি শরণ?
তাঁহা হতে হয় তব জীবন যৌবন।
সদা করিছেন তোমা রক্ষণ পালন॥
দেখ তব জীবনের যেই দিকে চাও।
তাঁহার করুণা দয়া দেখিবারে পাও॥
তোমার অন্তরে তিনি সদাই প্রকাশ।
দিতেছেন শুভ মতি কতই আশ্বাস॥
বলিছেন "ভয় নাই বিপদ তুফানে।
আমি যে কাণ্ডারী তব চাও আমা পানে॥
বিপদে সম্পদ তব হবে আগুয়ান।
মৃত্যু তব হইবেক অমৃত-সোপান॥"

পিতামাতা ভাই বন্ধু বলিছ আপন।
ঈশ্বর আপন বলি জানিবে কখন?
বল দেখি প্রাণ ভরে "ঈশ্বর আমার!
তোমার সমান মম নাহি দেখি আর॥
তুমি হে পরম পিতা মাতা বন্ধু জন।
পরম সুহৃদ্ তুমি পরম শরণ॥
এস এস দয়াময় আমার হৃদয়ে।
ইহ পরকালে রাখ তোমার আশ্রয়ে॥"

যে সাধু আপন বলি জানেন ঈশ্বরে।
দেখেন ঈশ্বরে তিনি আপন অন্তরে॥
দেখেন বিভুর নাম জ্বলন্ত অক্ষরে।
চন্দ্র সূর্য্য তরু লতা পর্ব্বত সাগরে॥
সুন্দর জগৎ পানে যবে তিনি চান।
মহেশের মহিমার পরিচয় পান॥
সাধুর হৃদয়-গ্রন্থি হয় বিমোচন।
দিন দিন বাড়ে তাঁর ধর্ম্মের জীবন॥
ব্রহ্ম-রস পানে তিনি সদাই মগন।
সেই রস বিতরিতে করেন যতন॥

ইতি তৃতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু কিছুই ছিল না। পুরবাসিরা ধর্ম্মভীরু। কেহই ধন বলবীর্য্য ও তপোমদে উন্মত্ত হইত না। একদা ঐ রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগের অনুসরণ প্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করিতে ছিলেন। এই অবসরে শুনিলেন কএকটী স্ত্রীলোক "পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর" বলিয়া বার বার করুণ স্বরে চীৎকার করিতেছে। তখন রাজা মৃগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই, আমার রাজ্য

কালে কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে? আমি রাজা, আমার সমক্ষে কোন্ পাপাশয় বস্ত্রাঞ্চলে প্রদীপ্ত অগ্নিকে বন্ধন করিতে চায়? কাহারই বা আমার শরে মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে?

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে অসিদ্ধ বিদ্যা সাধন করিতেছিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্যাই ভীত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতেছিল। কিন্তু বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথায় অতিমাত্র কুপিত হইলেন। তিনি কুপিত হইবা মাত্র বিদ্যা সকলও বিনষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে অশ্বথপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দুরাত্মন্! দাঁড়া এখনই তোরে প্রতিফল দিতেছি। হরিশ্চন্দ্র সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ নাই, আর্ত্তকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। আমি যখন স্বধর্ম্ম রক্ষণে ব্যগ্র তখন আপনি অকারণ ক্রোধ করিবেন না। যে রাজা ধর্ম্মশীল তিনি দান করিবেন, রক্ষা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধ করিবেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি ধর্ম্মভীরু, এক্ষণে বল, কাহাকে দান করিতে হয়? আর কাহারই বা সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক?

রাজা কহিলেন, তপোধন! ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে দান করিবে, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করিবে এবং শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! যদি রাজধর্ম্মপালনে তোমার এতই যত্ন তবে আমাকে দান কর।

তখন হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আমার কি দিতে হইবে আপনি অসঙ্কোচে বলুন। যদি তাহা দুষ্করও হয় তো বুঝিবেন তাহা দেওয়াই হইয়াছে। ধন রত্ন পুত্র কলত্র অধিক কি স্বদেহ যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি অগ্রে আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহা দিব, এতদ্ব্যতীত আর যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন! তোমার ভার্য্যা পুত্র ও শরীর এবং পরলোক-সহচর ধর্ম্ম ব্যতীত সসাগরা পৃথিবী ও হস্ত্যশ্ব-রথ-সঙ্কুল সমস্ত রাজ্য আমাকে অর্পণ কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অবিকৃত মুখে হৃষ্ট মনে তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে সম্মত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব দান করিলে। এক্ষণে আমি রাজা, জিজ্ঞাসা করি অতঃপর প্রভুত্ব কাহার? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে প্রভুত্ব আপনারই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি পৃথিবীতে আমার আধিপত্য হইল তবে আমার অধিকারে থাকা আর তোমার উচিত হয় না। তুমি অঙ্গের সমস্ত বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল ধারণ করিয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত এখনই আমার রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষির এই বাক্যে সম্মত হইয়া পত্নী শৈব্যা ও শিশু পুত্রের সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র উহাঁর পথ অবরোধ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাও? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার যা কিছু রাজ্য ও ধন সম্পত্তি ছিল সমস্তই আপনাকে দিয়াছি। এক্ষণে কেবল পত্নী পুত্র ও আমি এই দেহত্রয় মাত্র অবশিষ্ট। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি কিছুই শুনিতে চাই না। তুমি আমায় যজ্ঞদক্ষিণা দেও। ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া দান না করিলে সর্ব্বনাশ হয়। রাজসূয় যজ্ঞে যা কিছু ব্যয় তুমি এখনই আমাকে দাও। তুমি এইমাত্র কহিয়াছ সৎপাত্রে দান, শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও

কাতর ব্যক্তিকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন ভগবন্! এখন তো আমার আর কিছুই নাই, আমি ইহা আপনাকে কালক্রমে দিব। আপনি আমার মনের সদ্ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন তবে শীঘ্র বল আমি ইহার জন্য কত দিন প্রতীক্ষা করিব। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমার কিছুই নাই, আপনি ক্ষমা করুন, আমি মাসান্তে আপনাকে সমস্তই দিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তবে তুমি এখন নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা পাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী সৈব্যা কখন পদব্রজে বহির্গত হন নাই। তিনিও উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন পুরবাসী ও রাজভৃত্যেরা মহারাজকে সস্ত্রীক নগর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, হা নাথ! আমরা আপনার জন্য অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু। যদি ধর্ম্মরক্ষা করা আপনার আবশ্যক হয় তবে আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা জানি না আবার কবে আপনাকে দেখিতে পাইব। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাকে দেখিয়া লই। হা! যাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে রাজারা যাইত এখন কেবলমাত্র পত্নী একটী বালক পুত্রের হাত ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন! যাঁহার প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রে অগ্রে যাইত সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পত্নীর সহিত পদব্রজে চলিয়াছেন! হা নাথ! পথের ধূলিজালে আপনার এই মুখচন্দ্র মলিন হইয়া যাইবে। আপনি দাঁড়ান, আমাদের স্ত্রী পুত্র ধনরত্নে প্রয়োজন কি। আমরা এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার দাস হইয়া যাইব। আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর যেখানে আপনি আমরাও সেইখানে। যেখানে আপনি সেই খানেই নগর ও স্বর্গ।

হরিশ্চন্দ্র সকলের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া দাঁড়াইলেন। নগরবাসিরা চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। হরিশ্চন্দ্র তাহাদের দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র রোষাকুল লোচনে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অতি দুষ্ট ও মিথ্যাবাদী, তোরে ধিক্। তুই আমায় সমস্ত রাজ্য দিয়া আবার অনুতপ্ত হইতেছিস্। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া কম্পিত দেহে কহিলেন, এই আমি চলিলাম। সৈব্যা অতিশয় সুকুমারী ও পথশ্রমে ক্লান্ত, হরিশ্চন্দ্র যাইবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন এই অবসরে বিশ্বামিত্র সৈব্যাকে দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা যাইতেছি। এতদ্ব্যতীত তিনি আর কিছুই কহিলেন না। ক্রমশঃ।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

উপবীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আপনি ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যে সকল পৌরাণিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে উপবীত ধর্ম্মশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। অষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপবীত দিবার কাল কেন নির্ণীত হইল? উপযুক্ত আচার্য্য শিক্ষাগুরু দ্বারা এই কার্য্য সমাপন করিবার কেন বিধি আছে? উপবীত ধারণ-কাল অবধি যত দিন না শিষ্য সুশিক্ষিত ও জিতেন্দ্রিয় হয় ততকাল কেনই বা তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে হইত? ইত্যাদি বিধি আধ্যাত্মিক ভাবে বিচার করিলে উপবীতকে কেবল স্মারক-চিহ্ন-স্বরূপ ব্রহ্মসাধনের সহায় বলিলেও ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা প্রকাশ পায় না। কার্পাস সূত্রই হউক বা শন সূত্রই হউক কিংবা মেষলোমসূত্রই হউক আর্য্য সন্তানগণ একটী সূত্রের কেন এত পক্ষপাতী হইলেন। একটী জড় পদার্থের এমন কি অসামান্য গুণ যে তাহাতে তাঁহারা এতদূর আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন? সাধন অবস্থাতে সূত্র গ্রহণ ও ধারণের এরূপ কঠোর বিধি কেন ছিল ও সেই অবস্থাতে সূত্র-ত্যাগেরই বা কেন এত কঠোরতর নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইল।

মহাশয়, যতদিন না কৃতবিদ্য আর্য্য সন্তানগণের কোমল নয়ন পাশ্চাত্য জ্ঞান-কণার উৎপীড়ন হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে ততদিন তাহা উল্লিখিত বিধি ও নিষেধ সমূহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারিতেছে না। আদিসমাজ যখন সর্ব্বপ্রথমে যুক্তাহার, যুক্তপরিধান ও যুক্তাসনের আবশ্যকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন কৃতবিদ্য দল ক্রোধান্ধ হইয়া আদি সমাজের মস্তকে কত অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন। তখন যুক্ত আহার পরিধান ও আসন যে ব্রহ্মসাধনের সহায় হইতে পারে তাহা তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের উৎপীড়নে দেখিতেই পান নাই। সেই কালের বিলাতী লোকদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আহার পরিধান বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। কিছুমাত্র বিলাতী জ্ঞান ও উৎসাহ-বলে সুদীর্ঘ স্তোত্র ও দীর্ঘতর বক্তৃতার সাহায্যে ব্রহ্মসাধনের বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্তসংযম হইল কি না, আত্মা প্রকৃতিস্থ হইল কি না, সে বিষয়ে হতজ্ঞান হইয়া কখন বা কাল্পনিক ধর্ম্মভাবে গদগদ হইতেন, কখন বা মনঃকল্পিত দেবতাকে—হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনা ও আনন্দকে ব্রহ্মসহবাস-জনিত ভূমানন্দ স্থির করিয়া "আজ আমাদের ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে" বলিয়া নৃত্য করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যখন বহু-পরিবার বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মগোলযোগ সাধনে ব্যাঘাত দেখিতেন ও নিজে নিজে উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিলে পাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় হৃদয়ঙ্গম করিতেন তখন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়ের সরলতার পরিচয় দিয়া একেবারে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগের (অনাহারে) পরলোকের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন। কোন কোন বীর পুরুষ আপনাকে জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ জানিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন "ভগবান আমাকে প্রচারক হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন—বিবাহের সময় যে প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হইয়া আমি এতকাল পরিবার প্রতিপালন করিলাম তিনি আমাকে সিদ্ধ পুরুষ দেখিয়া কেবল আহার বিহার সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের অনুমতি দিয়া স্বয়ং সেই পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। আমি এখন আমার সহধর্ম্মিণীর সুখ সচ্ছন্দতার বা দুঃখ দারিদ্রের জন্য দায়ী নহি এবং পুত্র কন্যার লালন পালন ও বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করি না। আমার আদেশ হইয়াছে আমি আমার পরিজনের জন্য এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিব না। যদি ভবিষ্যতে ভগবান আমাকে আরও পাঁচ সাতটী পুত্র কন্যা দেন সে সকল তাঁহারই, তাহাদের জন্য চিন্তা করা আমি পাপ মনে করি। আমি এখন আমার বিবেক ও সমাজের দাস। বিবেক যদি বলেন আজ তুই মান্দ্রাজ যা আমি আজই মান্দ্রাজ যাইতে প্রস্তুত। সমাজ যদি বলেন কাল তুমি লাহোর যাও আমি তাহাতেও সঙ্কুচিত নহি। আমি অবাধে বিবেকের ও সমাজের আদেশ পালন করিবার জন্য অনুমতি পাইয়াছি। আমার পুত্র কন্যারা যদি এ সময় ক্ষুধাতে বা রোগে বা অযত্নে মৃতকল্প হয় তথাপি আমি ভীত হই না। আমি মান্দ্রাজ বা লাহোরে যাইবই যাইব—কেহই আমাকে বাধা দিতে পারিবেক না। আমি কেবল নিজের অসুস্থতাকে ভয় করি ও যেখানে যাইব সেখানে আদরে থাকিতে পারিব কি না তাহাই একবার ভাবিয়া দেখি। যদি কোন দেশ হইতে পথ-খরচ শুদ্ধ একখানি পত্র আইসে ও আমাকে যত্ন করিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে আমি অসুবিধা না ঘটিলে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মত সহধর্ম্মিণীর সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ হওয়া মন্দ নয় কিন্তু তাঁহার দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে বা মোচন করিতে আমি ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ এখন বাধ্য নই। যে সমাজের আমি সেবা করি সেই সমাজই আমার পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য বাধ্য। ঈশ্বর নিজে না পারেন তিনি তাঁহার ভক্ত সমাজ দ্বারা আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।"

মহাবীর ও আর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীর প্রচারকগণ ঈদৃশ দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যাবলীর দ্বারা বঙ্গ শিশুর চক্ষে ধূলি দিতে লাগিলেন। বঙ্গ শিশুর এখন উভয় সঙ্কট। ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরেজদের ধর্ম্ম আচার ও ব্যবহারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি ও হিন্দু-আচার ব্যবহারকে পরিত্যাজ্য স্থির করিয়া যে বঙ্গ সন্তান ধর্ম্ম লাভে উদ্যুক্ত হইয়াছিল সেই বঙ্গ শিশু জীবন-নদীর জলে দেখে পাদরী-বেশধারী কুম্ভীর নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া পশ্চিম দেশ হইতে তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিয়াছেন। আবার তীরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখে আদিষ্ট প্রচারক-বেশধারী ব্যাঘ্র লম্ফ ঝম্ফ করিয়া তাঁহাকেই উদরস্থ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পাদরী সাহেব ও প্রচারক মহাশয়ের সঙ্কল্প একই—উভয়েই বঙ্গশিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব বিনষ্ট করিবার জন্য শশব্যস্ত। উভয়েই শিক্ষা দিলেন ধর্ম্ম মনের জিনিস, আহার ও কাপড়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই—ধর্ম্ম বাহির হইতে হয় না কিন্তু অন্তর হইতেই উদ্ভাবিত হয়। শরীর শুদ্ধ থাকুক আর নাই থাকুক, আহার পবিত্র হউক আর নাই হউক, পরিধান বসন মলিন হউক আর যাই হউক, ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই—ধর্ম্মলাভের জন্য যে কোন আয়োজন সমুদয় অনর্থক ও অপকারী। বঙ্গশিশু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় তীর হইতে প্রচারক মহাশয় সদর্পে বলিতে লাগিলেন—বিলাতী পাদরীর যাহা কিছু সম্বল ছিল সে সমস্তই আমার হস্তগত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন যাহার জন্য আর্য্য ঋষিকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও আমার করতলন্যস্ত। ঈশ্বরলাভের এমন সহজ উপায় আর কেহই দিতে পারিবে না। তুমি আমার কাছে আইস ও আমাদের সমাজমন্দিরে গতায়াত করিও, ও মধ্যে মধ্যে একটা আধটী সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিও তাহা হইলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। যদি আনুষ্ঠানিক নামে অভিহিত হইতে চাও তবে তোমার গলায় উপবীত থাকিলে এখনি পরিত্যাগ কর, পৌত্তলিক পিতামাতা ভ্রাতা

জাতি কুটুম্বের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিও না, পাছে তাহারা তোমাকে কুসংস্কারে ও ঘৃণিত হিন্দুধর্ম্মে—পৌত্তলিকতাতে নিক্ষেপ করে। পৌত্তলিক কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিও না।

এইরূপে কতকগুলি ধর্ম্মাভিমানী ভ্রান্ত কৃতবিদ্য আপনাদের ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি শিশু-প্রকৃতি বঙ্গযুবকের জীবনকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া ছিলেন। শিশু-প্রকৃতি যুবকদলের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। খানিক দূর না ভাসিতে ভাসিতে তাহারা এমন গভীর জলগর্ভে নিমগ্ন হইল যে একাল পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। কৃতবিদ্যদলের মধ্যেও অনেকের ঐ দশা ঘটিয়াছে। কেবল কএকটি সবল বুদ্ধিমান অল্প-দূর না যাইতে যাইতে বিপদের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও আপনার ভ্রান্তি সমূহ স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া কোন রূপে কূলসন্নিকর্ষ হইতে পারিয়াছেন ও আপনাদিগকে জীবিতের মধ্যে গণ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কয়েকটী বলিষ্ঠ কৃতবিদ্যের অবস্থা যদিও কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ কিন্তু তাঁহারা যেরূপ ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের জীবনী শক্তি বিশেষ রূপে ন্যূন হইয়াছে। তাঁহারা এখন উৎসাহ ও উদ্যম-বিহীন হইয়া সতত নিরাশায় কাতর হইতেছেন—আপনাদের ভ্রমে ও অন্ধতাতে অন্য কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছেন। এই কয়েকটী কৃতবিদ্যদিগকে আর বিলাতী সাহেবের অনুকরণ করিতে দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে কাহাকে গৈরিক বসন পরিধান, কাহাকে ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন, কাহাকেও বা নিরামিষ ভোজনে তৎপর দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে দিন দিন যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আপাততঃ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথের পথিক বলিলে বলা যাইতে পারে ও ভবিষ্যতে যে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন তাহারও আশা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনের অনেক আয়োজন চাই—অনেক শিক্ষা চাই—অনেক কঠোর ব্রত অবলম্বন করা চাই। তাঁহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই একটী বাঙ্গালা বা ইংরাজী স্তোত্র পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক অভাব সম্পূরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন; কেহ কেহ শিক্ষাগুরুর সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন; কেহ কেহ আচার্য্য প্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দিন দিন আত্মার উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছেন, কেহ কেহ কর্ত্তব্যানুরোধে পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক পিপাসার শান্তি করিতেছেন। আর্য্য সন্তানের এখন বিকৃত নয়ন প্রকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সকল সাধন-প্রণালী কুসংস্কারপূর্ণ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন এখন পাশ্চাত্য জ্ঞানকণা-স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল আদরণীয় ও ধর্ম্মজীবন লাভের বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন—এত দিনের পর যুক্ত আহার পরিধান ও আসনের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মনিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ?	/০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ...	৷০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ...	৷০
আত্মোৎকর্ষবিধান ...	১৷৵০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার ...	৫
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা ...	৫
সঙ্গীত হার	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত	/১০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য	৷০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	।০
মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৵০

	Rs	As	P.
A Discourse against Hero-making in religion	,,	12	,,
Science of Religion	,,	4	,,
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	,,	,,
Who is Christ ?	,,	,,	6
Brahmo Catechism	,,	1	,,

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ)	৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ...	১৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) ...	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২৷৵০
বেদান্তপ্রবেশ	৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	৸০
সৃষ্টি	৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৷/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	।৵০
গৃহকর্ম্ম	৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ...	৵৫